পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 136 Thursday, 17 April, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ১৩৬ সংখ্যা ❋ ৩ বৈশাখ ১৪৩২, বৃহস্পতিবার, ১৭ এপ্রিল ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

মুর্শিদাবাদের সমস্ত অশান্তির তদন্ত করবে সিট, কারা-কারা টিমে আছে জানেন?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ এপ্রিলঃ মুর্শিদাবাদে অশান্তির ঘটনায় বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠন করল রাজ্য পুলিশ। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদমর্যাদার আধিকারিকের নেতৃত্বে সিট গঠন রাজ্য পুলিশের। এই সিটে থাকছেন ন'জন সদস্য। বিশেষ এই তদন্তকারী দলে থাকবেন তিনজন ডেপুটি সুপার ও ছ'জন ইনস্পেক্টর। অশান্তি সংক্রান্ত সব মামলার তদন্ত করবে এই সিট। গতকাল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এডিজি (আইন-শৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম মুর্শিদাবাদের হিংসা নিয়ে কড়া বার্তা দিয়েছিলেন। কাউকে রেয়াত করা হবে না বলেও জানিয়েছিলেন। এরপর জানা গিয়েছে এ দিন এই ঘটনায় সিট গঠন করা হয়েছে। এই সিটে স্থানীয় জেলাপুলিশ থেকে শুরু করে রাজ্য পুলিশ, এসটিএফ, সিআইডি ও রাজ্যের আইবি সকলকে মিলে তৈরি হয়েছে। এবার থেকে মুর্শিদাবাদের অশান্তির সমস্ত ঘটনার তদন্ত করবে এই বিশেষ দল। কারা-কারা রয়েছেন সি-এ? ১) শান্তনু চৌধুরী (অ্যাডিশনাল পুলিশ সুপার, আইবি) ২) বিজয় যাদব (ডেপুটি পুলিশ সুপার, সিআইএফ) ৩) কৌশিক ঘোষ (ডেপুটি পুলিশ সুপার, সিআইডি) ৪) অসিম মণ্ডল (ইন্সপেক্টর, সিআইডি) ৫) রাজর্ষি দত্ত (ইন্সপেক্টর, ট্রাফিক হেডকোয়ার্টার) ৬) অনুপম চক্রবর্তী (ইন্সপেক্টর, সিআইডি) ৭) তন্ময় ঘোষ (ইন্সপেক্টর, সিআইডি) ৮) তুহিন দাস (ইন্সপেক্টর, সিআইডি) ৯) সুদীপ্তা দে (সুন্দরবন পুলিশজেলা, আইসি সাইবার)। উল্লেখ্য, মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসকে খুনের ঘটনায় মঙ্গলবাই সিট গঠন হয়েছিল। সিআইডি, এসটিএফ-এর অফিসারদের নিয়ে সিট অর্থাৎ বিশেষ তদন্তকারী দল গঠিত হয়েছিল। এরপর খুনের ঘটনায় পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন দুজন। এরপর আজ জানা গিয়েছে, এই গোটা ঘটনার তদন্তে করবে সিট। উল্লেখ্য, বিগত কয়েকদিন ধরেই তপ্ত ছিল মুর্শিদাবাদ। নয়া ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে সুতি-ধুলিয়ানের মতো একাধিক এলাকা উত্তপ্ত হয়েছিল। সাধারণ মানুষের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে, দোকানপাঠ ভাঙচুর। পরে যদিও ধীরে ধীরে পরিস্থিতি ঠান্ডা হয়েছে।

‘অমিত শাহকে কন্ট্রোল করুন’ সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে বললেন মমতা

মৃতদের পরিবারকে ১০ লাখের ক্ষতিপূরণ, ক্ষতিগ্রস্তদের বাংলা আবাসে বাড়ি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ এপ্রিলঃ ‘লড়াইটা আমাদের সংবিধান রক্ষার, লড়াইটা দেশ রক্ষার, লড়াইটা আমাদের শান্তির পক্ষে, লড়াইটা মানবিকতা, সংহতির পক্ষে।’ নেতাজি ইন্ডোরে মোয়াজ্জেন, ইমামদের ওয়াকফ মিটিংয়ে একাধিক ধর্মের প্রতিনিধিদের পাশে নিয়ে বারবার এ কথাই বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলাজোড়া হিংসায় বারবার কাঠগড়ায় তুললেন কেন্দ্রীয় সরকারকে। ছেড়ে কথা বললেন না কংগ্রেসকেও। এরইমধ্যে হিংসায় আক্রান্তদের জন্য ক্ষতিপূরণেরও ঘোষণা করলেন। মৃতদের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেবে সরকার। অন্যদিকে যাদের বাড়ি ভেঙে ফেলা হয়েছে তাঁদের বাংলার আবাস প্রকল্পে বাড়ি করে দেওয়া হবে বলেও প্রতিশ্রুতি দেন মমতা। এদিন নেতাজি ইন্ডোর থেকে মমতা বলেন, ‘‘আমি কোনও সম্প্রদায় হিসাবে দেখি না, মানুষ হিসাবে দেখি। যারা মারা গিয়েছে তাঁদের প্রত্যেকের পরিবারকে আমাদের সরকার ১০ লক্ষ টাকা করে দিয়ে সাহায্য করবে। যাঁদের বাড়ি ভেঙেছে তাঁদের সবাইকে বাংলার বাড়ি করে দেওয়া হবে। যাঁদের দোকান নষ্ট হয়েছে তার হিসাব-নিকেশ করে মুখ্যসচিব দায়িত্ব নিয়ে কাজটা করবেন।’’ অন্যদিকে এদিন বিএসএফ-কে বারবার কাঠগড়ায় তুলতে দেখা যায় মমতাকে। তদন্তের কথা বলে ক্ষোভের সুরেই বলেন, ‘‘বিএসএফও গুলি চালিয়েছে, তার বিরুদ্ধেও অ্যাকশন হবে। চিফ সেক্রেটারিকে বলেছি এর তদন্ত রিপোর্ট হওয়া উচিত। শীতলকুচিতেও গুলি চালিয়ে এরা চারজনকে মেরেছিল।’’ মুর্শিদাবাদের ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ ওঠার পর আদালতের নির্দেশে মোতায়েন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে শতাধিক বাড়ি। সামসেরগঞ্জ, ধুলিয়ানের আকাশে এখনও পোড়া গন্ধ। তারই মধ্যে বড় দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মুর্শিদাবাদের অশান্তি প্রসঙ্গে ‘প্ররোচনার’ কথা বললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে সরাসরি কংগ্রেসের দিকে আঙুল তুলেছেন

তিনি। মমতা বলেন, ‘‘যেখানে গণ্ডগোল হয়েছে, সেটা মুর্শিদাবাদের (লোকসভা) আসনের আওতায় নয়, মালদহের (লোকসভা) আসনের অধীনে। ওটা কংগ্রেসের জেতা আসন।’’ উল্লেখ্য, মালদহ দক্ষিণ কেন্দ্রের সাংসদ কংগ্রেস নেতা ইশা খান চৌধুরী। আর মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান ওই কেন্দ্রের অধীনে। কংগ্রেসের উদ্দেশে মমতা আরও বলেন, ‘‘জেতার সময় জিতবে, আর দাঙ্গা হলে রাস্তায় বেরবে না, এটা আশা করি না। কিছু ঘটলে জন প্রতিনিধিদের সঙ্গে থাকতে হবে।’’ ওই অশান্তির মাঝে তৃণমূলের তিন বিধায়কের বাড়িতে হামলা হয়েছে বলেও দাবি করেন মমতা। সে কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘তৃণমূল কংগ্রেস যদি অশান্তি করত, তাহলে তৃণমূলের তিন বিধায়কের বাড়ি আক্রান্ত হত না। পার্টি অফিসও ভাঙা হত না।’’ কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী বলেন, ‘‘ভোট-রাজনীতি করতে গিয়ে শুভ-অশুভের পার্থক্যই ভুলে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আমরা চাই, তাঁর শুভবুদ্ধির উদয় হোক।’’ সদ্য কার্যকর হওয়া ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে আগেই মুখ খুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে রাজ্য ইতিমধ্যেই উত্তপ্ত। তবে মমতার দাবি, এখানে আন্দোলন করে কোনও লাভ নেই। প্রয়োজন হলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করতে হবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। আর সেই আন্দোলনে পাশে থাকার ডাক ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের। সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘বাংলায় আন্দোলন করে লাভ নেই। প্রধানমন্ত্রীর কাছে সময় চান। রাষ্ট্রপতির কাছে সময় চান। দরকার হলে ট্রেনে যান, বিমানে যান। সেখানে গিয়ে প্রতিবাদ জানান। দরকার হলে রাস্তায় থাকবেন, ময়দানে থাকবেন। সব সম্প্রদায়কে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন করুন।’’ সেই সঙ্গে তিনি বলেন, ‘‘ইন্ডিয়ার সব দলকেও অনুরোধ জানাব সঙ্গে থাকতে।’’ রাজ্যে বিক্ষোভের ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে সরাসরি দায়ী করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, বাংলার বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালানো হয়, তার মূলে আছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘যত আইটি সেল আছে, সব অমিত শাহের। আমি কখনও নাম নিয়ে বলি না। কিন্তু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক যদি কালীদাসের মতো, যে ডালে বসে আছে, সেই ডালই ভাঙে, তাহলে তো বলতেই হবে। কিছু করার নেই।’’ মমতার কথায়, অমিত শাহ কোনোদিনই প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না। এমনকী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘মোদীজিকে আমি অনুরোধ করব, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণ করুন। ওঁর হাতে সব এজেন্সি দিয়ে দিয়েছেন। উনি দেশের সবথেকে বেশি ক্ষতি করেছেন। উনি সমস্ত প্ল্যান তৈরি করছেন।’’ মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, সংবাদসংস্থা এএনআই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের একটি সূত্র উল্লেখ করে দাবি করেছে যে পশ্চিমবঙ্গের এই অশান্তিতে বাংলাদেশের হাত আছে। যেহেতু সীমান্ত সুরক্ষার দায় বিএসএফের, আর সেটা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে, তাই এদিন অমিত শাহকে প্ল্যানার’ বলেও আক্রমণ করেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রী এদিন আরও বলেন, ‘‘এক বছর পর দিল্লিতে অনেক পরিবর্তন আসবে। আবার নতুন সরকার হবে। যেদিন বিজেপি ক্ষমতা থেকে যাবে, সেদিন জনবিরোধী আইনগুলো বদলাতে হবে। ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।’’ একই সঙ্গে মমতা প্রশ্ন তুলেছেন, কেন সংবিধান সংশোধন করা হচ্ছে না? তিনি বলেন, ‘‘ওয়াকফ আইন যদি বদলাতে হয়, তাহলে সংবিধানে সংশোধন করলেন না কেন। আপনি চালাকি করেছেন। সংবিধানে সংশোধনী না এনে বিল এনেছেন। কারণ তাহলে দুই তৃতীয়াংশ সমর্থন লাগত।’’ মমতা আরও উল্লেখ করেছেন, অনেক হিন্দুরাও ওয়াকফ সম্পত্তি দান করেছে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘‘আপনারা চান রাজ্যের ওয়াকফ বোর্ড ভেঙে যাক। আর কত পাওয়ার চান আপনি। এখন তো আপনাদের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। তারপরও আপনি এই সব করছেন! চন্দ্রবাবু, নীতীশ বাবু তো চুপচাপ বসে আছে। একটু পাওয়ারের জন্য আপনারা এইসব করছেন।’’

‘এই জন্য এনআইএ চাই, সব প্রমাণ হয়ে যাবে কে করেছে’

চটি পরা বিএসএফ এর প্রসঙ্গ উঠতেই রেগে লাল শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ এপ্রিলঃ ওয়াকফ হিংসায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এদিন নেতাজি ইন্ডোরে ইমাম-মোয়াজ্জেনদের সঙ্গে বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দফায় দফায় সুর চড়ান বিএসএফের বিরুদ্ধে। সাফ বলেন, বিএসএফও গুলি চালিয়েছে, তার বিরুদ্ধেও অ্যাকশন হবে। চিফ সেক্রেটারিকে বলছে এর তদন্ত রিপোর্ট হওয়া উচিত। শীতলকুচিতেও গুলি চালিয়ে এরা চারজনকে মেরেছিল। গোটা ঘটনার নেপথ্যে শুরু থেকেই চক্রান্তের গন্ধ পাচ্ছে তৃণমূল। এদিন মমতার মুখেও শোনা গেল সেই কথা। প্রয়োজনের তদন্তও হবে, স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন মমতা। পাল্টা এনআইএ তদন্তের দাবি তুললেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। শুভেন্দুর সাফ কথা, এনআইএ তদন্ত হলেই আসল রহস্য সামনে চলে আসবে। প্রসঙ্গত, মুর্শিদাবাদ কাণ্ডে বারবারই উঠে এসেছে ‘বহিরাগত’ তত্ত্ব। বাইরে থেকে অচেনা লোকেরা এসেই হামলা চালিয়ে চলে গিয়েছে। বিগত কয়েকদিন ধরে বারবার এ ধরনের কথা শোনা গিয়েছে নানা মহলে। এদিন নেতাজি ইন্ডোর থেকে মমতা বলেন, ‘‘আমি অনেক ভিডিয়ো দেখেছি। লোকাল লোকেরা আমাকে পাঠিয়েছে। বলছে, আমরা হিন্দু-মুসলিম একসঙ্গে থাকি বাইরে থেকে বিএসএফের মতো ড্রেস পরে চলে এসেছে পায়ে জুতো না পরে নন্দীগ্রাম কায়দায়। আসল ঘটনা কী তদন্ত করে দেখব।’’ পাল্টা এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু বলেন, ‘‘এই জন্যই তো এনআইএ চাই। প্রমাণ হয়ে যাবে কে করেছে। ধুলিয়ানের চেয়ারম্যান, সামশেরগঞ্জের বিধায়ক, ফারাক্কার বিধায়কের দাদা, এরা কী করেছে আমরা ভিডিয়ো দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছি।’’ প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে ‘চক্রান্তের’ কথা শোন গিয়েছিল কুণাল ঘোষের মুখেও। ক্ষোভ উগরে দেন বিএসএফের ভূমিকা নিয়েও। সাফ বলেছিলেন ‘বিএসএফের একাংশের মদতেই হামলাকারীদের ঢুকিয়ে বাংলায় অশান্তি পাকানো হচ্ছে’। নন্দীগ্রামের প্রসঙ্গ টেনে বলেছিলেন, ‘গায়ে সেনার পোশাক পায়ে হাওয়াই চপ্পল কী করে হতে পারে? এগুলো আমরা নন্দীগ্রামে দেখেছি। পুলিশ পায়ে চটি পরে গুলি চালাচ্ছে। কারা ছিল? হার্মাদ বাহিনী ছিল। সিপিএম ক্যাডাররা ছিল। ওখানে চটি পরা পুলিশ, এখানে চটি পরা বিএসএফ! সত্যিই বিএসএফ তো? আমরা তদন্ত চাইতে পারি না?’ এবার মমতার মনেও বিএসএফ নিয়ে সন্দেহ দানা বাধায় তা নিয়ে জোর চর্চা রাজনৈতিক মহলে। এখন দেখার শেষ পর্যন্ত টানাপোড়েনের জল কোনদিকে গড়ায়।

ওয়াকফ ইস্যুতে হিংসা ছড়ানোয় গভীর উদ্বেগে সুপ্রিম কোর্ট, পরবর্তী শুনানি বৃহস্পতিতে

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিলঃ ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বৈধতা নিয়ে গুচ্ছ আবেদনের শুনানিতে কোনও অন্তর্বর্তী রায় বা নির্দেশ দিল না সুপ্রিম কোর্ট। আগামিকাল, বৃহস্পতিবার ফের শুনানির দিন ধার্য করেছে প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না, বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনকে গঠিত তিন সদস্যের বেঞ্চ। ১৭ এপ্রিল, দুপুর ২টোয় পরবর্তী শুনানি হবে। তবে ওয়াকফ আইন নিয়ে যে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটছে তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ করে আদালত। প্রধান বিচারপতি বলেন, ‘‘একটি বিষয় খুবই উদ্বেগজনক আর তা হল হিংসা। সেই ইস্যুটিও আদালতের নজরে এসেছে এবং আমরা সিদ্ধান্ত নেব।’’ ওয়াকফ সংশোধনী আইন ২০২৫-এর সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একাধিক মামলা হয় শীর্ষ আদালতে। এই মামলার শুনানি চলাকালীন সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রের কাছ জানতে চায়, ‘‘আপনারা কি হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মন্দির কমিটিতে মুসলিমদের অংশ নিতে দেবেন?’’ তৃণমূল কংগ্রেস এমপি মহুয়া মৈত্র সহ ভারতের বিভিন্ন কোণা থেকে আদালতে এই আইনকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, বিজেপি শাসিত হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তীসগড় এবং অসম এই আইনকে সমর্থন করেছে আদালতে। প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এদিন তিনটি অন্তর্বর্তী নির্দেশের প্রসঙ্গ তোলেন। যার প্রথমটি হল, আদালত ঘোষিত ওয়াকফ সম্পত্তি অবিধিবদ্ধ বা ওয়াকফের নয় বলা যাবে না, তা সে ব্যবহারকারীর হোক বা না হোক। দ্বিতীয়টি হল, কালেক্টর বা জেলাশাসক ওয়াকফ নিয়ে বিবাদ নিষ্পত্তি করতে পারলেও সেটা এখনই হচ্ছে না। বোর্ড ও কাউন্সিল যাই হোক সেখানে এক্স অফিসিও সদস্য নিয়োগ করা গেলেও অন্য সদস্যদের মুসলিম হতে হবে।

বিধানসভার বাইরে হরগোবিন্দ-চন্দনের ছবি নিয়ে হিন্দু শহিদ দিবস পালন শুভেন্দুদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ এপ্রিলঃ বিধানসভার বাইরে ফের উঠল ‘হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই’ স্লোগান। ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদ-বিক্ষোভে হিংসার জেরে মুর্শিদাবাদে হরগোবিন্দ দাস এবং তাঁর ছেলে চন্দন দাসের হত্যার প্রতিবাদে এদিন রাজ্যজুড়ে হিন্দু শহিদ দিবস পালনের ডাক দিয়েছে পদ্ম শিবির। এদিন বিধানসভার বাইরে সেই বিক্ষোভেই যোগ দিতে দেখা গেল বিজেপি বিধায়কদের। বিধানসভার সামনেই মুর্শিদাবাদে মৃত বাবা-ছেলের পোস্টার হাতে নিয়ে গর্জে উঠলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। দিলেন স্লোগান। এদিকে যে সময় বিধানসভার বাইরে এই বিজেপি বিক্ষোভ শুরু করেছে ঠিক সেই সময়ই আবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে ইমামদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঞ্চে উঠেই কেন্দ্রেরর বিরুদ্ধে একের পর তোপ দেগেছেন। অশান্তির জন্যই কেন্দ্রকেই দুষলেন তিনি। বাংলাদেশের পরিস্থিতি দেখে কেন তড়িঘড়ি ওয়াকফ আইন পাশ করা হল সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ভূমিকা নিয়েও সরব হয়েছেন মমতা। অন্যদিকে এদিনও আবার নতুন করে অশান্তির ছবি দেখা যায় ধুলিয়ানে। পুরসভার চেয়ারম্যানের ভাইয়ের দোকানে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে ধুলিয়ানে যেতে চেয়ে এদিনই আবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন শুভেন্দু।

‘ধুলিয়ানে মহিলাদের শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে’ বৃহস্পতিতে বাংলায় জাতীয় মহিলা কমিশন

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিলঃ মুর্শিদাবাদের হিংসার ঘটনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পর এবার আসরে জাতীয় মহিলা কমিশন। মুর্শিদাবাদের ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিতভাবে তারা পদক্ষেপ করল। তদন্ত কমিটি গঠন করলেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া রাহাতকর। এমনকি, জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন নিজে হিংসা কবলিত এলাকায় যাবেন বলে জানিয়েছেন। ওয়াকফ আইনের বিরোধিতায় গত কয়েকদিনে মুর্শিদাবাদের একাধিক এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। ভাঙচুর চালানো হয়। হিংসায় ৩ জনের মৃত্যু হয়।

তার মধ্যে ২ জনকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ ওঠে। আর একজন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছেন। পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য পুলিশ, বিএসএফ ও আধাসেনা রয়েছে জেলায়। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে। ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে। জাতীয় মহিলা কমিশনের তরফে এদিন জানানো হয়েছে, মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানের মন্দিরপাড়া এলাকায় মহিলাদের শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে। নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে বহু মহিলা ভাগীরথী নদী পেরিয়ে অন্য জায়গায় গিয়েছেন। মালদহে আশ্রয় নিয়েছেন তাঁরা। বাড়ি থেকে দূরে আশ্রয় শিবিরে আতঙ্ককে সঙ্গী করে দিন কাটছে তাঁদের। হিংসা কবলিত বিভিন্ন জায়গায় বিজয়া রাহাতকর যাবেন বলে জাতীয় মহিলা কমিশন জানিয়েছে। তিনি আক্রান্তদের সঙ্গে দেখা করবেন। বিজয়া রাহাতকর যে কমিটি গড়েছেন, তাতে তিনি ছাড়াও রয়েছেন জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য অর্চনা মজুমদার। রয়েছেন জাতীয় মহিলা কমিশনের ডেপুটি সেক্রেটারি শিবাণী দে। চেয়ারপার্সনের নেতৃত্বে চার সদস্যের ওই কমিটি আগামিকাল (১৭ এপ্রিল) সন্ধ্যায় কলকাতা পৌঁছবে। ১৮ এপ্রিল কমিটির সদস্যারা মালদহ রওনা দেবেন। মালদহে আশ্রয় নেওয়া পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বলবেন তাঁরা। মালদহের পুলিশ সুপার, জেলাশাসক-সহ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। বিজয়া রাহাতকরের নেতৃত্বে ওই কমিটি আগামী ১৯ এপ্রিল মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জ, জাফরাবাদ-সহ বিভিন্ন এলাকায় যাবেন। সেখানে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলবেন। মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের সঙ্গেও দেখা করবেন কমিটির সদস্যারা। সংশ্লিষ্ট প্রশাসন কী পদক্ষেপ করেছে, তা নিয়ে খোঁজখবর নেবে। আক্রান্তদের সঙ্গেও কথা বলবেন কমিটির সদস্যারা।

দিঘার মন্দির উদ্বোধনের সুরক্ষায় বাড়তি জোর মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ এপ্রিলঃ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন অর্থাৎ ৩০ এপ্রিল দিঘায় উদ্বোধন হবে জগন্নাথ মন্দিরের। তার আগের দিন থেকে শুরু হবে যজ্ঞ। দিঘার জগন্নাথ মন্দিরকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনাও তৈরি হয়েছে। তবে অনুষ্ঠানকে ঘিরে যেন কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে, সেদিকে বাড়তি নজর দিচ্ছে রাজ্য। এ ব্যাপারে প্রশাসনিক প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে বুধবার রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকে ছিলেন ইসকন, ভারত সেবাশ্রমের প্রতিনিধিরাও। ছিলেন পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের সেবাইত রাজেশ দ্বৈতপতিও। সেখানে মন্দির উদ্বোধনের দিনে কোন দফতরের কী দায়িত্ব থাকবে, কীভাবে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা হবে, আগত অতিথি ও ভক্তদের কোথায় রাখা হবে, এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। গত বছর মহাকুম্ভে পদপিষ্টের ঘটনা ঘটেছিল। সেকথা মনে করিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘মহাকুম্ভে অনেক লোক মারা গেছে। তাই ট্রাফিক সিস্টেম ভাল করে কোঅর্ডিনেট করতে হবে। এজন্য প্রতিটি জেলায় নোডাল অফিসার রাখতে হবে। দেখতে হবে মানুষের সেফটি সিকিউরিটির বিষয়ে যেন কোনও খামতি না থাকে।’’ এরপরই মুখ্যমন্ত্রী জানান গঙ্গাসাগর মেলার ধাঁচে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনে ভক্তদের সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। যাঁরা গঙ্গাসাগর মেলার সময় নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকেন, তাঁদের নিয়ে যাওয়া হবে নিরাপত্তা দেখভালের জন্য।

মুর্শিদাবাদের হিংসায় এনআইএ তদন্ত চেয়ে জোড়া মামলা হাইকোর্টে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ এপ্রিলঃ মুর্শিদাবাদে হিংসার ঘটনায় এনআইএ তদন্ত চেয়ে জোড়া আবেদন হল কলকাতা হাইকোর্টে। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে একটি জনস্বার্থ মামলা হয়েছে। আবার হিংসায় আক্রান্তরা বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে একটি রিট পিটিশন দাখিল করেছেন। দুটি আবেদনেরই শুনানি আগামিকাল হওয়ার সম্ভাবনা। ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদকে কেন্দ্র করে কয়েকদিন ধরে উত্তপ্ত মুর্শিদাবাদের একাধিক এলাকা। তিনজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। অনেকে ঘরছাড়া। ভাঙচুর করা হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে রাজ্য পুলিশের সঙ্গে ময়দানে নামে বিএসএফ। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে এলাকায় রয়েছে আধাসেনাও। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বলে জানিয়েছেন রাজ্য পুলিশের এডিজি আইনশৃঙ্খলা জাভেদ শামিম। এখনও পর্যন্ত ২২১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদে হিংসার ঘটনায় এনআইএ তদন্তের দাবিতে এদিন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বিজেপি নেত্রী

তথা আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল এবং আইনজীবী সংযুক্তা সামন্ত। এনআইএ তদন্তের দাবিতে জনস্বার্থ মামলা দায়েরের অনুমতি চান তাঁরা। তাঁদের আরও বক্তব্য, মুর্শিদাবাদে ৩০০ পরিবার ঘরছাড়া। তাদের ঘরে ফেরাতে ব্যবস্থার জন্য নির্দেশ দেওয়ার আবেদনও জানানো হয়। মামলা দায়েরের অনুমতি দেয় প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ। আগামিকাল মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। আবার মুর্শিদাবাদে একাধিক আক্রান্ত পরিবারের সদস্যরা এনআইএ তদন্তের দাবি জানিয়ে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে মামলা করেছেন এদিন। সুতি, ধুলিয়ান, সামসেরগঞ্জ-সহ একাধিক এলাকার বেশ কয়েকজন বাসিন্দা মামলা করেছেন। মুর্শিদাবাদে হিংসার ঘটনায় এনআইএ তদন্তের আবেদন জানিয়ে তাঁদের বক্তব্য, পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানোর পরও পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি। এসপিকে ইমেল করেও কোনও জবাব পাওয়া যায়নি। তাই এবার উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা। মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। আগামিকাল এই মামলারও শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

সোনিয়া-রাহুলের বিরুদ্ধে চার্জশিটের বিরোধিতায় সিজিও অভিযান কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিলঃ ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলা নিয়ে এই মুহূর্তে জাতীয় রাজনীতি তোলপাড়। কারণ দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ আদালতে যে চার্জশিট জমা দিয়েছে ইডি তাতে নাম রয়েছে সোনিয়া গান্ধি ও রাহুল গান্ধির। শুধু তাই নয়, তাঁদের ৬৬১ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়াও শুরু করেছে তদন্তকারী সংস্থা। এই ঘটনার আঁচ পড়ল বাংলায়। কলকাতায় মিছিল বের করল কংগ্রেস। বুধবার সল্টলেক সিজিও কমপ্লেক্স অভিযান করে হাত শিবির। দলীয় শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁদের। ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় ইডি চার্জশিটকে কেন্দ্রের প্রতিহিংসা পরায়ণ আচরণ বলেই দাবি করা হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই বুধবার কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের নেতৃত্বে সিজিও অভিযান হয়। কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা এই মিছিলে নানারকম পোস্টার-প্ল্যাকার্ড নিয়ে হাঁটেন। তার কোনওটায়

লেখা-রাহুল, সোনিয়াসহ কংগ্রেসকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করছে মোদি সরকার। আবার কোনওটায় লেখা- ‘মোদিজি, ডারো মত!’ তাঁদের মূল বক্তব্য, কংগ্রেসের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করতেই এমন কাজ করা হচ্ছে। ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলার চার্জশিটে রাহুল-সোনিয়া ছাড়াও নাম রয়েছে কংগ্রেসের আন্তর্জাতিক শাখার প্রধান শ্যাম পিত্রোওদার। মামলার পরবর্তী শুনানি ২৫ এপ্রিল। এই মামলায় প্রথমবার সোনিয়া ও রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে চার্জশিট পেশ করা হল। যদিও বিষয়টি নিয়ে এখনও পর্যন্ত গান্ধি পরিবারের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি। চার্জশিট জমার আগে, গত শনিবার ইডি রাহুল এবং সোনিয়ার ৬৬১ কোটি টাকার স্থাবর সম্পত্তি নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে একটি নোটিস পাঠায়। অভিযোগ, এই সম্পত্তিগুলো আর্থিক তছরুপের মাধ্যমে কংগ্রেসের প্রভাবাধীন অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেড-এর মাধ্যমে বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে গেছিল। ইডির নজরে থাকা সম্পত্তিগুলির মধ্যে রয়েছে- দিল্লি ও মুম্বইয়ের বান্দ্রা এলাকায় একাধিক বাড়ি, লখনউয়ের বিশ্বেশ্বরনাথ রোডের এজেএল বিল্ডিং, দিল্লির বাহাদুর শাহ জাফর মার্গে অবস্থিত ন্যাশনাল হেরাল্ড হাউস। এই সম্পত্তিগুলি খালি করে দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা।

উত্তর ভারতে হলুদ সতর্কতা, গরমে অতিষ্ঠ রাজস্থান ও গুজরাট

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল ঃ উত্তর ভারতে তীব্র তাপপ্রবাহ ও অত্যধিক গরমের পূর্বাভাস জারি করলো ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। দিল্লি, পঞ্জাব, হরিয়ানা এবং আরও সাতটি রাজ্যে আগামী দিনগুলিতে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এছা।াও রাজস্থান ও গুজরাটের বিভিন্ন জেলায় তীব্র থেকে তীব্রতর তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস জারি করেছে আইএমডি।পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, রাজস্থানে আগামী ১৮ ও ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বজায় থাকবে। গুজরাটের ক্ষেত্রে আগামী ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত তাপের দাপট বজায় থাকবে। আইএমডি জানিয়েছে, দিল্লি-এনসিআর-সহ উত্তর-পশ্চিম ভারতেও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ধীরে ধীরে ৩-৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে, ১৬ থেকে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলে পশ্চিমী ঝঞ্চার প্রভাবের সম্ভাবনা রয়েছে, ১৮ এবং ১৯ এপ্রিল বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ১৮ থেকে ২০ এপ্রিল উত্তর-পশ্চিম ভারতের সমভূমিতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

চণ্ডীপুরে বিজেপির 'গাঁও চলো অভিযান', জনগণের অভাব অভিযোগ শুনলেন মন্ত্রী টিংকু রায়

কৈলাসহর (ত্রিপুরা), ১৬ এপ্রিল ঃ ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে নেওয়া হয়েছে নানান কর্মসূচি। আর তারই অঙ্গ হিসেবে বুধবার ঊনকোটি জেলার চণ্ডীপুর বিধানসভায় অনুষ্ঠিত হল বিশেষ জনসংযোগ কর্মসূচি 'গাঁও চলো অভিযান'। রাজ্যের সমাজ শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী তথা চণ্ডীপুরের বিধায়ক টিংকু রায়ের নেতৃত্বে গোলকপুর এডিসি ভিলেজে এই উদ্যোগের আয়োজন করা হয়।কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যন্ত এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়া, তাঁদের মনের কথা শোনা এবং সরকারের সহানুভূতির বার্তা পৌঁছে দেওয়া। শতাধিক পরিবারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করে তাঁদের সমস্যার কথা শোনা হয়।এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হল মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করা। গোলকপুর এডিসি ভিলেজের মতো প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলার মাধ্যমে তাদের মনের কথা শোনা এবং দলীয় কর্মীদের আরও সক্রিয় করে তোলা-এই দু'টি লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমরা আজকের কর্মসূচি নিয়েছি। আমরা তাঁদের জীবনের নানা দিক, সমস্যা, প্রয়োজন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছি এবং আশ্বাস দিয়েছি সরকার তাঁদের পাশে আছে।তিনি আরও বলেন, আমরা বিশ্বাস করি, উন্নয়নের সোপানে জনসংযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলে প্রকৃত সমস্যার কথা কখনো সামনে আসে না। 'গাঁও চলো অভিযান'র মাধ্যমে আমরা সেই যোগাযোগের সেতু গড়ে তুলছি।

অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য ভারতীয় মহিলা হকি দলের স্কোয়াড ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিলঃ আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য ভারত ২৬ সদস্যের মহিলা হকি দল সোমবার ঘোষণা করেছে। সালিমা তেতেকে দলের অধিনায়ক করা হয়েছে। সহ-অধিনায়ক করা হয়েছে নবনীত কৌরকে। তাছাড়া সিনিয়র দলে ৫ জন খেলোয়াড়ের অভিষেক হচ্ছে এই সফরে। অস্ট্রেলিয়া সফর শুরু হবে ২৬ এপ্রিল, চলবে ৪ মে পর্যন্ত। পার্থ হকি স্টেডিয়ামে সব ম্যাচ হবে। ভারত এই সফরে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ২টি ম্যাচ ও সিনিয়র অস্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধে ৩টি ম্যাচ খেলবে।ঘোষিত দলঃগোলরক্ষকঃ সবিতা, বিচু দেবী খারিবাম। রক্ষকভাগঃজ্যোতি সিং, ঈশিকা চৌধুরী, সুশীলা চানু, সুজাতা কুজুর, সুমন দেবী থৌডাম, জ্যোতি, আজমিনা কুজুর, সাক্ষী রানা।মিড ফিল্ডঃসালিমা তেতে, বৈষ্ণবী বিঠল ফালকে, নেহা, শর্মিলা দেবী, মনীষা চৌহান, অনুসরণ, মহিমা তেতে, পূজা যাদব, লালরেমসিয়ামি। ফরোয়ার্ডঃনবনীত কৌর, দীপিকা, মমতাজ খান, বলজি কৌর, দীপিকা সোরেং, বিউটি ডাংডাং।এই ৫ জন খেলোয়ড়েরে অভিষেক হতে পারেঃ জ্যোতি সিং,সুজাতা কুজুর, আজমিনা কুজুর,পূজা যাদব ও মহিমা তেতে।

কংগ্রেস এখন চরম সঙ্কটের মধ্যে রয়েছে ঃরবিশঙ্কর প্রসাদ

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল ঃ ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় সোনিয়া গান্ধী এবং রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে মঙ্গলবার আদালতে চার্জশিট দিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এই প্রথম বার তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও মামলায় চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। এই চার্জশিটের প্রেক্ষাপটে ক্ষোভে ফুঁসছে কংগ্রেস নেতৃত্ব। পাল্টা কংগ্রেসকে আক্রমণ করলেন বিজেপি নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদ। তাঁর কটাক্ষ, কংগ্রেস এখন চরম সঙ্কটের মধ্যে রয়েছে।বুধবার সকালে দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেছেন, কংগ্রেস দল এখন সঙ্কটের মধ্যে রয়েছে, তাঁরা দাবি করছে যে তাঁদের দেশজুড়ে প্রতিবাদ করার অধিকার আছে। যদিও তাঁদের অবশ্যই প্রতিবাদ করার অধিকার আছে, তবে ন্যাশনাল হেরাল্ডকে দেওয়া সরকারি সম্পত্তি আত্মসা করার অধিকার তাঁদের নেই। আমাকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মনে করিয়ে দিতে দিন। ন্যাশনাল হেরাল্ড ১৯৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এর ৫,০০০ শেয়ারহোল্ডার শেয়ার কিনেছিলেন। এটি কখনই নেহেরু পরিবারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না এবং এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, অনেক বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং কংগ্রেস নেতা এই উদ্যোগকে সমর্থন করেছিলেন।রবিশঙ্কর প্রসাদ আরও বলেছেন, ন্যাশনাল হেরাল্ডের গল্পটি বেশ শক্তিশালী। আমাদের গবেষণা টিম এটি খতিয়ে দেখছিল এবং আমরা দেখতে পেলাম যে, সর্দার প্যাটেল উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন, বলেছিলেন যে যে ধরণের লোকদের কাছ থেকে অর্থ নেওয়া হচ্ছে তারা উপযুক্ত নয় - এটি গুরুতর উদ্বেগের বিষয়। এরা ছিলেন সম্মানিত কংগ্রেস নেতা এবং আমাদের কাছে সমস্ত চিঠি আছে। এমনকি উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্র ভানু গুপ্তও এর জন্য উল্লেখযোগ্য তহবিল সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি একজন সিনিয়র নেতা ছিলেন এবং বলেছিলেন যে, এই সংবাদপত্রটি জাতির কণ্ঠস্বর হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটি নেহেরু এবং তার পরিবারের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে। এটি এমন কিছু নয় যা আমরা বলছি - এটি কংগ্রেস নেতারা নিজেরাই বলছেন এবং এটি সবই রেকর্ডে আছে। সর্দার প্যাটেল বা চন্দ্র ভানু গুপ্ত, এটি সবই নথিভুক্ত। তাই এর অতীত এবং বর্তমান উভয়ই বলে দিচ্ছে।

খেলো ইন্ডিয়া যুব গেমসকে বিহারের জন্য একটি যুগান্তকারী মুহূর্ত বলেছেন বিএসএসএ-এর মহাপরিচালক রবীন্দ্রন শঙ্করন

পাটনা, ১৬ এপ্রিল ঃ খেলো ইন্ডিয়া যুব গেমসের সপ্তম সংস্করণ ৪ মে থেকে ১৫ মে পর্যন্ত হবে বিহারের ৫ টি শহরে। গেমসে ৮,৫০০ জনেরও বেশি ক্রীড়াবিদ এবং ১,৫০০ টেকনিক্যাল কর্মী অংশ নেবেন। ইভেন্টটি পাটনা, গয়া, নালন্দা ভাগলপুর এবং বেগুসরাইতে অনুষ্ঠিত হবে, যা দেশের ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিহারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।বিহার রাজ্য ক্রীড়া কর্তৃপক্ষের (বিএসএসএ) মহাপরিচালক রবীন্দ্রন শঙ্করন রাজ্যের ক্রমবর্ধমান ক্রীড়া মর্যাদায় অত্যন্ত গর্ব প্রকাশ করে বলেছেন, এটি বিহার। আমরা কেবল ইতিহাস লিখি না,আমরা ইতিহাস তৈরিও করি। আজ আপনি যা দেখছেন তা আমাদের তৈরি করা ইতিহাসের আরেকটি অধ্যায়, আজ মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে শঙ্করন বলেছেন।তিনি রাজ্যের দ্রুত ক্রীড়া উন্নয়নের কৃতিত্ব মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারকে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তাঁর নির্দেশনায়, আমরা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখেছি, যার মধ্যে আটজন পদ্ম পুরস্কারপ্রাপ্তদের স্বীকৃতিও অন্তর্ভুক্ত, যাদের মধ্যে ৩ জন বিহারের।

দক্ষিণ বারাসতে রেল অবরোধ, কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ যাত্রীদের

সোনারপুর, ১৬ এপ্রিল ঃ সম্প্রতি, শিয়ালদহ ডিভিশনের লোকাল ট্রেনে মহিলা কামরার সংখ্যা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ব রেল। আগে একটি ট্রেনের দুই প্রান্তে একটি করে মহিলা কামরা ছিল। তবে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। দুই প্রান্তের ভেন্ডারের সঙ্গে থাকা জেনারেল কামরাকে মহিলা কামরা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। কিন্তু তা নিয়ে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে নিত্যযাত্রীদের একাংশের মধ্যে। রেল কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বুধবার সকালে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার দক্ষিণ বারাসত স্টেশনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন যাত্রীরা।বুধবার সকাল ৮টা থেকে অবরোধ শুরু হয়। বন্ধ হয়ে যায় ট্রেন চলাচল। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় আরপিএফ। অবরোধেরে জেরে বন্ধ হয়ে যায় কাকদ্বীপ, নামখানা, লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনে ট্রেন চলাচল। তবে বারুইপুর, সোনারপুর, ডায়মন্ড হারবার লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক ছিল। শুধু দক্ষিণ বারাসত স্টেশনে নয়, ধপধপিতেও রেল অবরোধ করেন যাত্রীদের একাংশ। ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের স্টেশনেও। প্ল্যাটফর্মে বসে পড়েন যাত্রীরা, ব্যানার-প্ল্যাকার্ড নিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর অবরোধ উঠে যায়।

ফতেহাবাদে গমক্ষেতে ভয়াবহ আগুন, ১০ একর ফসল ভস্মীভূত

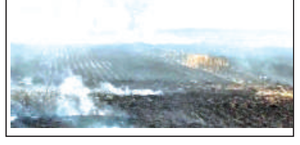

ফতেহাবাদ, ১৬ এপ্রিল ঃ বুধবার সকালে হরিয়ানার ফতেহাবাদের রূপনগর সংলগ্ন মাঠে হঠা করে আগুন লাগে গমক্ষেতে। মুহূর্তে আগুন ছড়িয়ে পড়ে প্রায় ১০ একর জমিতে। হাওয়া থাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হিমশিম খেতে হয় কৃষকদের। স্থানীয় কৃষকদের জমিতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমে নিজেরাই আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়ে দমকল বাহিনীতে খবর দেন।ফতেহাবাদ থেকে দমকল বাহিনী এসে প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আনে। কৃষকদের আশঙ্কা, পাশে জনবসতি থাকায় আগুন আরও ছড়ালে বাড়িঘরও বিপদে পড়তে পারত। ঘটনাটি কীভাবে ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তদন্তে পুলিশ।

মাওবাদী-মুক্ত অভিযানে ফের সাফল্য, ছত্তিশগড়ে নিহত দুই কুখ্যাত নকশাল

রায়পুর, ১৬ এপ্রিল ঃ মাওবাদী-মুক্ত ভারত অভিযানে ফের সাফল্য মিলল ছত্তিশগড়ে। এবার কোন্ডাগাঁও-নারায়ণপুর সীমানায় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে এনকাউন্টারে দুই কট্টর নকশাল নিহত হয়েছে। বস্তারের আইজি পি সুন্দররাজ বলেছেন, এন কাউন্টারস্থল থেকে একে-৪৭ উদ্ধার হয়েছে। তল্লাশি অভিযান চলছে।বুধবার সকালে আইজি পি সু ন্দরররাজ জানিয়েছেন, কোন্ডাগাঁও-নারায়ণপুর সীমানার কাছে কিলাম-বার্গাম জঙ্গলে ডিআরজি এবং বস্তার ফাইটারদের যৌথ বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে দুই নকশাল খতম হয়েছে। নিহত দুই মাওবাদীর নাম - ডিভিসিএম হালদার এবং এসিএম রামে। অস্ত্র, বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছে। অনুসন্ধান অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে খবর সূত্র থেকে জানা গেছে।

ইরান বিশ্বের বৃহত্তম খনিজ সম্পদের অধিকারী দেশগুলোর মধ্যে একটি

ইরান,১৬এপ্রিলঃ তেহরান চেম্বার অফ কমার্সের একজন সদস্য ঘোষণা করেছেনঃইরান বিশ্বের ৭ শতাংশ খনিজ সম্পদের অধিকারী এবং বিশ্বের সবচেয়ে বেশি দস্তা, সীসা এবং তামার মজুদের অধিকারী হিসেবে বিবেচিত।তেহরান চেম্বার অফ কমার্স, ইন্ডাস্ট্রিজ, মাইনস অ্যান্ড এগ্রিকালচারের সদস্য মোর্তেজা ফাগানি বলেছেনঃইরানের খনিজ সম্পদের মূল্য বর্তমানে বিশ্বের মোট খনিজ সম্পদের ৭ শতাংশ এবং খনি খাতে প্রতি ডলার বিনিয়োগ ইরানের জন্য ৮.২ ডলারের সমতুল্য বৈদেশিক মুদ্রা আনে। পার্সটুডে জানিয়েছে, ফাগানি বলেছেন যে ইরান বর্তমানে বিশ্বের দ্বাদশ খনিজ সম্পদের দেশ। তিনি আরও যোগ করেছেনঃবিশ্বের খনিজ উৎপাদন মূল্যের ৩ শতাংশ এবং বিশ্বের খনিজ মজুদের ১৫ শতাংশ ইরানের অংশ। বিশ্বের লৌহ ও ইস্পাত মজুদের দিক থেকে ইরান ৭.১শতাংশ শেয়ার নিয়ে সপ্তম স্থানে রয়েছে।খফ-হেরাত রেলপথের উন্নয়ন খতিয়ে দেখা হচ্ছে।অন্য খবরে বলা হয়েছে, ইরানের একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল রবিবার ট্রানজিট সক্ষমতা, বিশেষ করে খফ-হেরাত রেলওয়ের উন্নন এবং পরিবহন ও উন্নয়ন সহযোগিতা সম্প্রসারণ, বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং ট্রানজিট বাধা অপসারণ পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য আফগানিস্তান সফর করেছেন। এই প্রতিনিধিদলের একটি পরিকল্পনা হল খফ-হেরাত রেললাইন এবং ফারাহ নদীর মাছ ধরা নিয়ে সমস্যা ও সক্ষমতা পরীক্ষা করা।এই সফরের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইরানের স।ক ও নগর উন্নয়ন উপমন্ত্রী আবদুল্লাহ আরজাই বলেন, আইন অনুযায়ী, ইরান থেকে পরিবহনের পরিমাণ প্রতি বছর ৪ কোটি টনে উন্নীত করতে হবে। আর এর জন্য প্রয়োজন প্রতিবেশীদেরকে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেওয়া এবং পূর্ব-পশ্চিম এবং উত্তর-দক্ষিণ করিডোরের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা। আরজাই আরও বলেনঃ আফগানিস্তানের ইউরোপের সাথে সংযোগ এবং উন্মুক্ত জলসীমার সাথেও সংযোগ প্রয়োজন। তাই ইরান এই সুযোগটি ব্যবহার করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুবিধা নিতে পারে।

ত্রিপুরায় হোমিওপ্যাথিক কলেজ চালু করা হবেঃমুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৬এপ্রিল ঃ ত্রিপুরায় হোমিওপ্যাথিক কলেজ চালু করা হবে। বহিঃরাজ্যের বিনিয়োগ কারীদের সাথে এই নিয়ে আলোচনা চলছে। গত বৃহস্পতিবার রাজ্য ভিত্তিক বিশ্ব হোমিওপ্যাথি দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা।ত্রিপুরা রাজ্য আয়ুষ মিশনের উদ্যোগে রাজধানীর প্রজ্ঞা ভবনে রাজ্যস্তরীয় বিশ্ব হোমিওপ্যাথি দিবস উদযাপন করা। এবছর বিশ্ব হোমিওপ্যাথি দিবস উদযাপনের থিম হল অধ্যয়ন-শিক্ষাদান-গবেষণা। এদিনের এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব রাজীব দত্ত, মেডিক্যাল এডুকেশন অধিকর্তা এইচ পি শর্মা, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের যুগ্ম অধিকর্তা গৌরব দেব এবং The দ্য কলকাতা হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটালের সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ নবীন কুমার সিং সহ অন্যান্যরা।এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর আয়ুষ বিভাগের মাধ্যমে হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদিক, যোগার মত চিকিৎসা পদ্ধতিগুলিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সাথে রাজ্য সরকারও সেই বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে চলেছে। এদিন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতির গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতিতে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি থাকে, কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে তা হয় না। তাই এই ধরণের চিকিসা পদ্ধতির বিষয়ে মানুষকে আরো জানান দিতে হবে। এই ক্ষেত্রে চিকিসকদেরই ভুমিকা গ্রহণ করতে হবে। তবেই আজকের এই বিশ্ব হোমিওপ্যাথি দিবস উদযাপনের থিমটির বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।উলেখ্য, বিশ্ব হোমিওপ্যাথি দিবসের প্রাক্কালে, রাজ্য আয়ুষ মিশনের উদ্যোগে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় একটি করে বিশেষ মেগা আয়ুষ স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। এই মেগা আয়ুষ স্বাস্থ্য শিবিরগুলির মাধ্যমে হোমিওপ্যাথি এবং অন্যান্য আয়ুষ চিকিসা পদ্ধতির সুবিধাগুলি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং তাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এই মেগা আয়ুষ স্বাস্থ্য শিবিরগুলিতে ১১২৬ জন রোগী চিকিৎসা পরিষেবা নিয়েছেন। পাশাপাশি হোমিওপ্যাথি চিকিসা ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করতে সরকার সম্প্রতি হোমিওপ্যাথি মেডিকেল অফিসারও নিয়োগ করেছে এবং আরও নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন বলে জানা গেছে।

কংগ্রেস সংবিধানকে ক্ষমতা অর্জনের হাতিয়ারে পরিণত করেছিলঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি ১৬ এপ্রিল ঃ কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর কথায়, কংগ্রেস সংবিধানকে ক্ষমতা অর্জনের হাতিয়ারে পরিণত করেছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, কংগ্রেস সংবিধানকে ক্ষমতা অর্জনের হাতিয়ারে পরিণত করেছিল। যখনই তাঁরা অনুভব করেছিল যে, তাদের হাত থেকে ক্ষমতা সরে যাচ্ছে, তখনই তাঁরা সংবিধানকে পদদলিত করেছে, ঠিক যেমনটি তারা জরুরি অবস্থার সময় করেছিল। সংবিধানের চেতনা স্পষ্টভাবে বলে যে, সকল নাগরিকের জন্য একটি সাধারণ দেওয়ানি বিধি থাকা উচিত, যাকে আমি ধর্মনিরপেক্ষ দেওয়ানি বিধি বলি। কিন্তু কংগ্রেস কখনও তা বাস্তবায়ন করেনি। উত্তরাখণ্ডে, আমরা একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেওয়ানি বিধি বাস্তবায়ন করেছি কিন্তু কংগ্রেস এর বিরোধিতা করে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত সোমবার হরিয়ানার হিসারে, হিসার বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন এবং অযোধ্যার উদ্দেশ্যে বিমানের সূচনা করেন। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, গত সোমবার সংবিধান প্রণেতা বাবা সাহেব ডঃ ভীমরাও আম্বেদকরের জন্মবার্ষিকী। তাঁর জীবন, তাঁর সংগ্রাম, তাঁরা জীবনের বার্তা, এটি আমাদের সরকারের ১১ বছরের যাত্রার অনুপ্রেরণার স্তম্ভ হয়ে উঠেছে। প্রতিটি দিন, প্রতিটি সিদ্ধান্ত, প্রতিটি নীতি... বাবা সাহেব আম্বেদকরকে উৎসর্গীকৃত। আমাদের লক্ষ্য হলো বঞ্চিত, নিপীড়িত, শোষিত, দরিদ্র, আদিবাসী, নারীদের জীবনে পরিবর্তন আনা এবং তাদের স্বপ্ন পূরণ করা। এর জন্য নিরন্তর উন্নয়ন, দ্রুত উন্নয়ন... এটাই বিজেপি সরকারের মন্ত্র।প্রধানমন্ত্রী

জম্মু ও কাশ্মীর হাইকোর্টের নতুন প্রধান বিচারপতি অরুণ পাল্লি, নিলেন শপথ

জম্মু, ১৬ এপ্রিলঃ বিচারপতি অরুণ পাল্লি বুধবার জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন। জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করান। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ, হাইকোর্টের বিচারপতি এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।হিমাচল প্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি জিএস সান্ধাওয়ালিয়াও উপস্থিত ছিলেন। জম্মুর কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে বিচারপতি পাল্লির পিতা-মাতা, পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের বর্তমান এবং অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিরা, আইনজীবী, পরিবার এবং বন্ধুবান্ধবরাও উপস্থিত ছিলেন।

ইডি-র বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলনে কংগ্রেস, চার্জশিটকে ''রাজনৈতিক'' বলে আখ্যা

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল ঃ কেন্দ্রীয় সরকার ও ইডি-র বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলনে নামল কংগ্রেস। বুধবার দিল্লি, মুম্বই-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আন্দোলনে নামেন কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীরা। বহু জায়গায় কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীদের আটক করেছে পুলিশ। প্রসঙ্গত, ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় সোনিয়া গান্ধী এবং রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে মঙ্গলবার আদালতে চার্জশিট দিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এই প্রথম বার তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও মামলায় চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। এরই প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে কংগ্রেস।কংগ্রেস কর্মীরা দিল্লিতে নিজেদের ২৪, আকবর রোড দলীয় কার্যালয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেন। এছাড়াও এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট অফিসের সামনে এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে জেলা পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসের সামনে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিক্ষোভ করেছে কংগ্রেস। কেন্দ্রীয় সরকার এবং কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারী কংগ্রেস কর্মীদের দিল্লিতে তাদের দলীয় কার্যালযের বাইরে আটক করেছে পুলিশ। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের বিক্ষোভ চলাকালীন কংগ্রেস নেতা শচীন পাইলট বলেছেন, এটি একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা। আমাদের বিচার ব্যবস্থার উপর আস্থা আছে। আমরা আইনিভাবে এর বিরুদ্ধে লড়াই করব। রাহুল গান্ধী এবং সোনিয়া গান্ধীকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নিশানা করা হয়েছে। বিরোধীদের কণ্ঠস্বর দমন করার জন্য এটি করা হয়েছে।

আফগানিস্তানে ৫.৯ তীব্রতার ভূমিকম্প, কম্পন অনুভূত দিল্লিতেও

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিলঃমাঝারি তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আফগানিস্তান। বুধবার ভোর ৪.৪৩ মিনিট নাগাদ ৫.৯ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয় আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ পর্বতমালা অঞ্চলে। আফগানিস্তানে অনুভূত হওয়া এই ভূমিকম্প টের পাওয়া যায় রাজধানী দিল্লিতেও। ইউরোপীয়-ভূমধ্যসাগরীয় সিসমোলজিক্যাল সেন্টারের (ইমএসসি) দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বুধবার ভোর ৪.৪৪ মিনিট নাগাদ (ভারতীয় সময়) কম্পন অনুভূত হয় আফগানিস্তানে।ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল আফগানিস্তানের বাঘনাল থেকে ১৬৪ কিলোমিটার পূর্বে এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৭৫ কিলোমিটার গভীরে। আবার জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগর থেকে ৪২৮ কিলোমিটার পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল। আফগানিস্তানে হওয়া ভূমিকম্পের রেশ দিল্লিতে অনুভূত হয়েছে বলে জানা

জ্বালানির অভাবে আমৌসিতে জরুরি অবতরণ দুবাই-কাঠমান্ডু উড়ানের

লখনউ, ১৬ এপ্রিল ঃ দুবাই থেকে কাঠমান্ডু যাওয়া একটি ফ্লাইট বুধবার জ্বালানির অভাবে জরুরি অবতরণ করে লখনউ-এর আমৌসি বিমানবন্দরে। পরে জ্বালানি ভরে উড়ানটি কাঠমান্ডুর উদ্দেশে রওনা দেয়।অন্যদিকে, দিল্লি থেকে লখনউ আসা এক ফ্লাইটে কিছু যাত্রীর লাগেজ ভুলবশত দিল্লিতে রয়ে যায়। এতে বিমানবন্দরে উত্তেজনা ছড়ালেও পরে কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে জানান।

ইমাম-মুয়াজ্জেনদের লড়াইয়ের সুর বেঁধে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল ঃ বুধবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ইমাম-মুয়াজ্জেনদের সমাবেশে যোগ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে কোন পথে লড়তে হবে, এদিনের অনুষ্ঠানমঞ্চ থেকে তা বুঝিয়ে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এলাকায় শান্তি বজায় রাখার বার্তা দিয়ে তিনি বললেন, এখানে নয়, দিল্লিতে আন্দোলন করুন। মুর্শিদাবাদে দাঙ্গা পরিস্থিতির জন্য সরাসরি বিজেপি তথা কেন্দ্রের সরকারকে দায়ী করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর স্পষ্ট অভিযোগ, মুর্শিদাবাদে সম্প্রতি যে ধর্মীয় অসন্তোষ ও অশান্তির ঘটনা ঘটেছে তা পরিকল্পিত ঘটনা।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই অশান্তি ' প্ল্যান করে' পাকানো হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে লোক ঢুকতে দিয়েছে বিএসএফ। বাইরে থেকে লোক এনেছে বিজেপি। তারাই অশান্তির আগুন জ্বেলেছে। প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে তিনি বলেন, আপনি বাংলাদেশের পরিস্থিতি জানেন না। আপনাদের প্ল্যানিংটা কী? আপনি ইউনুসের সঙ্গে গোপন বৈঠক করুন। তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে লোক ঢুকবে কেন?মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিজেপি কেন বাইরের লোক এনে এখানে গন্ডগোল পাকাবে? কেন এজেন্সির মাধ্যমে দাঙ্গা করাবে? আমি জেনেছি বাচ্চা ছেলেদের পাঁচ ছ'হাজার টাকা করে হাতে দিয়ে ইট ছোড়াচ্ছে।ওয়াকফ ইস্যুতে সম্প্রতি বাংলার মুর্শিদাবাদ-সহ বেশ কয়েকটি জেলা অশান্ত হয়ে উঠেছিল। যদিও পুলিশের হস্তক্ষেপে বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। এই আবহে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর একগুচ্ছ কটাক্ষ যথেষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ বলে মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল।

হিন্দু শহিদ দিবস পালনের আর্জি সুকান্তর

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল ঃ পশ্চিমবঙ্গের কিছু স্থানে হিন্দুদের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে বুধবার রাজ্যের সর্বত্র 'হিন্দু শহিদ দিবস' পালনের আর্জি জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এদিন সকালে তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জ জাফরাবাদে রাজ্য সরকার পোষিত মৌলবাদী জেহাদী অপশক্তি্র আক্রমণে শহিদ দুই হিন্দু হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসের হত্যার প্রতিবাদে আজ রাজ্যের সর্বত্র হিন্দু শহিদ দিবস পালন করুন।

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

৩বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ,বৃহঃবার, ইংরেজীঃ১৭ এপ্রিল ২০২৫, ৫৩৯ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ১ বৈশাখ, চান্দ্র ৩০ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৩১ চৈত্র ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৩০ চৈত্র ১৯৪৭, মৈতৈঃ৩০ লমতা, আসামঃ ১৫ চ'ত, মুসলিমঃ২৯-রমজান-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৩৪ঃ২৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৪৮ঃ১১।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৩ঃ৪১(৩০) এবং অস্ত বিকাল ০৬ঃ৫৫ঃ১৮(৩০)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃঅমাবশ্যা (পূর্ণা) বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃউত্তরভাদ্রপদ রাত্রিঃ ০৮ঃ২১ঃ৪৩ দং ৩৬৫৮২.৫ পর্যন্ত পরে রেবতী করণঃনাগ বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্ত পরে কিস্তুগ্ন যোগঃব্রহ্ম রাত্রিঃ১১ঃ ১২ঃ৪৩ দং ৪৪৫৩২.৫ পর্যন্ত পরে ইন্দ্র অমৃতযোগঃদিন ০৯ঃ৩৯ঃ০৫ থেকে - ১২ঃ৫৪ঃ৪৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৮ঃ০৯ঃ৩১ থেকে - ১০ঃ ৩০ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৪ঃ ৫৬ থেকে - ০১ঃ৩৯ঃ০৫ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ২৬ঃ১০ থেকে - ০৪ঃ ০০ঃ২০ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৬ঃ২৩ঃ২৫ থেকে - ০৭ঃ১২ঃ২০ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৬ঃ৩৫ঃ২১ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ০৬ থেকে - ০২ঃ৪৪ঃ৫০ পর্যন্ত।কালবেলা দিন ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ থেকে - ০৭ঃ ০৬ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১৬ঃ ৩৩ থেকে - ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৭ঃ১৬ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ০৬ঃ১৩ থেকে - ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ১১১৫৯১৩ (২৬) ৪ পদচন্দ্রঃ ১১২০৫৬২৩ (২৭) ২ পদমঙ্গলঃ ২২৬৫৭৪৭ (৭) ৩ পদবুধঃ ১১৩২৪৪৮ (২৬) ১ পদ বৃহস্পতিঃ১২১৪১৫২ (৪) ৪ পদ শুক্রঃ১০২৭৩৯১৫ (২৫) ৩ পদ শনিঃ১০২৭২১১১ (২৫) ৩ পদ রাহুঃ১১৪৫৫১৯ (২৬) ১ পদকেতুঃ ৫৪৫৫১৯ (১২) ৩ পদবুধ বক্রি শুক্র বক্রি।লগ্নঃমীন রাশি সকাল ০৬ঃ২৩ঃ৩২ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ০৮ঃ০৪ঃ০৬ পর্যন্ত। বৃষ রাশি সকাল ১০ঃ০২ঃ২৯ পর্যন্ত। মিথুন রাশি সকাল ১২ঃ১৫ঃ৪৮ পর্যন্ত। কর্কট রাশি দুপুর ০২ঃ৩১ঃ৩১ পর্যন্ত। সিংহ রাশি বিকাল ০৪ঃ৪২ঃ ৫১ পর্যন্ত। কন্যা রাশি বিকাল ০৬ঃ ৫৩ঃ০২ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্র ০৯ঃ ০৭ঃ১৩ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি রাত্র ১১ঃ২২ঃ৫৭ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ২৮ঃ১৫ পর্যন্ত। মকর রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ১৫ঃ০৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৮ঃ৩১ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

আগামী ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আর উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে এই পূর্বাভাস আগামী ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর ১৬ এপ্রিল বীরভূম, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকু।া, পশ্চিম বর্ধমান ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ঝড়-বৃষ্টি প্রত্যাশিত। ১৭ ও ১৮ এপ্রিল দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গে ক্ষেত্রে ১৬-১৭ এপ্রিল সমস্ত জেলার কিছু কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি সঙ্গে ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। এই ঝ।-বৃষ্টির সৌজন্যে তাপমাত্রায় হ্রাস হতে পারে। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৬ ডিগ্রি কম।জোয়ার-সকাল ১০ টা ৫৫ মিনিট এবং রাত ০৭টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল৮ টা৫৫মনিট এবং রাত ৮ টা ৫৫মনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ১৭মনিট এবং অস্ত ৫টা ৫৪মনিট

ভোট ব্যাঙ্কের সংকীর্ণ রাজনীতি নিয়ে কটাক্ষ সুকান্তর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ এপ্রিল ঃ মুর্শিদাবাদ-সহ বিভিন্ন স্থানের ঘটনাবলীকে ' ব্যাঙ্কের সংকীর্ণ রাজনীতি' বলে চিহ্নিত করে কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এদিন সকালে তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গে হিংসা এখন নিত্যদিনের ঘটনা! বাঙালি হিন্দুরা নিজেদের পরিবার, সন্তানদের নিরাপত্তার জন্য ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। এই অসহায় মানুষদের দিকে সহানুভূতির দৃষ্টি না দিয়ে, মমতা সরকারের মন্ত্রীরা তাদের নিয়ে ব্যঙ্গ করছেন, উপহাস করছেন! এ কোন অমানবিকতার সাক্ষী হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ? এ কোন রাজনীতি? ভোট ব্যাঙ্কের সংকীর্ণ রাজনীতি করতে গিয়ে যারা হিন্দুদের নিরাপত্তা দিতে সর্বতোভাবে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে, তারাই আজ কণ্ঠস্বর জোরালো করে অসহায় নির্যাতিতদের অপমান করছেন! পশ্চিমবঙ্গের কিছু স্থানে হিন্দুদের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে বুধবার রাজ্যের সর্বত্র ' শহিদ দিবস' পালনের আর্জি জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এদিন সকালে তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জ জাফরাবাদে হিন্দু পরিবারে পোষিত মৌলবাদী জেহাদী অপশক্তির আক্রমণে শহিদ দুই হিন্দু হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসের হত্যার প্রতিবাদে আজ রাজ্যের সর্বত্র হিন্দু শহিদ দিবস পালন করুন।

মহানগরীতে তাপমাত্রার ওঠানামা অব্যাহত, ফের বাড়ছে অস্বস্তি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ এপ্রিল ঃ মহানগরী কলকাতায় তাপমাত্রার ওঠানামা অব্যাহত। বুধবার ফের কলকাতায় বাড়ল ন্যূনতম তাপমাত্রা। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.১ ডিগ্রি বেশি। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে ফের অস্বস্তি বাড়ছে। তবে, আগামী ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে এই পূর্বাভাস ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ২৪ ঘন্টায় বীরভূম, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ঝড়-বৃষ্টি প্রত্যাশিত। ১৭ ও ১৮ এপ্রিল দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গে ক্ষেত্রে ১৬-১৭ এপ্রিল সমস্ত জেলায় কিছু কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি সঙ্গে ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে।

সমুদ্রগড়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে সভা

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ১৬ এপ্রিল ঃ পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের সমুদ্রগড় পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নাদনঘাট থানা সংলগ্ন ৫৫ নম্বর বুথে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। কেন্দ্র সরকারের লাগামছাড়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।এই প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, পূর্বস্থলী ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক, কালনা ১ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রাবণী পাল, কালনা পৌরসভার পৌরপতি তপন পোড়েল, পঞ্চায়েত প্রধান রঞ্জিত দেবনাথ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও কর্মী-সমর্থকরা। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ কেন্দ্র সরকারের জনবিরোধী নীতির কড়া সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, ক্রমাগত গ্যাস, পেট্রোল, ডিজেল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষ দুর্বিষহ পরিস্থিতির মুখে পড়েছেন। কেন্দ্র সরকার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। একইসঙ্গে তিনি রাজ্য সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি, বিশেষ করে মহিলাদের জন্য 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেন এবং জানান, কীভাবে এই প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলার লক্ষ লক্ষ নারী উপকৃত হচ্ছেন।সভায় অন্যান্য বক্তারাও কেন্দ্র সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে সরব হন এবং জনতার স্বার্থে তৃণমূল কংগ্রেসের আন্দোলন আরও জোরদার করার আহ্বান জানান।

হাওড়া ডিভিশনের শতবর্ষ পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে কর্মসূচির ঘোষণা ডিআরএমের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৬ এপ্রিল ঃ হাওড়া ডিভিশনের শতবর্ষ পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে একগুচ্ছ কর্মসূচির ঘোষণা হাওড়ার ডিআরএমের। হাওড়া ডিভিশনের শতবর্ষ পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়েছে পূর্ব রেল। বুধবার এই নিয়ে এক সাংবাদিক বৈঠক করেন হাওড়ার ডিআরএম সঞ্জীব কুমার। এই উপলক্ষে এদিন এক লোগোও প্রকাশ করেন তিনি। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে ডিআরএম জানান, হাওড়া ডিভিশনের শতবর্ষ উপলক্ষে এই ডিভিশনে সময়ে ট্রেন চালানো এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। প্রতিদিনই হাওড়া স্টেশন দিয়ে গড়ে প্রায় ১১ লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করেন। এর মধ্যে ৬৫ শতাংশই শহরতলির যাত্রী। বাকি ৩৫ শতাংশ দূরপাল্লার ট্রেনের যাত্রী। ট্রেন চলাচল আরও উন্নত করতে হাওড়া স্টেশনে একটি নতুন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হচ্ছে। হাওড়ায় প্ল্যাটফর্ম সংখ্যা হবে ২৪টি। পুরনো কার্যালয়ের পরিবর্তে ডিআরএম অফিসের নতুন ভবন তৈরি হচ্ছে। মাসখানেকের মধ্যেই তা চালু হবে। আরও দ্রুত এবং সময়ে ট্রেন চালাতে হাওড়া স্টেশনে ঢোকার মুখে চাঁদমারি সেতু আরও চওড়া করা হচ্ছে। মাস ছয়েকের মধ্যে এই কাজ শেষ হবে। হাওড়া ডিভিশনের ১৫টি স্টেশনকে অমৃত ভারত প্রকল্পে আরও উন্নত করে তোলা হচ্ছে। এছাড়াও ব্যান্ডেল স্টেশনে একটি আধুনিকমানের কোচিং ডিপো তৈরি করা হচ্ছে। এর ফলে যাত্রী পরিষেবার মান আরও বাড়বে। এরই সঙ্গে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হাওড়া স্টেশনে আরও অত্যাধুনিক মানের সিসিটিভি বসানো হচ্ছে। হাওড়া, ব্যান্ডেল ও কাটোয়ায় মহিলা আরপিএফ কর্মীদের ব্যারাক তৈরি হচ্ছে। ডিভিশনের সূচনার শতবর্ষকে স্মরণীয় করে রাখতে পূর্বরেলের ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনার ছবি দিয়ে একটি লোকাল ট্রেনের বগিকে সাজিয়ে প্রদর্শনীর জন্য রাখা হবে। এছাড়াও রেলের একশো বছরের যাত্রার বিভিন্ন সাফল্যের কথা উল্লেখ করে একটি স্মরনিকাও প্রকাশ করা হবে। রাজধানী এক্সপ্রেসের একটি ইঞ্জিনকেও এই উপলক্ষে সাজিয়ে তোলা হবে। এরই সঙ্গে শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে একটি ডাকটিকিটও প্রকাশ করা হবে।

হুগলিতে মানুষের মুন্ডু নিয়ে ঘুরছে কুকুর

বনস্পতি দে, চণ্ডীতলা, ১৬ এপ্রিল ঃ কাটা মুন্ডু যেখানে পাওয়া গিয়েছে তার থেকে প্রায় তিনশ ফুট দূরে হাওড়া বর্ধমান কর্ড শাখার রেল লাইন। সেখানে খুঁজতেই দেহ মেলে। মুখে করে মানুষের কাটা মুন্ডু নিয়ে ঘুরছে কুকুর। চাঞ্চল্যকর এই দৃশ্যই ধরা পড়েছে হুগলির চণ্ডীতলার বেগমপুরে। শেষে কুকুর তাড়িয়ে কাটা মুন্ডু উদ্ধার। রেল পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, বুধবার সকাল ন'টা নাগাদ চণ্ডীতলার বেগমপুর ২০ নম্বর রেলগেট এলাকায় একটি বাগানে কুকুরকে মানুষের কাটা মুন্ডু নিয়ে ঘুরতে দেখেন স্থানীয়রা। যার জেরে চাঞ্চল্য তৈরি হয়। এরপর এলাকাবাসীই কুকুর তা।।য়।খবর যায় কামারকুন্ডু জিআরপি ও চণ্ডীতলা থানায়। দুই থানা থেকেই পুলিশ আসে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কোনও দূরপাল্লার ট্রেন থেকে মুখ বের করায় ওই যাত্রী ইলেকট্রিক পোস্টে ধাক্কা খান। সঙ্গে-সঙ্গে ধর মুন্ডু আলদা হয়ে যায়। পোস্টে সেই রক্তের দাগ পাওয়া গিয়েছে। মৃত যুবকের কোনও পরিচয় এখনও জানা যায়নি। ধর মুন্ডু উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় এক যুবক বলেন, আমরা কারখানায় কাজ করছিলাম। অনেকক্ষণ ধরেই চিকার শুনছিলাম। সেই সময় যাই। গিয়ে দেখি কাটা মুন্ডু নিয়ে ঘুরছে পুলিশ। এরপর গ্রামের বাকিদের জানালাম। বললাম এখানে একটা মুন্ডু পড়ে আছে দেখ। প্রথমে প্রত্যেকে খুন ভাবছিল। তারপর থানার বড়বাবু এলেন। তিনি মুন্ডু উদ্ধার করে নিয়ে গেলেন থানায়।

কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে চাকরির টোপ দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার প্রতারণা!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ এপ্রিল ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে প্রতারণা করা হয়েছে। গান ও সেল ফ্যাক্টরিতে চাকরি দেওয়ার নাম করে ১৬ লক্ষ টাকা প্রতারণা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। কাশীপুর থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন দুই প্রতারিত ব্যক্তি। তবে এই শুধু দু'জন নয়, একাধিক চাকরিপ্রার্থী প্রতারণার শিকার হয়েছেন বলে দাবি করা হচ্ছে। তদন্তে নেমেছে পুলিশ। পুলিশ মারফৎ জানতে পারা গিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ। তিনি বারুইপুরের বাসিন্দা। অভিযোগ, দু'জনের থেকে ১৬ লক্ষ টাকা নিয়ে কাশীপুরে গান ও সেল ফ্যাক্টরিতে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অভিযুক্ত নিজেকে ওই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের 'হাই অফিসায়াল' বলে পরিচয় দিতেন। প্রতারিতদের কাছে দাবি করেছিলেন, তাঁর চাকরি দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। কোটায় চাকরির ব্যবস্থা তিনি করতে পারবেন। এই প্রতিশ্রুতিতে ভুলে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কয়েক লক্ষ টাকাও দিয়েও দেন প্রতারিতরা। সেই মোতাবেক মৃত্যুঞ্জয় প্রতারিতদের নিয়োগপত্র দেয়। দেওয়া হয় আই কার্ডও।
নিয়োগপত্র হাতে পেয়ে সেই দুই ব্যক্তি চাকরির স্থানে যান কজে যোগ দিতে। সেখানেই যেতেই প্রতারণার পর্দা ফাঁস হয়ে যায়। জানা গিয়েছে, নিয়োগপত্র ও আই কার্ড সব কিছুই নকল। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় তাঁদের নিয়োগ সংক্রান্ত কোনও তথ্য কর্তাদের কাছে নেই। প্রতারিতদের মাথায় হাত। প্রাথমিক ধাক্কা সামলে কাশীপুর থানায় প্রতারণার অভিযোগ করেন। অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্তে নেমেছে পুলিশ। কর্তাদের অনুমান, এই প্রতারণার শিকার আরও অনেকে। আরও অভিযোগ আসতে পারে। সেক্ষেত্রে সব অভিযোগগুলিকে এক ছাতার তলায় নিয়ে তদন্ত শুরু হবে। তবে এখন দায়ের হওয়া মামলায় অভিযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

চাকরি হারানো শিক্ষকদের বেতন নিয়ে ফাঁপড়ে রাজ্য, সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা আজ

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল ঃ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে রাজ্যের এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চাকরি হারিয়েছেন প্রায়. ২৬ হাজার শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী। রাজ্য সরকার শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়ে দায়ের করেছে ক্লারিফিকেশন পিটিশন। যোগ্য ও অযোগ্য নির্ধারণ না করেই গোটা প্যানেল বাতিল করায় শিক্ষা ব্যবস্থায় দেখা দিয়েছে চরম অনিশ্চয়তা। রাজ্য প্রশাসন উদ্বিগ্ন, আন্দোলনে সরব চাকরি হারা শিক্ষকরা। এই পরিস্থিতিতে আদালতে রাজ্যের দাবি, নিয়োগ প্রক্রিয়া সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে তিন মাসের মধ্যে শেষ করা হবে । কিন্তু, আদালত যদি যোগ্য-অযোগ্যদের পৃথক তালিকা না দেয়, তাহলে প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে বাধা তৈরি হবে। রাজ্যের অনুরোধ, যতদিন নতুন নিয়োগ না হয়, ততদিন যেন চাকরি হারানো শিক্ষকরা বেতন পান। কারণ, বহু মানুষ ইতিমধ্যেই জীবিকা হারিয়ে দিশেহারা। এমনকি আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু, এপ্রিল মাসের বেতনের রিকুইজিশন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৭ এপ্রিল-যে দিনেই এই মামলার শুনানি নির্ধারিত। আদালত যদি সরকারের পক্ষেই অবস্থান না নেয়, তাহলে শুধু নিয়োগই নয়, বেতন নিয়েও তৈরি হতে পারে বড় সঙ্কট। সাধারণত এক-দু'দিন সময় বাড়ানোর সুযোগ থাকলেও পরিস্থিতি জটিল হলে প্রশাসনের জন্য তা যথেষ্ট নাও হতে পারে।

বেলুড়ের 'মা ক্যান্টিনে' নববর্ষে দুপুরের মেনুতে পায়েস! পানীয় জলের মেশিনও বসাবেন বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, বেলুর, ১৬ এপ্রিল ঃ বেলুড়ের 'মা ক্যান্টিনে' নববর্ষে দুপুরের মেনুতে দেওয়া হলো পায়েস ! বিধায়কের সৌজন্যে আগামী দিনে এখানে পানীয় জলের লাইন ও বেসিনের ব্যবস্থাও করা হবে বলে জানা গেছে। বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে বালির বিধায়ক ডাঃ রানা চ্যাটার্জির উদ্যোগে 'মা ক্যান্টিনে'র মেনুতে বুধবার দুপুরে দেওয়া হয় পায়েস। এরই মাধ্যমে সকলকে নতুন বছরের মিষ্টিমুখ করানো হয়। প্রসঙ্গত, বেলুড় স্টেট জেনারেল হাসপাতাল চত্বরে বেশ কয়েকদিন ধরেই 'মা ক্যান্টিনে' পরিষেবা পাচ্ছেন সাধারণ গরিব মানুষ। বালির বিধায়ক বিশিষ্ট শিশু চিকিৎসক ডাঃ রানা চ্যাটার্জী বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে বুধবার মিষ্টিমুখ করাতে 'মা ক্যান্টিনে' আহার গ্রহণ করতে আসা সকলের হাতে পায়েস তুলে দেন এবং বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। 'মা ক্যান্টিনে' যেসব মানুষজন পরিষেবা নিতে আসছেন অনেকেরই খাবার পাত্র নেই

তাদেরকে খাবারের প্লেটও তুলে দেন বিধায়ক। রানা চ্যাটার্জি বলেন, আমরা নববর্ষের দিনে সকলকেই মিষ্টিমুখ করাই। মঙ্গলবার পয়লা বৈশাখে ' ক্যান্টিনে' ছুটি ছিল। সেই জন্য বুধবার এখানে পায়েস দেওয়া হয়েছে। এখানে কিছু প্লেটের ব্যবস্থা করা হল। মুলত গরিব মানুষ টিফিন কেরিয়ার না আনলে যাতে ফিরে না যান তারজন্য এই ব্যবস্থা করা হল। এখানে জলের লাইন দিয়ে বেসিনেরও ব্যবস্থা করা হবে।

মহিলাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার পাঠ দিতে বিশেষ কর্মশালা, প্রান্তিক মহিলাদের দেওয়া হলো স্যানিটারি ন্যাপকিন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৬ এপ্রিল ঃ মহিলাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার পাঠ দিতে

বিশেষ কর্মশালা, ভাগা। ও বেলগাছিয়া এলাকার প্রান্তিক মহিলাদের হাতে তুলে দেওয়া হলো স্যানিটারি ন্যাপকিন। মহিলাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে বিশেষ করে ঋতুচক্রের বিশেষ দিনগুলোতে আরও কীভাবে সুস্থতা ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে এই লক্ষ্য নিয়ে মঙ্গলবার পয়লা বৈশাখে হাও।। সিটি পুলিশের লিলুয়া থানা ও সোলেস গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ এর যৌথ প্রচেষ্টায় এক কর্মসূচি নেওয়া হয়। যেখানে লিলুয়া. থানার অন্তর্গত ভাগা। ও বেলগাছিয়া এলাকার প্রান্তিক মহিলারা উপস্থিত ছিলেন। মহিলাদের ঋতুকালীন সচেতনতা বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি প্রায় ২৫০টি স্যানিটারি ন্যাপকিন ও নতুন বস্ত্র উপস্থিত মহিলাদের হাতে এদিন তুলে দেওয়া হয়। এদিন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পিএ ঈশা কুমারী বলেন, যখনই খবর পাই তখনই এখানে আসি। এখানে এসে স্যানেটারি প্যাড দেওয়া হয়। এগুলো কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সেই ব্যাপারে এদের সচেতন করা হয়। আবার যদি সুযোগ আসে তাহলে অবশ্যই আবার দেওয়া হবে। হাওড়া সিটি পুলিশের ডিসি নর্থ বিশপ সরকার বলেন, এটা আমাদের একটা রুটিন প্রোগ্রাম। এখানে প্রতি সপ্তাহেই আমরা আসি। যে জায়গায় ভুমিধ্বস হয়েছিল সেখানে যারা আছেন তাঁদের পাশে যতটা সম্ভব পাশে দাঁ।।নোর চেষ্টা করি। এখানে স্যানেটারি হাইজিন নিয়ে কর্মশালা করার ইচ্ছা ছিল। সেই কারণে এদিন এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এই এলাকার মহিলা এবং কিশোরীদের বিনামূল্যে স্যানেটারি প্যাড দিয়েছেন। এই প্যাড একবার দেওয়াই হয়তো প্রোগ্রাম নয়। এই বিষয় নিয়েই এখানকার মহিলা, কিশোরী যুবতীদের নিয়ে এই স্বেছাসেবী সংস্থা ছোট কর্মশালা করেন। যাতে এই বিষয়ে সংকীর্ণতা দূর হয়ে যায়। এই ব্যাপারে আগের চেয়ে এখন মানুষ অনেকটাই সচেতন হয়েছেন।

ওয়াকফ সংশোধনী আইন বাতিলের দাবিতে জয়নগরে ঐতিহাসিক মহামিছিল

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১৬ এপ্রিল ঃ ওয়াকফ সংশোধনী আইন বাতিলের দাবিতে বুধবার বিকালে জয়নগর বিধানসভার বকুলতলা থানার গা।দেওয়ানি গ্রাম পঞ্চায়েতের কোম্পানির রাস্তার মোড় থেকে নতুন হাট পর্যন্ত মতিউর সেখ ও জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ হাসনাবানু শেখের নেতৃত্বে ঐতিহাসিক মহামিছিল হয়ে গেল। যাতে বিভিন্ন ধর্মের কয়েক হাজার মানুষ পা মেলালেন। এদিনের এই মিছিলে পা মেলালেন জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক, জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ হাসনাবানু শেখ, বহু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মতিবুর রহমান লস্কর,দক্ষিন বারাশত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান অরুণ নস্কর, জমিয়েত উলেমা হিন্দের জেলা সহ সভাপতি মুফতি আমিরালি মাল, সালাউদ্দিন সেখ,কালীপদ সরদার, সেলিম লস্কর, মহামিছিলের আহ্বায়ক মতিউর সেখ সহ আরো অনেকে। এদিন মহামিছিলের শেষে নতুনহাটে এক পথসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বক্তারা ওয়াকাফ আইন কি তাঁর বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরলেন। এদিন জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক ও জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ হাসনাবানু শেখ বলেন, কেন্দ্রের মোদী সরকারের তুঘলকি কান্ড আমরা কোনভাবেই মেনে নোবো না।আমাদের এই ওয়াকাফ সম্পত্তি আমাদের পূর্ব পুরুষদের। এই সম্পত্তি কি করে সরকারের হতে পারে। আমরা এই আইন মানি না। আমরা চাই অবিলম্বে এই কালা আইন বাতিল করতে হবে। আমরা এখানে সবধর্মের মানুষ একসাথে বাস করি। আমাদের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই। বিজেপি সরকার এই ওয়াকাফ আইনের মধ্যে দিয়ে আমাদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করতে চাইছে। এটা আমরা কোনো ভাবেই মেনে নিতে পারবো না। এই আইন বাতিল না হলে আমাদের এই আন্দোলন আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আকার নেবে।

হুগলির গুড়াপে কেশব চন্দ নাগ ভবন ও ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তির উন্মোচন

দুরন্ত বার্তা, গুড়াপ, হুগলি, ১৬ এপ্রিল ঃ এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হুগলির ধনেখালি ব্লকের গুড়াপ এসআই অফিসের সামনে গুড়াপের ভূমিপুত্র বিশিষ্ট অংক বিশারদ প্রয়াত কেশব চন্দ্র নাগের নামাঙ্কিত ভবনের উদ্বোধন এবং মনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তির উন্মোচন করেন গুড়াপ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী নিরন্তরানন্দ মহারাজ। ওই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ধনিয়াখালীর বিধায়ীকা অসীমা পাত্র এবং গুড়াপ চক্রের এসআই গৌরব মিশ্র সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

কলকাতায় বিজেপি রাজ্য দফতরে মুর্শিদাবাদের ঘর ছাড়া বেশ কিছু পরিবার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ এপ্রিল ঃ বুধবার কলকাতায়. বিজেপি রাজ্য দফতরে আসেন মুর্শিদাবাদের ঘর ছাড়া বেশ কিছু পরিবার। দলের রাজ্য সভাপতি ড. সুকান্ত মজুমদারের তত্বাবধানে সাংবাদিক সম্মেলন করেন তাঁরা। গত সপ্তাহে অশান্তির খবর পেতেই পদক্ষেপ করে রাজ্য পুলিশ। ডিজি রাজীব নিজে গত শনিবার যান মুর্শিদাবাদে। ঘুরে দেখেন অশান্তি কবলিত এলাকা। তবে সুকান্তবাবুদের অভিযোগ, মুর্শিদাবাদে আক্রান্ত পরিবারগুলির সকলের সঙ্গে কথা বলেননি ডিজি। বিজেপির দাবি, এই ১১ জনও সেই তালিকাতেই আছেন। এ দিন সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁরা এ ব্যাপারে তাঁদের প্রতিক্রিয়া জানান।

হিন্দু নির্যাতন, জাতীয় মহিলা কমিশনের প্রতিনিধিদলে দুই বাংলাভাষী

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল ঃ মুর্শিদাবাদকাণ্ডের তদন্তে জাতীয় মহিলা কমিশনের এই প্রতিনিধিদল তথা তদন্ত কমিটিতে আছেন দু'জন বাঙালি সদস্যা। সূত্রের খবর, ভাষাগত সুবিধার কথা মাথায় রেখে দু'জন বাঙালি সদস্যাকে এই দলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে অর্চনা মজুমদার পশ্চিমবঙ্গেরই বাসিন্দা। অন্য বাঙালি সদস্য শিবানী দে ত্রিপুরার। অস্থায়ী আশ্রয় শিবিরে এবং অশান্তির সাক্ষী হওয়া এলাকায় গিয়ে মহিলাদের সঙ্গে প্রতিনিধিদলটি বিশদে কথা বলতে চায়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনও মুর্শিদাবাদে তদন্তকারী প্রতিনিধিদল পাঠাচ্ছে। মঙ্গলবারই কমিশন সেই দল গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। চলতি সপ্তাহেই মানবাধিকার কমিশনের দলটিও মুর্শিদাবাদে পৌঁছতে পারে বলে কমিশন সূত্রের খবর। তার মাঝেই মহিলা কমিশনও মুর্শিদাবাদে তদন্তকারী প্রতিনিধিদল পাঠানোর কথা ঘোষণা করে দিয়েছে।

মুরারিপুকুরে উল্লাসকর জন্মজয়ন্তী পালন

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল ঃ বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত আকাদেমির উদ্যোগে ৩২, মুরারিপুকুর রোডে পালিত হল উল্লাসকর জন্মজয়ন্তী। জজ বাগানের মিলন মন্দির ক্লাব প্রাঙ্গণে এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এলাকার তৎকালীন ইতিহাস ব্যাখ্যা করেছেন উপস্থিত বক্তারা । সূচনা পর্বের অনুষ্ঠানে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন অতিথি ও অভ্যাগতরা। এদিনের অনুষ্ঠানে মাস্টারদা সূর্য সেন এর নাতনি মিতা দাশ (মিত্র), বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তের ভ্রাতুস্পুত্র অভিজিৎ গুপ্ত, উল্লাসকরের জীবনীকার ও লেখক অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়, মুরারিপুকুর রত্ন চম্পক দাশ, বিপ্লবী পরীক্ষি চন্দ্র মুখোপাধ্যায়-এর পরিবারের মঞ্জু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

নাদনঘাট থানার পুলিশের হাতে টোটো চুরি কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ১৬ এপ্রিল ঃ নাদনঘাট থানার পুলিশের তৎপরতায় টোটো চুরি চক্রের মূল পান্ডা অবশেষে পুলিশের জালে। ধৃত ব্যক্তির নাম বিশ্বজিৎ হালদার, যিনি নদীয়া জেলার শান্তিপুর থানা এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কিছুদিন আগে পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের কোবলা এলাকা থেকে একটি টোটো চুরির ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাদনঘাট থানার পুলিশ এলাকায় তৎপরতা বাড়িয়ে দেয় এবং এক নাকা চেকিং অভিযান চালায়।নাকা চেকিং চলাকালীন সন্দেহভাজন দুই দুষ্কৃতীকে আটক করে পুলিশ। তাদের আদালতে পেশ করে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়। এরপর শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। পুলিশ জানতে পারে, শান্তিপুরের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ হালদার এই চক্রের মূল মস্তিষ্ক। তিনি চুরি যাওয়া টোটোগুলির রং ও চেহারায় বদল ঘটিয়ে সেগুলি মোটা অঙ্কে বিক্রি করতেন।এই তথ্যের ভিত্তিতে তদন্ত আরও গভীরতর করা হয় এবং অবশেষে একটি চুরি যাওয়া টোটো সহ বিশ্বজিৎ হালদারকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। বুধবার ধৃতকে কালনা আদালতে পেশ করে পুলিশ এবং দশ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানায়।পুলিশ সূত্রে আরও জানা যাচ্ছে, এই চক্রে আরও কেউ জড়িত আছে কিনা, সেই দিকেও নজর রেখেছে তদন্তকারী আধিকারিকেরা। টোটো চুরি রোধে পুলিশের এই সফল অভিযান যথেষ্ট প্রশংসাযোগ্য বলে মনে করছে এলাকাবাসী।

অশান্তি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতার কথার প্রতিবাদ কংগ্রেস সাংসদ ঈশার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ এপ্রিল ঃ ফরাক্কা এবং সামসেরগঞ্জের যে সমস্ত এলাকায় অশান্তি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতার কথার প্রতিবাদ করলেন কংগ্রেসের সাংসদ ঈশা খান চৌধুরী। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্য সভায় জানিয়েছেন, অশান্তি যেখানে হয়েছে তা কংগ্রেসের সাংসদ ঈশা খান চৌধুরীর লোকসভা কেংদ্র মালদা দক্ষিণের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, নাম না করলেও কংগ্রেসের সাংসদ ঈশার ভূমিকাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছেন মমতা। তাঁর ওই বক্তৃতার পরে ঈশার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ' ঘটনায.আমার বা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা ভিত্তিহীন। কারণ, যে সমস্ত এলাকায.গোলমালের ঘটনা ঘটেছে, সেগুলি সবই প্রশাসনিকভাবে তৃণমূলের দখলে।

(এটি শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে একটি বিজ্ঞাপন এবং প্রকাশনা বা বিতরণের জন্য নয় অথবা ভারতের বাইরে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রকাশ করা হবে এবং এটি কোনও অফার ডকুমেন্ট ঘোষণা নয়।)

জিটিটি ডেটা সলিউশনস লিমিটেড
(পূর্বে সিনায়াড কমিউনিকেশনস লিমিটেড নামে পরিচিত)
নিবন্ধিত অফিসঃ ৮০ বুরতোলা স্ট্রিট, বড়বাজার, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০৭
টেলিফোনঃ ৭৭১৯৯১৩৩৫১ যোগাযোগ ব্যক্তি ঃ মিঃ ইব্রাহিম নিমুচওয়ালা, কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
Òüì³⁰– info@gtklata.ai, ওয়েবসাইটঃ www.gttdata.ai, L62099WB1986PLC218825

জিটিটি ডেটা সলিউশনস লিমিটেডের আংশিক পরিশোধিত ইক্যুইটিশেয়ার (ISIN: IN9959B01015) এর ধারকদের প্রতি প্রথম এবং চূড়ান্ত আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি রেকর্ড তারিখে অর্থাৎ শুক্রবার, ১১ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে হিসাবে অনুষ্ঠিত হবে।

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের রাইটস ইস্যু কমিটি (রাইটস ইস্যু কমিটি) ৫ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় কোম্পানির আংশিক পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ারের জন্য প্রথম এবং চূড়ান্ত ১৯.৫০ টাকা (প্রদত্ত মূল্যের জন্য ৭.৫০ টাকা এবং প্রিমিয়ামের জন্য ১২ টাকা) (প্রথম এবং চূড়ান্ত কল) করার অনুমোদন দিয়েছে এবং আংশিক পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ারের ধারকদের নির্ধারণের উদ্দেশ্যে রেকর্ড তারিখ হিসেবে শুক্রবার, ১১ এপ্রিল, ২০২৫ (রেকর্ড তারিখ) নির্ধারণ করেছে, যাদের কাছে প্রথম এবং চূড়ান্ত কল নোটিশ পাঠানো হবে। ৫ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে বিএসই লিমিটেডকে এই তথ্য জানানো হয়েছিল।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ (**আইন**) এবং এর অধীনে প্রণীত প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলী এবং ১০ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখের অফার লেটার (**অফার লেটার**) এর বিধান অনুসারে, আংশিকভাবে পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার **(যোগ্য শেয়ারহোল্ডার)** ধারকদের কাছে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে প্রথম এবং চূড়ান্ত কল নোটিশ, বিস্তারিত নির্দেশাবলী এবং এএসবিএ আবেদনপত্র পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা রেকর্ড তারিখে কোম্পানি বা তার রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট(আরটিএ) অথবা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(দের) সাথে নিবন্ধিত। অধিকন্তু, প্রথম এবং চূড়ান্ত কল নোটিশের প্রকৃত অনুলিপি, বিস্তারিত নির্দেশাবলী এবং এএসবিএ আবেদনপত্র প্রেরণের অনুমোদিত পদ্ধতিতে, সেইসব যোগ্য শেয়ারহোল্ডারদের নিবন্ধিত ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে (ক) যারা কোম্পানি বা তার আরটিএ বা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর সাথে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত করেননি অথবা (খ) যারা এর হার্ড কপির জন্য বিশেষভাবে তাদের অনুরোধ নিবন্ধিত করেছেন। কোম্পানি ১৬ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে প্রেরণ সম্পন্ন করেছে।

তদনুসারে, নীচে প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে প্রথম এবং চূড়ান্ত কল নোটিশ জারি করা হয়েছে ঃ

পমেন্টের সময়কাল (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত)	থেকে সোমবার, ২১ এপ্রিল, ২০২৫	সময়কাল সোমবার, ৫ মে, ২০২৫	পর্যন্ত ১৫ দিন
গ্রহণযোগ্য পেমেন্ট পদ্ধতি	ক. অনলাইন এএসবিএ এসসিএসবিএস-এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে(১) খ. ভৌত এএসবিএ এসসিএসবিএস-এর মনোনীত শাখায় (২) শারীরিক আবেদন জমা দেওয়ার মাধ্যমে গ. অনলাইনে ব্রোকারদের দ্বারা অফার করা হলে ৩-ইন-১ অনলাইন ট্রেডিং-ডিম্যাট-ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা		
	(১) বিদ্যমান এসসিএসবি স্ব-প্রত্যয়িত সিন্ডিকেট ব্যাংক এর তালিকা দেখতে অনুগ্রহ করে https://www.sebi.00vin/sebiweb/other/ OtherAction.do?doRe-cocinisedFoi=ves&intmld=35 দেখুন। (২) শুধুমাত্র আবাসিক শেয়ার হোল্ডারদের জন্য উপলব্ধ		

৮ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের সেবি সার্কুলার নং SEBI/ HO/CFD/DIL1/CIR1238/2020 অনুসারে, যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা কিছু ব্রোকারের দ্বারা প্রদত্ত লিঙ্কড অনলাইন ট্রেডিং-ডিম্যাট-ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ৩-ইন-১ টাইপ অ্যাকাউন্ট সুবিধা ব্যবহার করে প্রথম এবং চূড়ান্ত কল মানি পেমেন্ট করতে পারবেন। যোগ্য শেয়ারহোল্ডারদের তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে লগ ইন করতে হবে এবং প্রাসঙ্গিক বিভাগের অধীনে জিটিটি ডেটা সলিউশনস লিমিটেডের প্রথম এবং চূড়ান্ত কল মানির জন্য পেমেন্টের সাথে এগিয়ে যেতে হবে। যোগ্য শেয়ারহোল্ডারদের তাদের নিজ নিজ ব্রোকারের সাথে সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করার জন্য চেক করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা দয়া করে মনে রাখবেন যে এই পেমেন্ট পদ্ধতিটি কেবল তখনই ব্যবহার করা যেতে পারে যদি সংশ্লিষ্ট ব্রোকার তাদের গ্রাহকদের জন্য এই সুবিধাটি উপলব্ধ করে থাকেন। যোগ্য শেয়ারহোল্ডারদের কাছে এই পেমেন্ট পদ্ধতিটি উপলব্ধ না হওয়ার জন্য কোম্পানি বা ইস্যুর রেজিস্ট্রার দায়ী থাকবেন না। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৫০ এবং কোম্পানির অ্যাসোসিয়েশনের ধারা অনুসারে, কোম্পানি যেকোনো সদস্যের কাছ থেকে তার ধারণকৃত যেকোনো শেয়ারের উপর অপরিশোধিত অবশিষ্ট অর্থের সম্পূর্ণ বা আংশিক গ্রহণ করতে পারে, এমনকি যদি সেই পরিমাণের কোনও অংশই তলব করা না হয়। এই পরিমাণ অর্থ কল মানির সাথে সমন্বয় করা হবে এবং কোম্পানি কোম্পানির সম্পূর্ণ পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার বরাদ্দ করবে। যোগ্য শেয়ারহোল্ডারদের ৫ মে, ২০২৫, সোমবার বা তার আগে প্রথম এবং চূড়ান্ত কল মানি পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন প্রথম এবং চূড়ান্ত কল পরিশোধে ব্যর্থতার পরিণতি নীচে দেওয়া হলঃ

ক. ৫ মে, ২০২৫ তারিখ সোমবারের পর প্রথম এবং চূড়ান্ত কলের পরিশোধে বিলম্বের জন্য বার্ষিক ১০.০০ (মাত্র দশ শতাংশ) সুদ প্রদেয় হবে
খ. কোম্পানি আপনার কাছে প্রদেয় ভবিষ্যতের যেকোনো লভ্যাংশ থেকে, কোম্পানির আংশিকভাবে পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ারের সাথে সম্পর্কিত কল এবং সুদের জন্য বকেয়া সমস্ত অর্থ কেটে নেওয়ার অধিকারী হবে এবং
গ. কোম্পানির অ্যাসোসিয়েশনের ধারা এবং প্রস্তাবপত্র অনুসারে, প্রথম এবং চূড়ান্ত কল পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে, আপনার কাছে থাকা কোম্পানির আংশিক পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার, যার মধ্যে ইতিমধ্যেই পরিশোধিত পরিমাণও অন্তর্ভুক্ত, বাজেয়াপ্ত হতে পারে।

যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা আরও মনে রাখবেন যে ঃ
I. ISIN 'IN9959B01015' আংশিক পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার, যার প্রতিটির অভিহিত মূল্য ২.৫০ (দুই টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা মাত্র) এবং কল মূল্য ১৯.৫০ (উনিশ টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা মাত্র) বিএসই লিমিটেড শুক্রবার, ১১ এপ্রিল, ২০২৫ থেকে স্থগিত করেছে।
II. আংশিক পরিশোধিত রাইটস ইক্যুইটি শেয়ারগুলিকে বর্তমান ISIN - INE959B01017 এর অধীনে সম্পূর্ণ পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ারে রূপান্তর করার জন্য কর্পোরেট পদক্ষেপের প্রক্রিয়া, ডিপোজিটরি দ্বারা বরাদ্দকৃত, এই বিজ্ঞপ্তির অধীনে নির্ধারিত প্রথম এবং চূড়ান্ত কল মানি পরিশোধের শেষ তারিখ থেকে দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।
III. কর্পোরেট কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর, রাইটস ইক্যুইটি শেয়ারগুলি সম্পূর্ণরূপে পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ারে রূপান্তরিত হবে এবং ডিপোজিটরি দ্বারা বরাদ্দকৃত ISIN - INE959B01017-এ জমা হবে।
V. সমস্ত যোগ্য শেয়ারহোল্ডারদের আবেদনপত্রে উল্লেখ করতে হবে যে তাদের আয়কর আইন, ১৯৬১ এর অধীনে বরাদ্দকৃত প্যান নম্বরটি কী। প্যান ছাড়া আবেদনগুলি অসম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং বাতিল বলে গণ্য হবে।

এখানে সংজ্ঞায়িত না করা সমস্ত বড় হাতের শব্দের অর্থ অফার লেটারে উল্লেখিত অর্থের সমান হবে।
এই বিষয়ে সমস্ত চিঠিপত্র নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠানো যেতে পারেঃ

MUFG ইনটাইম ইন্ডিয়া. প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বে লিংক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড নামে পরিচিত)
(ইউনিটঃ জিটিটি ডেটা সলিউশনস লিমিটেড)
সি-১০১, প্রথম তলা, ২৪৭ পার্ক, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী মার্গ, বিক্রোলি (পশ্চিম)
মুম্বাই - ৪০০ ০৮৩. মহারাষ্ট্র, ভারত
টেলিফোন নম্বরঃ ৯১ ৮১০৮১১৪৯৪৯ ফ্যাক্স নম্বরঃ ০২২-৪৯১৮৬০৬০
ইমেল আইডিঃ gtt.callmoney@in.mpms.mufg.com
ওয়েবসাইট ঃ https://in.mpms.mufg.com
সেবি নিবন্ধন নম্বর ঃ INR000004058
যোগাযোগ ব্যক্তিঃ শান্তি গোপালকৃষ্ণন

জিটিটি ডেটা সলিউশনস লিমিটেডের জন্য
(পূর্বে সিনেরেড কমিউনিকেশনস লিমিটেড নামে পরিচিত)
সাক্ষর /-

তারিখ ঃ ১৬ এপ্রিল, ২০২৫
স্থানঃ পুনে

ইব্রাহিম নিমুচওয়ালা
কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ১৩৬ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৩ বৈশাখ , ১৪৩২

বয়স্কদের অধিকার

রাষ্ট্রসংঘ এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশের জন্য ৬০ বছর ও তার ওপরে এবং উন্নত দেশগুলির জন্য ৬৫ বছর ও তার বেশি বয়সিদের প্রবীণ বলে চিহ্নিত করেছে। শুরুতেই একটা কথা বলে রাখা দরকার, প্রবীণদের কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়ার অর্থ কোনো 'অনুগ্রহ' বা 'দাক্ষিণ্য' দান নয় । একটি দেশকে সুসভ্য বিশ্ব সমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকতে গেলে শিশু, নারী ও বৃদ্ধদের প্রতি ন্যূনতম কিছু মানবিক দায়িত্ব তাকে পালন করতেই হয়, কারণ সেগুলো তাদের 'অধিকারের' মধ্যে পড়ে, সরকারের 'অনুগ্রহের' তালিকায় নয় এবং সেগুলো যথাযথ পালনের মাপকাঠিতেই একটি দেশের সভ্যতা অর্জনের স্তর পরম্পরা নির্ভর করে। ১৯৯৯ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী ভারত সরকারও অন্যান্য দেশের সঙ্গে বয়স্কদের অধিকার স্বীকারের সিদ্ধান্তে দায়বদ্ধ। ভারতীয় সংবিধানের ৪১ নম্বর ধারায় প্রবীণ নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা বলাও আছে - ' তার উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার মধ্যে থেকে প্রবীণদের ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য পাওয়ার অধিকার সুনিশ্চিত করতে কার্যকর ব্যবস্থা নেবে।' অর্থাৎ, সংবিধানে প্রদত্ত অধিকারগুলি প্রবীণদের জন্য সুরক্ষিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব, প্রবীণদের প্রতি 'অনুকম্পা' নয়। দেশের বরিষ্ঠ নাগরিকদের প্রতি অদম্য দরদ ও ভালোবাসার উচ্ছ্বাস প্রকাশে। দেশের সরকারও প্রবীণদের স্বার্থ দেখার জন্যে কী কী করেছে তার বহুবর্ণ বিজ্ঞাপন কাগজে, টিভি'তে প্রকাশিত হয়েছিল। তার পরের দিন থেকেই কিন্তু প্রবীণরা বিস্মৃতিতে নির্বাসিত, অভ্যস্ত উপেক্ষায় বিরক্ত আন্তরিকতাহীন, দেখনদারি আনুষ্ঠানিক দরদের ফানুস গেছে চুপসে। সকলের মুখ এখন হাতে টাটকা প্রসঙ্গের দিকে। ইত্যবসরে গৃহকোণের একান্তে অথবা বৃদ্ধাশ্রমের বদান্যতায় প্রবীণদের পরিত্যক্ত জীবন যাপনের পুরনো পরিচিত ছবিটাই ফিরে এসেছে। যে দেশে শিশু নারী মহিলাদের ওপর নিরন্তর নিপীড়ন ও হত্যার দগদগে ক্ষত নিয়েও প্রশাসনের পরিচালনায় 'কার্নিভাল'-এর উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, বিধ্বংসী কৃষি আইনের বিরোধীতায় চাষিদের নিজেদের জোতজমি ছেড়ে মরিয়া হয়ে রাস্তায় বসে থাকতে হয়, সুরক্ষা ও সুচিকিৎসার নিশ্চিত করতে ডাক্তার বাবুদের আমরণ অনশন ব্রত নিতে হয়, বিপর্যস্ত অর্থনীতির শিকার , সাধারণ মানুষ নিত্য দিনের প্রয়োজনীয় পণ্যের আকাশ ছোঁয়া দামের জন্যে প্রায়োপবাসে দিন কাটাতে বাধ্য হয়,সে দেশে 'বুড়ো-হাবড়াদের' কথা আলাদা করে কে'ই বা ভাববে, কেনই বা ভাববে ?অথচ সমকালীন বাস্তবতায় , পরিবারগুলোর চেহারা এমন যে বাবা-মায়েরা বাড়িতে একা একাই থাকছেন , 'পরিত্যক্ত' বোধ নিয়ে নয়, বাধ্য হয়েই।

সেই প্রবীণদের 'পেনশন' নানা নেতা-নেত্রী, 'কেষ্ট-বিষ্টু'দের বিবৃতি, বক্তব্যে অপরিহার্যতার বদলে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

পৃথিবীতে গরীব হয়ে জন্মানো ব্যয়বহুল

পৃথিবীতে গরীব হয়ে জন্মানো বর্তমান সময়ে সবচেয়ে ব্যয়বহুল বিষয়। সহজ করে বলতে হয় দরিদ্র হওয়া মানেই খুবই ব্যযরহুল । এদের সংখ্যা পৃথিবীতে কত তা বলতে পারব না, এমনকি বাংলাদেশে কত তাও জানিনে। তবে এরা ব্যয়বহুল। একজন গরীব নিজেই বলবে আমার আবার খরচ কি সারাদিন ভিক্ষা করি, যা আয় করি তাতেই চলে যায়। জীবনে চাওয়া পাওয়ার পরিমাণ খুবই কম। এটা যেমন গরীবের ধারনা এটা আমাদের সবার ধারনা। কিন্তু বাস্তবে তা নয়, কারণ বড় লোকের মত মান সম্মত করে যদি তাদের জীবনকেও গড়তে হয় তখন বোঝা যাবে কী পরিমাণ বিনিয়োগের প্রয়োজন। এরা নিজেরা যদি ব্যাংকে গিয়ে বলে কিছু টাকা ঋণ নিতে চাই, পাবে না কারণ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ যে সমস্ত ডকুমেন্ট চাইবেন তা তারা দিতে বা দেখাতে পারবেন না। এরা ভালো রেস্টুরেন্টে বা ভালো হোটেলে ঢুকতে পারবে না। এদের কেউ দাওয়াত করবে না। এদের সবাই ভিক্ষা দিবে বা দান করবে। ভিক্ষা বা দানের কারণে বড় লোকের জন্য আখেরাতের সুযোগ সুবিধা বাড়বে বিধায় তারা দান খয়রাত করে থাকে। শুরুতেই বড় লোক হয়ে জন্মানোর পিছে যথেষ্ট ভালো যুক্তি রয়েছে। কারণ গরীব হয়ে জন্মানো ব্যয়বহুল অন্যদিকে বড় লোক হয়ে জন্মানো ব্যয় যেমন কম ঝামেলাও কম। বড়লোক হলে সব কিছু দিব্যি পাওয়া সম্ভব। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বাড়িতে এসে ঋণ দিয়ে যাবে। হোটেল রেস্টুরেন্টে গেলে যত্ন করবে ইত্যাদি। জীবনের শুরুটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে জন্মেছে তাকে দোষ দেওয়া যাবে না তবে যে জন্মদাতা তাকে বিষয়টি ভাবতে হবে। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি বিল গেট বলেছেন, জন্মের শুরুতে বাবা-মা পাওয়া এটা চয়েস নয় তবে শ্বশুর শাশুড়ী পাওয়া চয়েস। কথাটির মাঝে সেন্স রয়েছে। হঠাৎ ধনী দরিদ্র নিয়ে লিখতে বসলাম কিন্তু কেন, কি এমন নতুন কিছু এতে রয়েছে এটাই সবাই বলবে।

নতুন বা পুরনো বলে কথা নয়, সব কিছুর পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু অনেক গরীবের জীবনের পরিবর্তন হচ্ছে না। ভাগ্য? ভাগ্য কি পুনঃনির্ধারিত নাকি তাকে পরিবর্তন করা সম্ভব? আমি স্রষ্টাকে বিশ্বাস করি তাই বিশ্বাস করি ভাগ্যের পরিবর্তনকেও। তবে পরিবর্তনে দরকার কিছুটা সাহায্য এবং সহানুভূতির। সমাজের দায়িত্ব এবং কর্তা ব্যক্তি যদি একটু সহানুভূতির পরিচয় দেয় তবে পৃথিবীর অনেক গরীবের ভাগ্যের পরিবর্তন হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি। অসহাযত্বের নির্মম গল্প! শুনবে কি কেউ?

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

তীরে যাইয়াও তার তৃষ্ণা নিবারিত হয় না তুমি লাখ গল্প কর, কিন্তু প্রকৃত উন্নতি না হলে তুমি প্রকৃত আনন্দ কখনই লাভ করতে পারবে না। কপটশয়ে মুখের কথার সঙ্গে অন্তরের ভাব বিকশিত হয় না, তাই আনন্দের কথাতেও মুখে নীরসতার চিহ্ন দৃষ্ট হয় কারন, মুখ খুললে কী হয়, হৃদয়ে ভাবের স্ফুর্তি হয় না কপট ব্যক্তি অন্যের নিকট সুখ্যাতির আশায় নিজেকে নিজেই প্রবঞ্চনা করে, অল্প বিশ্বাসের দরুন অন্যের প্রকৃত দান হতেও প্রবঞ্চিত হয় পরনিন্দা করাই পরের দোষ কুড়িয়ে নিয়ে নিজে কলঙ্কিত হওয়া আর, পরের সুখ্যাতি করা অভ্যাসে নিজের স্বভাব অজ্ঞাতসারে ভালো হয়ে পড়ে। তাই বলে কোনো স্বার্থবুদ্ধি নিয়ে অন্যের সুখ্যাতি করতে নেই। সে তো তোষামোদ। সেক্ষেত্রে মন ও মুখ প্রায়ই এক থাকে না। সেটা কিন্তু বড়ই খারাপ

ঠাকুর বলতেন ....

সেদিন যখন ঠাকুরের আশ্রমে গিরিডিতে গিয়েছিলাম, আশ্রমের পরিবেশেই মনটা ভরে গিয়েছিল। কারণ এত শান্ত সেই পরিবেশ কি বলব। তখনই যেন বেশ কিছু বাচ্চা চিৎকার করতে করতে সেখানে এসে জড়ো হল। একজন বৃদ্ধ বয়সের লোক তাদের ডেকে বলল, বাবা তোমরা শান্ত হও। কিন্তু বাচ্চারা তাতে মোটেই শান্ত হয়নি। উল্টে আরো চিৎকার করতে করতে পাশের মাঠটায় চলে গেল। সেদিনের সেই বয়স্ক লোকটার কথা আজও মনে পড়ে। গোটা আশ্রমটাই জঙ্গলে মোড়া। চারিদিকেই জঙ্গল। গল্প শোনা গিয়েছিল, এখানে মাওবাদীদের দর আসে। তবে এখন আর আসে না।

স্বামী বিবেকানন্দের একটি বাল্যকল্পনা ছিল, বড় হইয়া নিজহস্তে ঘোড়ার গাড়ি চালাইবেন

'বিশেষ প্রতিবেদক

স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বনাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। কলকাতার সিমুলিয়া পল্লির এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ-পরিবারে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি প্রত্যুষে তিনি ভূমিষ্ঠ হন। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত হাইকোর্টের অ্যাটর্নি ছিলেন। এই কার্যে তিনি প্রচুর অর্থোপার্জন করিতেন, ব্যয়ও করিতেন অকাতরে। বহু দু ঃস্থ আত্মীয় তাঁহার অর্থে প্রতিপালিত হইত। গাড়ি-ঘোড়া, দাস-দাসী লইয়া থাকিতেনও খুব জাঁকজমক করিয়া। নিত্য পলান্নভোজন এই পরিবারের বৈশিষ্ট্য ছিল। সংসারে তখনকার দিনে মাসে প্রায় এক হাজার টাকা ব্যয় হইত। হিন্দুধর্ম অপেক্ষা খ্রিস্টধর্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগ বেশি ছিল যিশুর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছিল, নিত্য বাইবেল পাঠ করিতেন। হাফেজের বয়েতগুলিও পড়িতেন। তাছাড়া ধর্মসংক্রান্ত আর কোনো কিছু লইয়া বিশেষ মাথা ঘামাইতেন না। নরেন্দ্রনাথের পিতামহ দুর্গাচরণ দত্ত কিন্তু খুব হিন্দু। স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মানুরাগী ছিলেন। একমাত্র পুত্র বিশ্বনাথ দত্তের জন্মের পর পঁচিশ বসর বয়সে তিনি ভগবানলাভের জন্য চিরতরে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। নরেন্দনাথের মাতা ভুবনেশ্বরীও দেবদেবী-ভক্তিপরায়ণা ছিলেন। লেখাপড়া কিছু জানিতেন, রামায়ণ-মহাভারত পাঠ করিতে পারিতেন। খুবই বুদ্ধিমতী ছিলেন তিনি। নরেন্দ্রনাথের পিতামাতা উভয়েই সঙ্গীতে অনুরাগী ছিলেন, নিজেরাও কিছু কিছু গাহিতে পারিতেন।নরেন্দ্রনাথের জন্মের পূর্বে ভুবনেশ্বরী একটি পুত্র এবং চারিটি কন্যা লাভ করিলেও তাহাদের ভিতর দুইটি কন্যা মাত্র জীবিত ছিল। তাই সেই সময় ভুবনেশ্বরী পুত্রকামনায় প্রত্যহ শিবের আরাধনা করিতেন। কাশীতে একজন আত্মীয়াকে নিত্য বীরেশ্বর শিবের পূজা দিতে বলিয়ছিলেন। ইহার পরই নরেন্দনাথের জন্ম হয়। বীরেশ্বর শিবের প্রসাদে পুত্রলাভ করিয়াছেন, এই বিশ্বাসে ভুবনেশ্বরী পুত্রের নাম রাখিলেন বীরেশ্বর পরে অন্নপ্রাশনের সময় তাহার নামকরণ হয় নরেন্দ্রনাথ। তবে বাড়িতে বীরেশ্বরের অপভ্রংশ 'বিলে' নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন। নরেন্দ্রনাথের জন্মের পর ভুবনেশ্বরী আরও চারিটি সন্তানকে-দুইটি পুত্র ও দুইটি কন্যাকে কোলে পাইয়ছিলেন। ছেলেবেলায় নরেন্দ্রনাথ খুবই দুরন্ত ছিলেন। যখন রাগিয়া যাইতেন, ঘরের জিনিসপত্র ভাঙিয়া চুরমার করিয়া ফেলিতেন। ভয় দেখাইয়া বা শাসন করিয়া কিছুতেই তাঁহাকে থামানো যাইত না। মাতা ভুবনেশ্বরী তাঁহাকে শান্ত করিবার একটি অদ্ভুত উপায় আবিস্কার করিয়াছিলেন। তখন কয়েক কলস জল 'শিব' 'শিব' বলিতে বলিতে তাঁহার মাথায় ঢালিয়া দিতেন। ইহাতে অদ্ভুত ফল হইত, বালক একেবারে শান্তমূর্তি ধারণ করিত। কখনো বা ভয় দেখাইতেন, যদি এরূপ দুরন্তপনা কর, তবে শিব আর তোমাকে কৈলাসে যাইতে দিবেন না। তাহাতেও ফল হইত। দুরন্তপনার বাড়াবাড়ি দেখিয়া হাসিয়া ভুবনেশ্বরী বলিতেন, শিবের কাছে পুত্র বর চাহিয়াছিলাম, তা শিব নিজে না আসিয়া তাঁহার একটি ভূতকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। বাল্যকালের বহু ঘটনায় নরেন্দ্রনাথের সাহস, প্রত্যুপন্নমতিত্ব, বন্ধুপ্রীতি ও হৃদয়বত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। ভয় কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেনই না। একজন প্রতিবেশীর প্রাঙ্গণস্থ চাঁপাগাছের ডালে বন্ধুদের লইয়া লম্ফঝম্প করা তাঁহার একটি প্রিয় খেলা ছিল। গাছের ডালে পা আটকাইয়া হাত ছাড়িয়া দিয়া মাথা নিচের দিকে করিয়া ঝুলিয়া থাকিতে তিনি ভালোবাসিতেন। প্রতিবেশীটি দেখিলেন, বেশিদিন এইভাবে খেলা চলিলে গাছটির অবস্থা কাহিল হইবে। ধমকানি দিয়া যে নরেন্দনাথকে নিরস্ত করা যাইবে না, তাহা তিনি জানিতেন। তাই একদিন ভয় দেখাইলেন যে, ঐ গাছে ব্রহ্মদৈত্য আছে, গাছে কেহ উঠিলে তাহার ঘাড় মটকাইয়া রক্ত খাইবে। ইহাতেই খেলা বন্ধ হইবে ভাবিয়া নিশ্চিত হইয়া তিনি চলিয়া গেলেন। পরক্ষণেই নরেন্দ্রনাথ আবার গাছে উঠিলেন। সঙ্গীরা ভীষণ ভয় পাইলে বলিলেন, কেহ কিছু বলিলেই তাহা বিশ্বাস করিতে হইবে নাকি? ব্রহ্মাদৈত্য যদি সত্যই থাকিত, তাহা হইলে অনেক আগেই তো আমার ঘাড় মটকাইয়া দিত। সাত-আট বসর বয়সের সময় বন্ধুদের সঙ্গে নৌকা করিয়া একবার তিনি মেটিয়াবুরুজে পশুশালা দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় একজন বালক নৌকায় বমি করিয়া ফেলে। তাহা লইয়া মাঝিদের সহিত বচসা বাধিয়া ক্রমে অবস্থা এতদূর গড়ায় যে মাঝিরা দল বাঁধিয়া বালকদের প্রহার করিতে উদ্যত হয়। চাঁদপাল ঘাটে ঘটনাটি ঘটিয়াছিল। পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হইতেছে দেখিয়া বালক নরেন্দ্রনাথ এক ফাঁকে নৌকা হইতে নামিয়া পড়িলেন দুই জন ইংরেজ-সৈনিক ভ্রমণে বাহির হইয়া সেই দিকে যাইতেছিলেন তাঁহাদের এক জনের হাত ধরিয়া ঘটনাস্থলে লইয়া আসিয়া সেই যাত্রায় তিনি বন্ধুদের রক্ষা করিয়াছিলেন। তখনকার দিনে বালক তো দূরের কথা, বয়স্ক

লোকেরাও ইংরেজ-সৈনিকের নিকট যাইতে ভরসা পাইত না। নরেন্দ্রনাথের বয়স যখন দশ-বারো বসর, তখন কলকাতার গঙ্গায় 'সিরাপিস্' নামে একখানি রণতরি আসিয়াছিল এবং অনুমতি লইয়া সাধারণকে উহা দেখিতে দেওয়া হইতেছিল। দলবল লইয়া নরেন্দ্রনাথ আবেদনপত্র মঞ্জুর করাইয়া আনিতে গেলেন, কিন্তু বালক বলিয়া দরোয়ান অফিসে প্রবেশ করিতে দিল না। ধরা পড়িলে দুর্ভোগ আছে জানিয়াও নরেন্দ্রনাথ পিছনের সিড়ি দিয়া তেতলায় উঠিয়া সাহেবের ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং ঘরের ভিতর দিয়া বারান্দায় আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে অনুমতিপত্র সই করাইয়া লইলেন। বুক ফুলাইয়া সদর ফটক দিয়া বাহির হইবার সময় বিস্মিত দরোয়ান জিজ্ঞাসা করিল, তুমি উপরে যাইলে কেমন করিয়া? নরেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন, আমি জাদু জানি।একবার পাড়ার খেলার মাঠে নরেন্দনাথ বন্ধুদের লইয়া একটি দোলনার কাঠ উঠাইতেছেন। খুব ভারী বলিয়া সকলে মিলিয়াও কাঠটি উঠাইতে পারিতেছেন না দেখিয়া একজন পথচারী ইংরেজ নাবিক বালকদের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। উঠাইবার সময় কাঠখানি হঠাৎ পড়িয়া যাওয়ায় নাবিকের মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লাগে। নাবিকটি অজ্ঞান হইয়া যান, ক্ষতস্থান হইতে প্রচুর রক্তপাত হইতে থাকে। দেখিয়া বালকের দল এবং রাস্তায় দাঁড়াইয়া যেসব বয়স্ক লোক মজা দেখিতেছিলেন, সকলেই সরিয়া পড়িলেন। নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার দুই-একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ভয় পান নাই, কর্তব্যে অবহেলা করিয়া পালাইয়া যান নাই। নরেন্দ্রনাথ নাবিকটির মাথায় পটি বাঁধিয়া মুখে জল দিয়া, বাতাস করিয়া তাঁহার জ্ঞান ফিরাইয়া আনেন এবং বন্ধুদের সহায়তায় তাঁহাকে নিকটবর্তী 'মেট্রোপলিটন' স্কুলে লইয়া যাইয়া ডাক্তার ডাকিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। সুচিকিৎসায় ও নরেন্দনাথের সেবায় কয়েকদিনের মধ্যে নাবিকটি সুস্থ হইয়া উঠিলেন। বাল্যকালে নরেন্দনাথ একবার নিজের জীবনাশঙ্কার প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন হইয়া একজন বন্ধুকে ঘোড়ার গাড়ি চাপা পড়িবার বিপদ হইতে বাঁচাইয়াছিলেন। শিশুকাল হইতেই পরের দু ঃখে তাঁহার হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিত। প্রার্থী হইয়া কেহ আসিলে যাহা সম্মুখে পাইতেন তাহাই দিয়া দিতেন। টের পাইলে পরে পয়সা দিয়া সেইগুলি তাহাদের নিকট হইতে ছাড়াইয়া আনা হইত। এইরূপ ছেলেকে লইয়া সংসার করা দায়। মা একদিন বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে দোতলার একটি ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও নিস্তার পান নাই। নরেন্দ্রনাথ সেখান হইতে রাস্তায় একজন প্রার্থীকে দেখিয়া আলমারি খুলিয়া মায়ের একখানি মূল্যবান বস্ত্র বাহির করিলেন এবং জানালা গলাইয়া তাহার নিকট ফেলিয়া দিলেন। দীনদু ঃখীর প্রতি এই সমবেদনার বীজই অঙ্কুরিত ও বর্ধিত হইয়া পরজীবনে তাঁহাকে নির্যাতিত, অবহেলিত, দু ঃস্থ জনগণের জন্য কাঁদাইয়া তুলিয়াছিল, মানবকল্যাণ-যজ্ঞের বেদিতলে জীবনের সর্বস্ব আহুতি দিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল।তিনি নেতা হইয়াই জন্মিয়াছিলেন। খেলাধুলা প্রভৃতি সর্ববিষয়েই তিনি বন্ধুদের মধ্যে নেতার আসন গ্রহণ করিতেন বন্ধুরা সানন্দে তাঁহার নেতৃত্ব মানিয়া লইত। তাঁহার একটি প্রিয় খেলা ছিল রাজদরবার বসানো। এই খেলায় সবসময় তিনি রাজা সাজিতেন।বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মনের তেজস্বিতার ও স্বাধীন চিন্তার পরিচয় পাওয়া যাইত। স্কুলে একবার একজন শিক্ষক ভুল বুঝিয়া বিনা দোষে নির্মমভাবে তাঁহার কান মলিয়া দিতে থাকিলে শেষে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, আপনার কী অধিকার আছে এইরূপ করিবার? প্রথম কিছুদিন ইংরেজি ভাষা শিখিতেই চাহেন নাই-বাড়িতে আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলেন, বিদেশির ভাষা শিখিব কেন? ব্রাহ্মাক্ষ্মণ প্রভৃতি জাতির জন্য বৈঠকখানায় বিভিন্ন হুঁকা দেখিয়া প্রশ্ন করিয়া যখন জানিতে পারেন যে, একজাতির লোকের খাওয়া হুঁকায় অন্যজাতির কেহ তামাক খাইলে তাহার জাতি নষ্ট হয়, তখন একদিন লুকাইয়া প্রত্যেকটি হুঁকা পরপর টানিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন জাতি যায় কি না এবং যাইলে কীভাবে যায়। পিতা বিশ্বনাথ দত্তও স্বাধীন প্রকৃতির ছিলেন। সেইজন্য ধমকাইয়া বা ভয় দেখাইয়া পুত্রের স্বাধীন চিন্তার পথে কখনো বাধা দিতেন না, সস্নেহে কারণ দেখাইয়া সব জিনিসের দোষগুণ বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেন। নরেন্দনাথ দৈবীসম্পদ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যেই বয়সে শিশুরা হালকা খেলাধুলা ছাড়া অন্য কিছু বুঝে না, সেই সময় তিনি 'ধ্যানকরা' খেলিতে ভালোবাসিতেন সঙ্গীদের লইয়া নিমীলিতনেত্রে একস্থানে দীর্ঘকাল স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতেন। কখনো কখনো কিছুক্ষণ পরে চোখ মেলিয়া দেখিতেন, মাথা হইতে জটা নামিয়া মাটিতে প্রবেশ করিতেছে কি না। কারণ শুনিয়াছিলেন যে, ধ্যানকালে প্রাচীনযুগের মুনিঋষিদের এরূপ হইত। রামসীতার পুণ্যচরিত শুনিয়া শ্রদ্ধান্বিত হইয়া রামসীতার একটি ছোট মূর্তি আনিয়া চিলেকোঠার কুলুঙ্গিতে রাখিয়া দিয়াছিলেন। এইটিই তাঁহার ছেলেবেলার 'ঠাকুরঘর' বা 'ধ্যানঘর' ছিল। পরে একদিন শুনিলেন যে বিবাহ করা খুব খারাপ কাজ। শুনিয়া রামসীতার মূর্তিটি সরাইয়া সেখানে ধ্যানমগ্ন শিবের মূর্তি স্থাপন করিলেন। খেলা হইলেও 'ধ্যানকরা' খেলিবার সময় মধ্যে মধ্যে তাঁহার মন সত্যসত্যই তন্ময় হইয়া যাইত, বাহিরের কোনো বিষয়ে তাঁহার হুঁশ থাকিত না। একবার সঙ্গীদের লইয়া এইভাবে 'ধ্যান' করিতেছেন, এমন সময় একটি বিষধর সর্প সেখানে আসিয়া পড়ে। বন্ধুরা ভয়ে স্থান ত্যাগ করিয়া পলাইয়া যায় এবং চলিয়া আসিবার জন্য নরেন্দনাথকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে থাকে। নিমীলিতনেত্র নিশ্চল বালক কিন্তু কিছুই শুনিতে পায় নাই, এই ঘটনার কিছুই জানিতে পারে নাই। অবশ্য সৌভাগ্যক্রমে সপটি বালকের কোনো অনিষ্ট না করিয়া চলিয়া যায়। আর একবার একটি বন্ধ ঘরে তাঁহার এই 'ধ্যানকরা' খেলা এত দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল যে, বাড়িতে দেখিতে না পাইয়া পাড়ায় তাঁহার অনুসন্ধান চলে শেষে সেই ঘরের দরজা ভাঙিয়া দেখা গেল, তখনো তিনি 'ধ্যানস্থ' রহিয়াছেন।তাঁহার একটি বাল্যকল্পনা ছিল, বড় হইয়া নিজহস্তে ঘোড়ার গাড়ি চালাইবেন। সেইজন্য বহুদিন বাড়ির কোচোয়ানই ছিল তাঁহার অন্তরঙ্গ উপদেষ্টা। নিজের হাতে বল্গা ধরিয়া নিজের বাঞ্ছিত পথে রথ চালাইয়া যাওয়ার এই বাল্যকল্পনা পৌরুষ ও 'অভীঃ' মন্ত্রের মূর্তবিগ্রহ নরেন্দ্রনাথের পক্ষে স্বাভাবিক। অসীম ইচ্ছাশক্তির অধিকারী নরেন্দনাথ জীবনে কখনো কোনো মানসিক দুর্বলতার কাছে নতিস্বীকার করেন নাই, লোকে কী বলিবে না বলিবে তাহা লইয়া কখনো মাথা ঘামান নাই জীবনে যখন যেই পথ সত্য বলিয়া নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছেন, পারিপার্শ্বিক সবকিছু অগ্রাহ্য করিয়া 'রশ্মি পাকড়ি আপনার করে, বিঘ্নবিপদ লঙ্ঘন করে' সেই পথের উপর দিয়াই জীবনের রথ দুর্দমবেগে চালাইয়া গিয়াছেন এবং লক্ষ্যে পৌঁছিবার আগে কখনো থামেন নাই।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময়ের কথা

রবীন্দ্রনাথের কবিমন কখনো প্রত্যক্ষ ভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেননি, কিন্তু দেশের ও জাতীর সঙ্কটে নিজেকে দূরেও রাখতে পারেননি

সম্বুদ্ধ দত্ত

রবীন্দ্রনাথের কবিমন কখনো সেই অর্থে প্রত্যক্ষ ভাবে রাজনীতিতে যেমন অংশ গ্রহণ করেননি তেমনি দেশের ও জাতীর সঙ্কটে নিজেকে রাজনীতির বৃত্ত থেকে দূরেও রাখতে পারেননি। তাঁর প্রমান আমরা দেখেছি ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল জালিনওয়ালানবাগ হত্যা কান্ডের প্রতিবাদ স্বরুপ নাইট উপাধি পরিত্যাগ থেকে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে। তবুও এই আন্দোলনেও রবীন্দ্রনাথ ধরা দিয়েছে সতন্ত্রভাবে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় রবীন্দ্রনাথকে দেখা গেল সম্পুর্ণ অন্য রূপে। বাংলা ও দেশের এই চরম দুর্দিনে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনে নিজেকে ভাসিয়ে দিলেন। তখন সারাদেশে বিদেশী পন্য বর্জনের হিরিক পরে গেছে। ইতিমধ্যে ৭ই আগষ্ট বিদেশি পন্য বর্জনের আনুষ্ঠানিক ঘোষনা হয়েছে। বাংলার কবি ও সাহিত্যিকরা তাঁদের গানে, কবিতায় এবং গল্পে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শুরু করলেন। রবীন্দ্রনাথও আন্দোলনের অস্ত্র হিসাবে কলম তুলে নিলেন। একের পর এক গান রচনা ও সুর সৃষ্টি করে চললেন। যে গানগুলো সর্ব সাধারণের জাতীয. চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন, বিধির বিধান কাটবে তুমি,এমন শক্তিমান। তুমি কি এমন শক্তিমান আমাদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে এমন অভিমান, তোমাদের এমন অভিমান। বঙ্গভঙ্গ কার্যকরের জন্য ১৬ই অক্টোবর ব্রিটিশ সরকার সরকারি ভাবে ঘোষনা করল। এই ঘোষনা রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত ও অস্থির করে তোলে। তিন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে এক বিশাল প্রতিবাদি শোভাযাত্রার আয়োজন করলেন। রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে কবিগৃহ ঠাকুরবাড়ি থেকে শোভাযাত্রা এগিয়ে চলল। গন্তব্য জগন্নাথঘাট। সেদিনের সেই শোভাযাত্রার বার্তা ছড়িয়ে পরল দুরদুরান্তে । মানুষের ঢল নেমে এল রাজপথে। রাজপথের দুধারে কেবল মানুষ আর মানুষ। মিছিলে অংশ গ্রহণকারী অবনীন্দ্রনাথের কথায়,- আমরা সবাই রওনা হলুম গঙ্গা স্নানের উদ্দেশ্যে। রাস্তার দু'ধারে বাড়ির ছাদ থেকে আরম্ভ করে ফুটপাতে অবধি, বহু মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে। মেয়েরা খই ছড়াচ্ছে, শঙ্খ বাজাচ্ছে। এমন পরিবেশের মহা ধুমধামে শোভাযাত্রা এগিয়ে চলল। সে এক ভয়ানক উন্মাদনা। দিনুও সঙ্গে ছিল। বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল, পুন্য হউক পুন্য হউক হে ভগবান। গাইতে গাইতে শোভাযাত্রার সঙ্গে সবাই গঙ্গার দিকে এগিয়ে চলল। জগন্নাথঘাট সকাল থেকেই লোকে লোকারন্য। রবিকাকাকে দেখার জন্য আমাদের চারিদিকে তখন ভিড় জমে গেছে। স্নান সারা হল। সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল একগাদা রাখী, আমরা সবাই সবাইকে রাখী পরালুম।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই তখন সবাইকে রাখী পরাতে ব্যস্ত। হাতের কাছে যাকে পাচ্ছেন তাঁর হাতেই রাখী পরিয়ে দিচ্ছেন। আবাল বৃদ্ধ বনিতা কেউ বাদ নেই। ধর্মের শিকল ছিন্ন করে উপস্থিত সকল ধর্মের মানুষদের হাতে রাখী বেঁধে চললেন। রাস্তায় কয়েকজন সহিসের দেখা পেলে তাঁদের হাতেও রাখী বেঁধে দেওয়া হল ।

অবনীন্দ্রনাথের ভয় ছিল ঐ সহিসদের মধ্যে যদি কেউ মুসলমান থাকে তাহলে তো মহা

বিপদ। সে যদি আপত্তি এবং প্রতিবাদ করে। যদিও বাস্তবে তেমন ঘটনা ঘটে নি। এই ভাবে চলতে চলতে একসময় শোভাযাত্রা চিপুর রোডে চলে এল। এখানে শোভাযাত্রা বড় মসজিদের কাছে পৌঁছতেই রবীন্দ্রনাথ ঠিক করলেন মসজিদের ভিতরে ঢুকে মৌলবীদের হাতে রাখী বেঁধে ভাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করবেন। কারণ ভবিষ্যদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ জানতেন এ আন্দোলন কোন ধর্মের, বর্ণের, বা সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকলে তা কখনও সার্থক হতে পারবে না। তিনি রাখিবন্ধনের মাধ্যমে এই আন্দোলনকে জাতীয় পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ কিন্তু রবিকাকার সেদিনের কান্ড দেখে ভীষন ভীতসন্ত্রস্ত হযে.পরেছিলেন । অবনীঃদ্রনাথের ভয.ছিল মসজিদের ভিতরে ঢুকে রবিকাকা মৌলবীদের হাতে রাখী পরাতে গেলে কোন রক্তারক্তি কান্ড না ঘটে যায়। ভীত অবনীন্দ্রনাথ শোভাযাত্রার সঙ্গে চলতে চলতে একেবারে নিঃশব্দে সকলের অলক্ষ্যে একটা ছাতার মধ্যে নিজেকে আড়াল করে নিলেন। রবীন্দ্রনাথও ব্যাপারটা খেয়াল করেননি। রবীন্দ্রনাথ সটান ঢুকে পরলেন মসজিদের মধ্যে। তাঁর সঙ্গে ছিল দিনু, সুরেন, আরো বেশকিছু লোক। অবনীঃদ্রনাথের আশঙ্কা অচিরেই ভ্রান্ত প্রমান হল । রবীন্দ্রনাথ তাঁর রাখিবন্ধনপর্ব সফলভাবে সম্পুর্ন করে মসজিদ থেকে বেড়িয়ে এলেন।

রাখিবন্ধনের মধ্যে দিযে. স্বদেশী আন্দোলনের যে সলতে পাকানো হল তার তাঁর প্রভাব পরল সুদূর প্রসারী। ক্ষিপ্ত ব্রিটিশ সরকার স্বদেশী আন্দোলনকে বাগে আনতে নানাভাবে চেষ্টা করল। শিক্ষাক্ষেত্রও এর বাইরে রইল না । সরকার লিখিত ফরমান জারি করল। ছাত্রছাত্রীদের স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা চলবে না। এই ফরমান কিন্তু বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছিল। ব্রিটিশ সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দেশের নেতারা শিক্ষাকে সরকারের কবজা থেকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হল । এবং স্বাধীন জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল প্রতিষ্ঠা হল ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন। অরবিন্দ ঘোষ অধ্যক্ষের ভার তুলে নিলেন। সালটা ছিল ১৯০৬ সালের ১৫ ই আগস্ট। এই 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন ' যা আজ বাংলা এবং দেশের গর্ব যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে আমরা এই স্বদেশী আন্দোলনকে কিন্তু সেভাবে সফল হতে দেখিনি। এবং রবীন্দ্রনাথও এই আন্দোলনের থেকে ক্রমে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। মতাদর্শের দিক থেকে দেশের রাজনৈতিক নেতাদের কর্মপদ্ধতির সঙ্গে তাঁর ঠিক মতাদর্শের মিল হচ্ছিল না। নেতাদের দ্বারা আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি যেদিকে এগিয়ে চলল তা রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতাদর্শের পরিপন্থী হয়ে উঠেছিল। দেশের নেতাদের দ্বারা সভা, সমিতি, মিছিল এবং বিদেশি পন্য বর্জনের মাধ্যমে আন্দোলন চরম আকার, কিছু ক্ষেত্রে উগ্র আকার ধারণ করেছিল । রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন স্থির সংকল্পের সাংগঠনিক মানুষ। আন্দোলনের এই ধারা রবীন্দ্রনাথের মোটেই মনঃপুত ছিল না । রবীন্দ্রনাথের অমর সৃষ্টি 'ঘরে বাইরে'এর সন্দীপের কিছু সংলাপের মাধ্যমে দিয়ে তাঁর প্রতিফলন দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথের মতে এমন আন্দোলন কিছু কালের জন্য সাধারণের মধ্যে উত্তেজনা ও উন্মাদনা সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী নয় । যে কোন আন্দোলনের চিরস্থায়ী সাফল্যের জন্য মনেকে গড়ে তুলতে হয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে আন্দোলন আর এক অর্থ হল সাধনা। সুতরাং তিনি মনে করতেন দেশ স্বাধীন করতে হলে দীর্ঘ সাধনার প্রয়োজন । এ সাধনার সূচনা করতে হবে একেবারে সমাজের প্রান্তিক স্তর থেকে। একেবারে প্রত্যন্ত গ্রাম এবং পল্লী থেকে দেশকে গড়ে তুলতে হবে। পল্লী সমিতি গড়ে গ্রামের মানুষকে একত্রিত এবং সঙ্গবদ্ধ করতে হবে। মানুষকে সমবায়ের আওতায় এনে স্বাবলম্বী করতে হবে । গ্রাম ও পল্লী সমাজ কৃষি ও শিল্পে সাবলম্বী হলে তবেই ষবাইরের মানুষের পরানো শৃঙ্খল একসময় নিজে থেকেই ছিন্ন হয়ে যাবে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মতো এমন চিন্তাশীল মানুষের পক্ষে উগ্র বর্জনীয় আন্দোলন ভালো না লাগাই স্বাভাবিক ছিল। তাই তিনি ধীরে ধীরে নিজেকে আন্দোলন থেকে বিযুক্ত করে আবার মানুষ গড়ায় আত্মনিয়োগ করলেন তাঁর স্বপ্নের শান্তিনিকেতনে।

রেলওয়ের অপারেশনাল পারফরম্যান্স এবং বিকাশ নীতির ওপর পর্যালোচনা

মালিগাওঁ, ১৬ এপ্রিল ঃ শ্রী কে. রবীন কুমার রেড্ডি, অতিরিক্ত সদস্য (ট্রাফিক), রেলওয়ে বোর্ড, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পরিদর্শন করেন এবং রেলওয়ের বরিষ্ঠ আধিকারিকদের সঙ্গে একটি ব্যাপক পর্যালোচনা বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। এই সময়কালে, শ্রী রেড্ডি অপারেটিং সূচক, জোনের সাফল্য এবং অর্থবর্ষ ২০২৫-২৬-এর জন্য কৌশলগত বিষয়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করেন। পর্যালোচনা বৈঠকে মালবাহী লোডিং, সময়ানুবর্তিতা, সুরক্ষা এবং রাজস্ব অর্জনের মতো মূল কর্ম প্রদর্শন প্যারামিটারগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শ্রী রেড্ডি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা প্রদর্শিত ক্রমাগত বৃদ্ধির প্রশংসা করেন, বিশেষ করে মালবাহী সেকটরে এবং লজিস্টিক সেক্টরের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে উদ্ভাবনী পন্থা এবং পরিকাঠামোগত উন্নতির দিকে ধ্যান দিতে এই রেলওয়ে টীমটিকে আহ্বান জানান। মালবাহী প্রদর্শনের পর্যালোচনায়, শ্রী রেড্ডি মার্চ ২০২৫-এ পণ্য যাতায়াতে একটি উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি উল্লেখ করেন। গত বছরের একই সময়ের তুলনায়, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে একাধিক শ্রেণিতে উল্লেখনীয় বৃদ্ধি রেকর্ড করেছে, যেমন সিমেন্ট লোডিং-এ ৯.৬ শতাংশ, ডলোমাইটে ৯.১ শতাংশ, সার লোডিং-এ ২৮.৬ শতাংশ এবং ৩৯ অন্যান্য ৩৯ শ্রেণিতে ৯.৬ শতাংশ বৃদ্ধি রেকর্ড করেছে। অতিরিক্তভাবে, নির্দিষ্ট সেক্টরে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে, আলু লোডিং-এ ৫৪.৫ শতাংশ, স্টোন চিপস-এ ৬১.৯ শতাংশ এবং বিভিন্ন পণ্যতে ৭.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত মোট, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অর্থবর্ষ ২০২৪-২৫-এর জন্য ১০.৬৮১ মিলিয়ন টন পরিমাণের মাল লোডিং-এর সাফল্য অর্জন করেছে যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৪.৩ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রভাবশালী বৃদ্ধি শুধু আঞ্চলিক অর্থনীতি এবং ভারতীয় রেলের সামগ্রিক রাজস্ব উভয়ই বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তার সফরের অংশ হিসেবে, শ্রী রেড্ডি আজারা রেলওয়ে স্টেশনের গুডস শেডও পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি স্থানীয় ব্যবসায়ী ও মালবাহী অংশীদারদের সঙ্গে বৈঠক করেন। এই মতবিনিময় খোলাখুলি বার্তালাপের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে, যা ব্যবসায়ীদের ফিডব্যাক শেয়ার করতে এবং মালবাহী পরিষেবা এবং লাস্ট-মাইল সংযোগে উন্নয়নের জন্য পরামর্শ প্রদানের অনুমতি দেয়। শ্রী রেড্ডি অংশগ্রহণকারীদের মালবাহী পরিকাঠামো বাড়ানো এবং বাধাহীন, দক্ষ পরিষেবা সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে আশ্বস্ত করেন। অবকাঠামোর দিকে নজর রেখে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে লাভবান এবং অপারেশনাল প্রক্রিয়াগুলিকে উন্নত করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে, যাতে মাল পরিবহনে বহনক্ষম অগ্রগতি নিশ্চিত হয়, পরিষেবার নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তার অবদান অব্যাহত রাখতে পারে।

শ্বশুরবাড়িতে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু জামাইয়ের ঃখুনের অভিযোগ পরিবারের

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৬ এপ্রিল ঃ শ্বশুরবাড়িতে জামাইয়ের মৃত্যু। ঘটনাটি ঘটেছে খণ্ডঘোষ থানার জুবিলা গ্রামে। মৃতের নাম অভিজিত বাগদি (৩০) বাড়ি বাঁকুড়ার শাসপুরে। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বছর দশেক আগে খণ্ডঘোষ থানার জুবিলা গ্রামের বাসিন্দা মিতা বাগদি'র সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল বাঁকুড়ার শাসপুরের বাসিন্দা অভিজিত বাগদি'র। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, মাস তিনেক আগে স্ত্রীর অসুস্থতার জন্য অভিজিত শ্বশুর বাড়িতে বসবাস করতো। সেখান থেকেই রাইস মিলে কাজ করে স্ত্রী'র চিকিৎসা করাচ্ছিলো সে। গ্রামেই চড়ক মেলায় নাচ করা নিয়ে অভিজিত-এর অশান্তি হয়। অভিযোগ অশান্তির জেরে অভিজিত-এর খাওয়া দাওয়া বন্ধ করার পাশাপাশি তাকে মারধর করে শ্বশুরবাড়ির লোকজন। এরপরই মঙ্গলবার দুপুরে শ্বশুরবাড়ি থেকে অভিজিত- এর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে। মৃতের বাবা সুজিত বাগদী ও জামাইবাবু সুশীল হেঁশ-এর অভিযোগ,অভিজিত- কে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে বুধবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিকেলে পাঠিয়েছে।

নদীয়ার শতাব্দী প্রাচীন ময়ূরপঙ্খী-র শোভাযাত্রা আজও সমাদৃত

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১৬ এপ্রিল ঃ বাঙালির যেমন বারো মাসে তেরো পার্বন লেগে থাকে, তেমনই নদীয়ায় দেখা মেলে বিভিন্ন এলাকায় বহু ব্যতিক্রমি উৎসব অনুষ্ঠান। তেমনই নদীয়ার রানাঘাটের এক ব্যতিক্রমি অনুষ্ঠান হলো ময়ূরপঙ্খী-র শোভাযাত্রা। শতাব্দী প্রাচীন এই অনুষ্ঠান হলেও সকলের কাছে আজও সমান ভাবেই সমাদৃত এই অনুষ্ঠান। জানা যায় বাংলা নব বর্ষের রাতে অনুষ্ঠিত হয় এই শতাব্দী প্রাচীন ময়ূরপঙ্খী- এর শোভাযাত্রা। যা দেখতে রানাঘাট শহরের রাস্তায় নামে মানুষের ঢল। জনশ্রুতি আছে আনুমানিক প্রায় ৩০০ বছরের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহি এই ময়ূরপঙ্খী শোভাযাত্রা। কথিত আছে মূলতঃ রানাঘাট ও তার পার্শবর্তী এলাকার গোয়ালা সম্প্রদায়ের মানুষজন রানাঘাটের তৎকালীন জমিদার পালচৌধুরী পরিবারকে সম্মান জানাতে শুরু হয়েছিল। কথিত আছে, রানাঘাটের জমিদার পালচৌধুরী পরিবারের সুরক্ষার দায়িত্বে থাকা ঘোষ সম্প্রদায় ও রানাঘাট এর গোয়ালা সম্প্রদায়ের মানুষজন নতুন বছরে মানুষকে বিনোদন মূলক মনরঞ্জন দিতে এই শোভাযাত্রার সূত্রপাত হয়েছিল। মূলতঃ শিব পার্বতীর পূজা ও গো মাতা ও গোয়াল পুজোর পর প্রত্যেক বছর ১ বৈশাখের রাতে রানাঘাট শহরে বের হয় এই শোভাযাত্রা। যার অন্যথা এবারও হয়নি। মঙ্গলবার রাতে রানাঘাট দক্ষিণপাড়া থেকে এই ঐতিহ্যবাহী শোভাযাত্রা শুরু হয়ে রানাঘাটের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে বুধবার আনুমানিক রাত ২ টো ৫০ নাগাদ দক্ষিণ পাড়াতে এসে শেষ হয়। আর রাতভর চলা এই শোভাযাত্রা দেখতে রাস্তায় নেমেছিল উৎসাহী মানুষের ভিড়।

কেন্দ্রীয় ওয়াকফ বিল সংশোধনের বিরুদ্ধে জনতার মিছিল নলহাটিতে

দুরন্ত বার্তা, নলহাটি, ১৬ এপ্রিল ঃ নলহাটির করিমপুর ইদগাহ ময়দানে হাজার বিশেক মানুষের শান্তি পূর্ণ জমায়েত। নলহাটি ইদগাহ কমিটির উদ্যোগে করিমপুর ইদগাহ ময়দানের এই বিশাল জনসভায় বিজেপি ছাড়া সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীরা যোগ দেন। এমনকি হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ ও যোগ দেন। এদিন ইদগাহ ময়দান কানায় কানায় ভরে যায়। নলহাটি সংলগ্ন বিভিন্ন গ্রাম থেকে কাতারে কাতারে মানুষ ওয়াকফ বিল আইন সংশোধনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। নলহাটি ইদগাহ কমিটির সভাপতি মুফতি মহম্মদ নুরুল হুদা এবং সেক্রেটারি হুমায়ুন কবির জানান, বুধবার ইদগাহ কমিটির উদ্যোগে ওয়াকফ আইন ২৫ এর বিরুদ্ধে বিজেপি ছাড়া সমস্ত রাজনৈতিক দলের এবং এমনকি হিন্দুরাও এই প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হন। দেশের সংবিধান রক্ষার তাগিদে অবিজেপি সমস্ত রাজনৈতিক দল এই বিশাল জনসভা করে এই নলহাটি করিমপুর ইদগাহ ময়দানে। হাজার হাজার মানুষ ওয়াকফ বিল প্রত্যাহারের দাবিতে সোচ্চার হয়ে নিজ নিজ এলাকায় মিছিল করেন মানুষ। সকলের সম্মিলিত দাবিতে উঠে আসে এক সুর- এই ওয়াকফ বিল সংশোধনী করে সংবিধান নিয়ে ছেলেখেলা করা যাবে না। এর আগে সম্প্রতি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে বলা হয় ওয়াকফ আন্দোলনকে বিপথে চালিত করতে কেউ কেউ হিংসার আশ্রয় নিচ্ছেন। তারা এই আন্দোলনের শত্রু। এদিন বিভিন্ন এলাকার মিছিল থেকে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে সংসদের ভিতরে ও বাইরে আন্দোলন চালানোর আবেদন জানানো হয়। যতদিন না এই আইন কৃষি আইনের মতো প্রত্যাহার না করা হয়, এই আন্দোলন জারি রাখার ঘোষণা করা হয়। সাংসদ, রাজপথ এবং আদালত এই তিনটি পথেই চলবে এই শান্তিপূর্ণ আন্দোলন। জনবিরোধী সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রসূত এই বিল সংশোধনী পাশ করে বিজেপির একতরফা আইন মুসলিম সমাজ মেনে নেবে না। যারা মানুষের ভোটে জনপ্রতিনিধিরা সংসদে যান তাদের এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সামিল হতে হবে। আমরা সরকারকে বলতে চাই, লড়াই আমাদের জারি থাকবে। জন বিরোধী কৃষি বিলের মতো এই সংশোধনী বিল প্রত্যাহার করতে সরকার বাধ্য হবে। ওয়াকফ সম্পত্তি হলো মসজিদ, ইদগাহ ও মাদ্রাসার জায়গা। এগুলো নিয়ে কেন্দ্র সরকারের কী কাজ আছে? জানি, পশ্চিমবঙ্গে কিছু হবে না। কিন্তু আমরা চাই ভারতবর্ষে কোথাও এই বিল লাগু না হয়। সব রাজ্যসরকার জোট বেঁধে এই বিলের বিরোধিতা করুক। আমরা লড়াইয়ে আছি। বাপ ঠাকুর্দার দানের সম্পত্তি আজ আল্লাহর সম্পত্তি তা বেদখল হতে দেব না। তাতে আমরা শহীদ হবো, তাও ভালো।

হরিহরপুরের গাজন মেলায় পিকনিকের আয়োজন

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৬ এপ্রিল ঃ নববর্ষের প্রথম দিন বাঁকুড়ার ওন্দা ব্লকের হরিহরপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত হল এক ব্যতিক্রমী গাজন মেলা। হরিহরনাথ শিব মন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এই গাজন মেলা একদিকে যেমন ভক্তিভাবে পরিপূর্ণ, তেমনই আনন্দমুখর পিকনিকের আমেজে ঘেরা। প্রতি বছরই বাংলা নববর্ষে এই গাজন মেলায় ভি। করেন বহু ভক্ত। খালি হাতে এসে মহাদেবের পুজো দিয়ে, মেলার দোকান থেকে সবজি, খাসি বা মুরগির মাংস, মাটির হাঁড়ি, কড়াই ইত্যাদি কিনে সেখানেই রান্না করে পিকনিকের মেজাজে মধ্যাহ্নভোজ সারেন ভক্তরা। রান্নার জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানিও মেলা প্রাঙ্গণে পাওয়া যায়। খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রাম নিয়ে বিকেলে গাজনের পরব ও মেলায় অংশ নেন সকলে। লোকপুর থেকে আসা অনন্ত শিকদার ও প্রভাত কর্মকার জানান, তাঁরা গত ৮-৯ বছর ধরে নিয়ম করে এই গাজনে অংশ নিচ্ছেন। ৩টি পরিবার মিলে পুজো দিয়ে, পাত্র কিনে রান্না করে খেয়ে, মেলা দেখে ফিরে যান। বাঁকুড়ার বিভিন্ন এলাকা থেকে বহু মানুষ এই গাজনে অংশ নিতে আসেন। হরিহরনাথ শিবের গাজন কমিটির সদস্যদের দাবি, এটি জেলার অন্যতম প্রাচীন গাজন মেলা। একটি লোককথা অনুসারে, প্রাচীনকালে তাম্বূলি সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি লক্ষ্য করেন, একটি গাভী প্রতিদিন একটি ঝোপে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে আসে। কৌতূহলবশত তিনি ঝোপে গিয়ে দেখতে পান, সেখানে একটি শিবলিঙ্গ আছে এবং গাভী তার মাথায় দুধ দিচ্ছে। এই অলৌকিক ঘটনার পরে সেখানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে মন্দির নির্মাণ করা হয়। প্রায় ৮০০ বছর ধরে এই পুজোর প্রচলন রয়েছে। স্থানীয় কুম্ভকার পাড়ার বাসিন্দারা জানান, এই গাজনকে কেন্দ্র করে প্রচুর পরিমাণে মাটির পাত্র বিক্রি হয়, যা তাদের রোজগারের অন্যতম উৎস। মেলায় বসে একাধিক মাংস বিক্রির দোকানও। এক বিক্রেতার কথায়, এই গাজন উপলক্ষে প্রচুর পরিমাণ খাসি ও মুরগির মাংস বিক্রি হয়। হরিহরপুরের এই গাজন মেলা বর্তমানে জেলার এক জনপ্রিয় ও ব্যতিক্রমী লোক উৎসবে পরিণত হয়েছে, যেখানে পুজো, পিকনিক ও মেলার আনন্দ এক সঙ্গে উপভোগ করেন ভক্তরা।

ঢেলে সাজানো হচ্ছে বর্ধমান হাসপাতালের জরুরী বিভাগ

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৬ এপ্রিল ঃ বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে জরুরি বিভাগের পরিকাঠামো ঢেলে সাজছে। জরুরি বিভাগেই তৈরি হচ্ছে সার্জারি, অস্থি, মেডিসিন এবং বক্ষ বিভাগের পর্যবেক্ষণ বিভাগ। সেখানে থাকবে ইসিজি এবং ভেন্টিলেশন শয্যার ব্যবস্থাও। অক্সিজেন পাইপ লাইনের কাজ শেষ হলে আগামী ১-২ মাস পরই এই বিভাগ চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে বর্ধমান হাসপাতালের। স্বাস্থ্যবিভাগের টাকায় এই কাজ হয়েছে। প্রকল্পের বাজেট প্রায় ২০ লক্ষ টাকা। বর্ধমান হাসপাতালে জরুরী বিভাগের উপর চাপ থাকে মারাত্মক। দুই বর্ধমান ছাড়াও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি জেলা থেকে এবং জাতীয় সড়কে আহতদেরও এই জরুরি বিভাগে আনা হয়। সঙ্গে সাধারণ চিকিৎসার জন্য প্রচুর মানুষ আসেন। এই পরিস্থিতিতে জরুরি বিভাগে বিশাল চাপ সৃষ্টি হয়। সেই কারণে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। জরুরি বিভাগের ডান দিকে শল্য এবং অস্থি বিভাগের পর্যবেক্ষণ ওয়ার্ড এবং ডান দিকে তৈরি হচ্ছে বক্ষ এবং মেডিসিন বিভাগের পর্যবেক্ষণ ওয়ার্ড। এই বিভাগে ২০-২২ টি করে শয্যা থাকবে। থাকবে ইসিজির ব্যবস্থা। এই ইসিজি ইউনিট ইতিমধ্যেই কাজ চালু হয়ে গিয়েছে। এখন থেকে জরুরি বিভাগে এলে তাকে আর হাসপাতালের নিউ বিল্ডিং গিয়ে ই সি জি করাতে হবে না। সঙ্গে থাকবে দুটি ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থাও। কর্তাদের দাবি, অনেক সময় সিসিইউ ফাঁকা থাকে না। কিন্তু জরুরি অনেক রোগীর ক্ষেত্রে সিসিইউ আবশ্যক হয়ে পড়ে। সেই পরিস্থিতির কারণে রোগীকে সাময়িকভাবে ভেন্টিলেশনে রেখে চিকিৎসা করানো হবে। কবে চালু হবে এই ওয়ার্ডগুলি? বর্ধমান হাসপাতালের সুপার তাপস ঘোষ বলেন, ওয়ার্ডের যাবতীয় কাজ শেষ। শুধুমাত্র অক্সিজেন সাপ্লাই লাইনের কাজ বাকি আছে। তার টেন্ডার প্রক্রিয়া চলছে। এই কাজ শেষ হলেই ওয়ার্ড চালু হবে।

মায়াপুর বেড়াতে যাওয়া নিয়ে মনোমালিন্য, আত্মঘাতী গৃহবধূ

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ১৬ এপ্রিল ঃ মায়াপুরে বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার পর বাড়ি ফিরে চাঞ্চল্যকর ঘটনা। শ্বশুরবাড়িতে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক গৃহবধূ। মৃত মহিলার নাম কাকলি ওরাও (২৩)। ঘটনাটি ঘটেছে নাদনঘাট থানার অন্তর্গত ভাতুরিয়া এলাকায়। বুধবার মৃতদেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয় কালনা মহকুমা হাসপাতালে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার কাকলির স্বামী কিছু বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে পড়েন। প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল, তারা শ্বশুরবাড়ি যাবেন। কিন্তু শেষমেশ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে তারা মায়াপুর বেড়াতে চলে যান। সেই খবর ফোনে স্ত্রী কাকলি জানতে পারেন। এরপরই তিনি স্বামীকে বাড়ি ফিরে আসার অনুরোধ জানান। তবে স্বামী তৎক্ষণাত বাড়ি ফিরে আসেননি। ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই পরিবারের লোকজন লক্ষ্য করেন, কাকলি ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছেন। বহুবার ডাকাডাকির পরও সাড়া না মেলায়, সন্দেহবশত দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে দেখা যায়, কাকলি গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন। মৃতার স্বামী জানিয়েছেন, মায়াপুর যাওয়া নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে কোনো রকম ঝগড়াঝাঁটি হয়নি। কেন এমন ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে তিনি সম্পূর্ণ অবগত নন। পুলিশ সূত্রে খবর, অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

ত্রিস্তর গ্রাম পঞ্চায়েত্ স্তরে সার্বিক কাজের গতি আনতে প্রশাসনিক বৈঠক করলো জেলা প্রশাসন। বুধবার রাজ্যের দুই মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন এবং তাজমুল হোসেনের উপস্থিতিতেই মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবনের কনফারেন্স রুমে এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া সহ গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরের পদস্থ কর্তা থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট ব্লকের বিডিওদের উপস্থিতিতে এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ স্তরে নানান উন্নয়নমূলক কাজের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে গ্রামীণ এলাকায় বিভিন্ন প্রকল্পে সার্বিক উন্নয়নমূলক কাজের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে এইসব বিষয় নিয়ে এদিন সংশ্লিষ্ট দপ্তর , ব্লক প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতামত বিনিময় করেন মন্ত্রী এবং জেলাশাসক।

ভারতের দীর্ঘতম পরিবহন টানেল ঋষিকেশের ৮ নম্বর টানেল - কর্ণপ্রয়াগ প্রকল্প

১৬ এপ্রিল ঃ আজ ভারতের দীর্ঘতম পরিবহন টানেল ঋষিকেশের ৮ নম্বর টানেল - কর্ণপ্রযাগ প্রকল্পের টানেল ব্রেকিং অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেছেন রেল, তথ্যপ্রযুক্তি ও প্রযুক্তি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী এবং স্থানীয় সাংসদ শ্রী অনিল বালোনো। ঋষিকেশ-করণপ্রযাগ রেল প্রকল্পে ১৪.৫৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ৮ নম্বর টানেলটি ভারতের দীর্ঘতম পরিবহন টানেল হতে চলেছে। বর্তমানে রেল টানেল - উধমপুর শ্রীনগর বারামুল্লা রেল লিঙ্ক (USBRL) এর কাটরা-বানিহাল অংশে খারি এবং সুম্বার স্টেশনের মধ্যে ১২.৭৫ কিলোমিটার রোড টানেল - ৯.০২ কিলোমিটার - অটল টানেলটি মানালি-লেহ হাইওযেতে দীর্ঘতম সড়ক টানেল হিসাবে বিবেচিত। প্রধান বৈশিষ্ট্য- ১২টি স্টেশন, ১৯টি প্রধান সেতু, ৩৮টি ছোট সেতু প্রকল্পের মোট দৈর্ঘ্য- ১২৫.২০ এর ৮৩ টানেল (১০৪ কিমি) ১৪.৭২ খোলা বাঁধ (১৮.৪ কিমি) ২.২১ গুরুত্বপূর্ণ সেতু (৩.০৭ কিমি) প্রধান টানেলের মোট দৈর্ঘ্য ১০৪ কিমি এবং টানেলের সংখ্যা ১৬ প্রকল্পের মোট টানেলের দৈর্ঘ্য ২১৩.৫৭ কিমি (১৬টি প্রধান টানেল ১০৪ কিমি, ১২টি এস্কেপ টানেল ৯৭.৭২ কিমি এবং ৭.০৫ কিমি ক্রস প্যাসেজ) দীর্ঘতম সুড়ঙ্গ- ১৪.৫৮ সেতুর দৈর্ঘ্য- আধা কিলোমিটার শ্রীনগর সেতু নং ০৯ সেতুর উচ্চতা ৪৬.৯ মিটার গাউচর সেতু ১৫ দীর্ঘতম স্প্যান সেতু- ১২৫ ডড দেবপ্রযাগ সেতু ০৬ টানেল ৬.০০ কিলোমিটারেরও বেশি দূরত্ব অতিক্রম করে, টানেলের মধ্যে সারিবদ্ধকরণ করা হয়েছে। ১৬টি টানেলকে ১০টি প্যাকেজে ভাগ করা হয়েছে। ডিডি এবং পিএমসি চুক্তি অনুসারে সমস্ত প্যাকেজের নকশা কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সকল টানেলের টানেলিংয়ের কাজ একযোগে শুরু হয়েছে। বর্তমান টানেলিংয়ের অগ্রগতি (প্রধান টানেল, এস্কেপ টানেল, অ্যাডিটস এবং ক্রস প্যাসেজ সহ) মোট ২১৩ কিলোমিটারের পরিধির বিপরীতে ১৯৫ কিলোমিটার। দীর্ঘ টানেলের প্রাথমিক সমাপ্তির সুবিধার্থে টানেল খননের অতিরিক্ত কাজের মুখ তৈরির জন্য বিভিন্ন টানেলের আটটি অ্যাডিট চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং মূল টানেলিংযের কাজ শুরুর আগেই সম্পন্ন করা হয়েছিল। টানেলিং এবং T-০৮ টানেল ২০১৪ সাল পর্যন্ত IR-এর মোট টানেলের দৈর্ঘ্য ছিল ১২৫ কিলোমিটার এবং ২০১৪ সাল থেকে টানেলিং সম্পন্ন হযেছে ৪৬৮.০৮ কিলোমিটার অর্থাৎ ৩.৭ বার। হিমালয় ভূতাত্ত্বিক ভূখণ্ডে টানেলিংয়ে এটি প্রথম সফল TBM ব্যবহার এবং IR-তে প্রথম। TBM একক ঢাল ৯.১১ মিটার খনন ব্যাস টানেলিং করেছে ১০.৪ কিলোমিটার TBM ৪.১১ কিলোমিটার টানেলিং করেছে। TBM চালু করার জন্য TBM পোর্টাল o1 থেকে প্রথম ৬০০ মিটার টন কাজ করেছিল। পোর্টাল ২ থেকে জনসু প্রান্ত TBM অবিরাম কাজ করছিল। ১. ভূতাত্ত্বিক স্থাপনা ঃগঠন- সুড়ঙ্গটি মূলত জৌনসার গ্রুপের চাঁদপুর স্তরসমষ্টি অতিক্রম করে। শিলা প্রকারঃ প্রধান শিলা একক হল চাঁদপুর ফিলাইট, যার মধ্যে রয়েছে - কোয়ার্জাইট শিলার আন্ত ঃসংযোগ সহ কোযার্জিক এবং শিস্টোজ ফিলাইট কোযার্জ শিরার উপস্থিতি। ২. শিলা ভরের বৈশিষ্ট্যঃ গঠন- খুব ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত এবং তলযুক্ত আবহাওয়া এবং শক্তিঃ সামান্য থেকে মাঝারি আবহাওয়াযুক্ত এবং মাঝারিভাবে দুর্বল থেকে মাঝারিভাবে শক্তিশালী শিলা ভর ভতাত্ত্বিক পরিবর্তনশীলতা- সুড়ঙ্গের সারিবদ্ধকরণ বরাবর শিলা ভরের অবস্থার উচ্চ পরিবর্তনশীলতা। ৩. তদন্তের সীমাবদ্ধতা- প্রবেশের অসুবিধা রুক্ষ হিমালয় ভূখণ্ডের কারণে প্রবেশাধিকার চ্যালেঞ্জিং, যার ফলে ভূতাত্ত্বিক তথ্য সীমিত। ভূতাত্ত্বিক তদন্ত প্রাথমিক বোরহোল- ৭টি, মোট দৈর্ঘ্য ১১৯৬ মি। অতিরিক্ত বোরহোল- ২টি, মোট দৈর্ঘ্য ১০৭৭ মিটার ৪. অতিরিক্ত বোঝা- সর্বোচ্চ অতিরিক্ত বোঝা- ৮০০ মিটার (প্রায় ১ কিলোমিটার), সর্বনিম্ন অতিরিক্ত বোঝা ৭০ মিটার ৫. টানেলের আচরণ- চাপা, খুব বেশি চাপা আচরণ প্রত্যাশিত, বিশেষ করে দুর্বল শিলা ভরের অবস্থা এবং গভীরতার কারণে গড় থেকে উচ্চ চাপা অবস্থা থেকে। TBM টানেল নির্মাণে মূল চ্যালেঞ্জ ১. ভূতাত্ত্বিক জটিলতা- দুর্বল থেকে মাঝারি এবং শক্ত শিলা পর্যন্ত বিভিন্ন ধরণের শিলা অবস্থার উপস্থিতি খনন এবং সহায়তার জন্য উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। টানেল রুটের প্রায় ২০ স্থলভাগে স্থলভাগের চাপ কমানোর জন্য, নির্ধারিত স্টপ ছাড়া নিরবচ্ছিন্ন TBM অপারেশন প্রয়োজন। মাঝারি থেকে উচ্চ ওভারবোর্ডেন এবং গভীরভাবে বসে থাকা ভূমিধসের ফলে বড় আকারের বিকৃতিনড়াচড়া হতে পারে। ২. TBM অপারেশন এবং সীমাবদ্ধতা- নির্মাণের সময় চলমান ভূতাত্ত্বিক এবং ভূ-ভৌত তদন্তের সাথে অবিরাম TBM অগ্রগতির প্রয়োজন। স্কুইজিং জোনে TBM আটকে যাওয়ার ঝুঁকি। TBM কে অনির্ধারিত স্টপেজ ছাড়াই কঠিন ভূখণ্ড এবং বিভিন্ন স্থলভাগের মধ্য দিয়ে চলাচল করতে হবে, যার জন্য উচ্চ সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতা এবং প্রতিক্রিয়াশীল সহায়তা প্রয়োজন। ৩. জল প্রবেশ- দুটি প্রধান অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য জল প্রবাহ চিহ্নিত করা হয়েছে, যার সর্বোচ্চ প্রবাহ হার ২০০০ লিটার প্রতি মিনিট, যা সরঞ্জাম, নিরাপত্তা এবং অগ্রগতির হারের জন্য ঝুঁকি তৈরি করে। নালাসের স্থানে সম্ভাব্য জলাবদ্ধতা। ৪. অন্যান্য চ্যালেঞ্জ- সরবরাহ ও পরিবহন বর্ষা মৌসুমের প্রভাব (যেমন, ভূমিধস, রাস্তা বন্ধ) এবং যাত্রা (তীর্থযাত্রা) মৌসুমের যানজটের কারণে জটিল ৩০ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক ধরে উপকরণ এবং অংশের ক্রমাগত পরিবহন উপকরণ এবং অংশ সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন থাকতে হবে, যা সরবরাহ শৃঙ্খলের নির্ভরযোগ্যতার উপর চাপ সৃষ্টি করবে। ব্যাকফিল গ্রাউটিং সিস্টেম- গ্রাউট পাইপলাইন সিস্টেম ১১ কিলোমিটারেরও বেশি বিস্তৃত, যার ঘন ঘন পরিষ্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হয় বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক এবং কাঠামোগত অবস্থার কারণে টানেল অংশগুলিতে বিভিন্ন মিক্স ডিজাইনের সাথে অভিযোজন সমান্তরাল নির্মাণ কার্যক্রম। একযোগে একাধিক নির্মাণ কার্যক্রম সম্পাদনঃ ক্রস প্যাসেজ, টানেল খনন এবং টিবিএম অপারেশন সরবরাহ রেলওয়ে সেতু মোট ১৯টি প্রধান সেতু, ৫টি গুরুত্বপূর্ণ এবং ৩৮টি ছোট সেতু। গুরুত্বপূর্ণ সেতু হল গঙ্গার উপর ১ টি, চন্দ্রভাগার উপর ১টি এবং অলকানঃদার উপর ৩টি। ১৯টি প্রধান সেতুর মধ্যে ৮টি প্রধান সেতু সম্পন্ন হয়েছে। তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু সম্পন্ন হযেছে, একটি চন্দ্রভাগা জি-তে এবং দুটি অলকানন্দা জি-তে। ঋষিকেশে জাতীয় সড়ক শহরের উপর একটি ROB এবং একটি RUB সম্পন্ন হয়েছে। গৌচর, শ্রীনগর এবং শিভাই-তে কর্মস্থলে পৌঁছানোর জন্য ০৩টি প্রধান সড়ক সেতু সম্পন্ন হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রধান সেতু (১১টি) এর বাকি অংশের কাজ অগ্রগতির পথে রয়েছে। কমিশনিং লক্ষ্যমাত্রা-বীরভদ্র - যোগ নগরী ঋষিকেশ অংশ ২০.০৩.২০২০ তারিখে কমিশনিং করা হয়েছে। প্রকল্পের টানেলিংযের কাজ ২০২৬-২৭ অর্থবছরের শেষ নাগাদ সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ট্র্যাক কাজ, বৈদ্যুতিক, OHE এবং ST কাজ পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং করা হবে।

আলিপুরদুয়ার জেলায় মাথাচারা দিয়ে উঠছে বিলুপ্তপ্রায় রোগ ফাইলেরিয়া

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৬ এপ্রিল ঃ আলিপুরদুয়ার জেলায় মাথাচারা দিয়ে উঠছে বিলুপ্তপ্রায় রোগ ফাইলেরিয়া। রোগের বিস্তার শুরু হয়েছে কালচিনি ব্লকের চা বলয়ে। যা নিয়ে উদ্বিগ্ন প্রশাসন। ফাইলেরিয়া বা গোদ রোগে আক্রান্তদের বয়স ৮ থেকে ১২ বছরের মধ্যে।এই বয়সের ঊর্ধ্বে আরও কেউ এই রোগে আক্রান্ত রয়েছে কি না তার সন্ধান শুরু করেছে কালচিনি ব্লক প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দফতর। যদিও স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর আগে ফাইলেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটেনি কালচিনি ব্লকের চা বলয়ে।সম্প্রতি দেখা দিচ্ছে রোগটি। স্বাস্থ্য দফতর তরফে জানান হয়েছে, মূলত এটি একটি মশাবাহিত রোগ। কিউলেক্স মশা এই রোগটির জীবাণুর বাহক। আর এই জীবাণু শরীরে প্রবেশ করলেও দিনের বেলায় তা রক্তে মিশে যায় না। বরং রাতে তা রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। স্বাস্থ্য দফতর তরফে জানান হয়েছে, মূলত এটি একটি মশাবাহিত রোগ। কিউলেক্স মশা এই রোগটির জীবাণুর বাহক। আর এই জীবাণু শরীরে প্রবেশ করলেও দিনের বেলায় তা রক্তে মিশে যায় না। বরং রাতে তা রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। কালচিনি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক শ্রীকান্ত মন্ডল জানান, এই কারণে রাত ৮টা থেকে ১২টার মধ্যে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। কিশোর বা তার থেকেও কম বয়সে এই মশা কামড়ালে তার লক্ষণ বয়স বা।লে দেখা যায়। কালচিনি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক শ্রীকান্ত মন্ডল জানান, এই কারণে রাত ৮টা থেকে ১২টার মধ্যে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। কিশোর বা তার থেকেও কম বয়সে এই মশা কামড়ালে তার লক্ষণ বয়স বাড়লে দেখা যায়। হাত ফোলা, পা ফোলা, হাইড্রোসিল এই রোগের ফলেই হয়ে থাকে। ফাইলেরিয়ার ওষুধ সেবন করানোর কাজ শুরু হয়েছে ব্লকের বিদ্যালয়গুলিতে। তবে সকলেই এই ওষুধ সেবন করতে পারবেন বলে জানান স্বাস্থ্য আধিকারিক। হাত ফোলা, পা ফোলা, হাইড্রোসিল এই রোগের ফলেই হয়ে থাকে। ফাইলেরিয়ার ওষুধ সেবন করানোর কাজ শুরু হয়েছে ব্লকের বিদ্যালয়গুলিতে। তবে সকলেই এই ওষুধ সেবন করতে পারবেন বলে জানান স্বাস্থ্য আধিকারিক। এরফলে শরীর অসুস্থ কারও হয় না। তিনি জানান, শিশুদের পক্ষে জরুরি এই ওষুধ সেবন। যেহেতু ছোটদের এই মশা আক্রমণ করে।তবে গর্ভবতী মায়েদের আমরা এই ওষুধ খেতে দেইনা। তাতে নানান সমস্যা দেখা দিতে পারে। এরফলে শরীর অসুস্থ কারও হয় না। তিনি জানান, শিশুদের পক্ষে জরুরি এই ওষুধ সেবন। যেহেতু ছোটদের এই মশা আক্রমণ করে। তবে গর্ভবতী মায়েদের আমরা এই ওষুধ খেতে দেইনা। তাতে নানান সমস্যা দেখা দিতে পারে।

বোমা ফেটে আহত ২

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৬ এপ্রিল ঃ তালতলা এলাকায় খেলতে গিয়ে বোমা ফেটে আহত হল দুই কিশোর! তাদের জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বুধবার সকালে সামসেরগঞ্জ থানার উত্তর মোহাম্মদপুরে মাঠে খেলতে গিয়েছিল ওই দুই কিশোর। মাঠের মধ্যে রাখা ছিল জার ভর্তি বোমা। বল ভেবে খেলতে গিয়েই বাঁধে বিপত্তি। বোমা ফেটে আহত হয় দুই শিশু। গুরুতর আহত অবস্থায় তাদের জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

আমমোক্তার নামা

২৭।২।২০২৪ তারিখে 1000-15/22/2024 নং মেমো দ্বারা প্রকাশিত আমমোক্তার নাম (POWER OF ATTORNEY) মূলে মিউটেশন করার ক্ষেত্রে নিয়মাবলী।
আমমোক্তার গ্রহীতাঃ- কাজী এহসানুল হক পিতা- কাজী নজমুল হক, সাং- কোতলপুর পোষ্ট- জে.বি.পুর, থানা-জাঙ্গীপাড়া, জেলা-হুগলি, পিন নং-৭১২৪০৮.
আমমোক্তার দাতাঃ- কাজী আবু জাকির, কাজী মহঃ মইনুদ্দিন উভয়ের পিতা-কাজী আবু তোরাব মহম্মদ নূরুদ্দিন, সালেমা খাতুন স্বামী- কাজী আবু ইমদাদ সকলের সাং ও পোষ্ট- বাঁদপুর, থানা-চণ্ডীতলা, জেলা-হুগলি পিন ৭১২৭০১. ১০।০৩।২০২৫ সালে ADSR JANGIPARA Dist-HOOGHLY তে রেজিস্ট্রি হয়েছে। আমমোক্তারনামা দলিল নং- 1-0615-00768/2025
তপশীলঃ মৌজা- কোতলপুর, জে. এল নং-৬০ হাল এল আর দাতাগন নিজ নিজ নামীয় ৩৯৩১, ৩৯৩৬ ও ৩৯৩২ নং খতিয়ান ভুক্ত রায়ত দখলি স্বত্ত্বীয়। সাবেক ও হাল ১১২ নং দাগে শালি ১ আনা অংশে ১ একর ৩ শতকের মধ্যে ১নং দাতা নিজ নামীয় উপরোক্ত ৩৯৩১ নং খতিয়ানে রেকর্ড ভুক্ত ০.১৬৬৭ অংশে ১৭.১৭০১ শতক। ২ নং দাতা নিজে নামীয় উপরোক্ত ৩৯৩৬ নং খতিয়ানে রেকর্ড ভুক্ত ০.১৬৬৭ অংশে ১৭.১৭০১ শতক। ৩ নং দাতা নিজ নামীয় উপরোক্ত ৩৯৩২ নং খতিয়ানে রেকর্ড ভুক্ত ০.১৬৬৭ অংশে-১৭.১৫৯৮ শতক অর্থাৎ- দাতাগণ এর নিজ নিজ নামীয় উপরোক্ত খতিয়ানে রেকর্ড ভুক্ত সর্বমোট -৫১.৫০ শতক সম্পত্তি।
আমমোক্তারনামা নিয়ে ২৫।০৩।২০২৫ সালে 1-0615-00882/2025 নং দলিলমূলে ADSR JANGIPARA. রেজিস্ট্রি অফিস হইতে এক ক্রেতাকে বিক্রয় মূলে সাফ বিক্রয় কোবলা করিয়াছে।
ক্রেতা- শ্রী জগন্নাথ ঘোষ পিতা- শ্রী বিশ্বনাথ ঘোষ সাং- কোতলপুর, জে.বি.পুর, জাঙ্গীপাড়া, হুগলি।
এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারো কোন আইনানুগ আপত্তি বা অঙ্গীকার থাকে তাহার জন্য সার্বিক পদক্ষেপ গ্রহণ করুন অদ্য তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে BL & LRO জাঙ্গীপাড়া, অফিসে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নম্বর ঃ ডব্লু_২_৬২৩_১_এসকেভি-ওয়েল্ড_২৫-২৬, তারিখ ১৫.০৪.২০২৫। প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, এন. এস. রোড, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য নামী এবং যোগ্য কন্ট্রাক্টরদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ঃ** ৩ বছরের জন্য হাওড়া, শিয়ালদহ, আসানসোল ও মালদা ডিভিশনে ওয়েল্ডিং পোর্শন সরবরাহ এবং তত্ত্বাবধান সহ অ্যালুমিনো থার্মিট এসকেভি পদ্ধতিতে রেল জয়েন্ট ওয়েল্ডিং। **কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১২,১৯,০৭,৮৮২.৯৮ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৭,৫৯,৫০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ৩৬ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৯.০৫.২০২৫-এ দুপুর ৩টা। টেন্ডার নথিপত্রের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইন অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (MISC-16/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এমসি-ইসিএ-এলএইচবি-২০২৪, তারিখ ১৫.০৪.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (সিএইচজি. অ্যান্ড টি/এস), হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ঃ** তিন বছর সময়কালের জন্য টিকিয়াপাড়া এবং এসওয়াইএই কোচিং ডিপোর এলএইচবি কোচের হুইল সেটের এডি কারেন্ট অ্যারে (ইসিএ) পরীক্ষণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,৩২,৩১,৪১৯.৭৯ টাকা। **বায়না মূল্য জমা করতে হবে ঃ** ৩,১৬,২০০ টাকা। **চুক্তির সময়সীমা ঃ** কাজ শুরুর তারিখ থেকে ৩৬ মাস। **অনলাইনে টেন্ডার জমার জন্য ওয়েবসাইটের ঠিকানা ঃ www.ireps.gov.in বিড বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৫.০৫.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। (HWH-29/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Water Supply)/PMU, KMC** invites e-Tender online in two Bid system for following work:
E-NIT No. : WS/PMU/T/24-25/01
Name of work : **Supply, installation & commissioning of Air conditioner units at server room of Tallah, PMU office.** Estimated Cost : ₹ **2,11,361.00.** Earnest Money: ₹ **4,500.00**. Last Date and time of submission of Bid : **28.04.2025 up to 2 p.m.** The tender will be opened on: **30.04.2025 at 2 p.m.** The bid forms and other details will be available on and from : **19.04.2025 after 2 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**.

The **Executive Engineer (Water Supply)/BDT, KMC** invites e-Tender online in two Bid system for following works:
(1) E-NIT No. : WS/HPLBDT/E/24-25/2
Name of work : **Installation of electrical operating system for operating New Tubewell at Abinash Chandra Banerjee Lane and 13/2 Mahendra Roy Lane in Ward No. 34 and 59 respectively.** Estimated Cost : ₹ **2,47,313.00.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.**
(2) E-NIT No. : WS/HPLBDT/M/24-25/7
Name of work : **Development of 100 MM DIA MS column pipes by flange jointing, painting for new sinking in big dia tubewell at P-210 Strand Bank Road and Gobra Burial Ground (Gate No.1) in Ward No. 45 and 59.** Estimated Cost : ₹ **2,32,761.00.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.**
(3) E-NIT No. : WS/HPLBDT/M/24-25/10
Name of work : **Development of 100 MM DIA MS column pipes by flange jointing, painting for new sinking in big dia tubewell at Tarachand Dutta Street in Ward No. 43 and 14 no. Mahendra Roy Lane (Jhil Math) in Ward No. 59 under HPL.** Estimated Cost : ₹ **2,52,544.00.** Earnest Money: ₹ **5,100.00.**
(4) E-NIT No. : WS/HPLBDT/E/24-25/15
Name of work : **Electrification work involving laying of underground powercable alongwith restoration of burnt out main switch and allied accessories for smooth operation of borewell at 33, Linton Street (near Vidyapith School) in Ward No. 60.** Estimated Cost : ₹ **2,81,757.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**
(5) E-NIT No. : WS/HPLBDT/M/24-25/9
Name of work : **Development of 100 MM DIA new MS column pipes by flange jointing, painting alongwith installation in big dia tubewell at 34 UC Banerjee Road in Ward No. 30 and Chaplin Hall in Ward No. 46 under HPL respectively.** Estimated Cost : ₹ **2,74,712.00.** Earnest Money: ₹ **5,500.00**. Last date and time of submission of Bid : **28.04.2025 up to 2 p.m.**(for Sl. No. 1 to 5) The tender will be opened on: **30.04.2025 at 2 p.m.**(for Sl. No. 1 to 5) The bid forms and other details will be available on and from : **19.04.2025 after 2 p.m.** (for Sl. No. 1 to 5) The website **https:// wbtenders.gov.in**. (for Sl. No. 1 to 5)

The **Exe. Eng. (E)/LTG/Zone-V, Br-XIV, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid systems for the following works:
(1) NIT No. : LTG/XIV/185/24-25/130
Name of work : **Operation and maintenance work of street lighting installation in ward no. 130.** Estimated amount : ₹ **4,98,390.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **365 Days.**
(2) NIT No. : LTG/XIV/186/24-25/129
Name of work : **Operation and maintenance work of street lighting installation in ward no. 129.** Estimated amount : ₹ **4,98,518.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **365 Days.** Last Date & Time of submission of Bid : **29.04.2025 (1 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2) Bid opening date for technical proposal: **29.04.2025 at 3 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2) The bid forms and other details are available on **22.04.2025** (for Sl. No. 1 & 2) The website **https://etender.wb.nic.in**. (for Sl. No. 1 & 2) **(65/25-26)**

ভ্রমণ

১৭ দিন পায়ে হেঁটে শ্রীলঙ্কার এমাথা থেকে ওমাথা

২০১৯ সালে হেঁটে দেশের ৬৪ জেলা ভ্রমণের পর পদব্রজে লম্বা ভ্রমণে বেরোনো হয় না দীর্ঘদিন। লম্বা হাঁটার জন্য অনেক দিন ধরেই আমার বাকেট লিস্টে ছিল শ্রীলঙ্কা। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা 'আমরা' কবিতায় পড়া 'সিংহল' নামটা সেই কত আগে থেকে মনে গাঁথা ছিল। তৎকালীন বঙ্গ কিংবা ওড়িশার এক বিতাড়িত রাজপুত্র বিজয়সিংহ অকূল সমুদ্রে নাও ভাসাতে ভাসাতে সেরেনটিভু নামের এক রাজ্যে কূলের দেখা পান। 'সেরেনটিভু'র বাংলা করলে দাঁড়ায়'পাহাড়িদের দ্বীপ'। ৭০০ অনুসারীকে নিয়ে নতুন এ রাজ্যের দখল নেন বিজয়সিংহ। ভূখণ্ডটির নতুন নাম রাখেন সিংহল। শ্রীলঙ্কার সবচেয়ে পুরোনো গ্রন্থ মহাবংস বলছে, বিজয়সিংহের বংশধরেরাই আজকের সিংহলি। অবশ্য শুধু সিংহলিই তো নয়, এই দ্বীপরাষ্ট্রে থাকে শ্রীলঙ্কান তামিল, মুর মুসলিম, বারগারস, ভারতীয় তামিলসহ নানা জাতিসত্তার মানুষ। ২৬ বছরব্যাপী গৃহযুদ্ধ আর সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক মন্দার পর কেমন আছে সেই শ্রীলঙ্কা, স্বচক্ষে সেটা দেখার একটা ইচ্ছাও ছিল। আর বিশ্বখ্যাত পরিব্রাজক মার্কো পোলোইবা কেন একে বিশ্বের সেরা দ্বীপ বলেছিলেন, সেটা জানার লোভও কম ছিল না। কিন্তু সময়ের পুঁজি না মেলাতে বারবার পিছু হটতে হচ্ছিল। অবশেষে সেটা মিলতেই ১৭ দিনের হাঁটার পরিকল্পনা নিয়ে সেপ্টেম্বরের বর্ষণমুখর এক রাতে ফিটস এয়ারের ফ্লাইটে চড়ে বসলাম। সঙ্গী জুমন ভাই ও সাইফুল ভাই। লম্বা পদব্রজ ভ্রমণে সঙ্গী নিয়ে বেরোনোর একটা মুশকিল আছে। স্থানীয়দের সঙ্গে ভাববিনিময়ের সুযোগ কিছুটা হলেও কমে যায়। অন্য পিঠে স্বভাষী কারও সঙ্গ পাওয়াটাও অবশ্য কম লাভ না। শ্রীলঙ্কার সর্বউত্তরের বিন্দু পয়েন্ট পেড্রোর সাকোটাই কেপ থেকে সর্বদক্ষিণের বিন্দু পয়েন্ট ডন্ড্রা অবধি হাঁটার পরিকল্পনা। অনেকটাই আমাদের দেশের টেকনাফ-তেঁতুলিয়া হাঁটার মতো। গুগল ম্যাপের দেখানো পথে আমাদের হাঁটা রুটের এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুর দূরত্ব ৫৩০ কিলোমিটারের মতো। তবে সে পথ কলম্বো হয়ে উপকূলরেখা ছুঁয়ে অন্য অন্তে পৌঁছেছে। বাঁধা পথের পথিক হতে আমাদের বেজায় আপত্তি। উপকূলের একঘেয়েমি কাটাতে আমরা সেটা এড়িয়ে বেছে নিলাম অপেক্ষাকৃত লম্বা দূরত্বের ৬১৫ কিলোমিটারের রুট। শ্রীলঙ্কার একেবারে হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে পাহাড়ি পথ বেয়ে পয়েন্ট ডন্ড্রায় গিয়ে মিশেছে এই রাস্তা। ২৭ সেপ্টেম্বর সকালে অপরিচয়ের উত্তেজনা নিয়ে যে পথে হাঁটতে শুরু করেছিলাম, ১৩ অক্টোবরের পড়ন্ত বিকেলে সে পথ যখন শেষ হলো, অপরিচয়ের কুয়াশা তত দিনে কিছুটা হলেও অপসৃত। তত দিনে এই দেশের অনেক ধুলামাটি-কাদা শরীরে মাখিয়েছি। চলতে চলতে শ্রীলঙ্কার পথে-প্রান্তরে, খাঁজে-ভাঁজে লুকিয়ে থাকা নানা বিস্ময়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। গৃহযুদ্ধের অন্তিম ঘণ্টা বাজার এত বছর পরও মাইলের পর মাইল বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে মাইনফিল্ড দেখে আলোড়িত হয়েছি। স্থলমাইন পোঁতা এসব ভূমিতে ডিমাইনিংয়ের কাজ এখনো চলমান। মাইনে কত লোকের জীবনাবসান কিংবা অঙ্গচ্ছেদ হয়েছে। জীবনের পাশাপাশি আদিগন্তবিস্তৃত স্থলমাইন পোঁতা এসব মাঠের কারণে জীবিকাতেও এসেছে স্থবিরতা। এসব মাঠের মালিকেরা আক্ষরিক অর্থেই নিস্ফলা মাঠের কৃষক। হাঁটা নামের অ্যাকটিভিটি চলাকালীন চোখ-কানের পাশাপাশি মনটাকেও খোলা রেখেছি। পা ফেলতে ফেলতেই আত্মস্থ করতে চেয়েছি যাত্রাপথের অসীম সৌন্দর্য। দুচোখ ভরে দেখেছি প্রকৃতি। মনের মধ্যে আবার উঁকি দিয়েছে সেই প্রশ্ন, প্রকৃতির চেয়ে মহৎ কোনো শিল্পী কি আদৌ আছে? মাঝেমধ্যেই ক্যামেরার দ্বারস্থ হয়েছি। অবশ্য মনুষ্য নির্মিত ক্যামেরা কি আর প্রকৃতির সুধা পুরোটা ধরতে পারে? পিচঢালা মসৃণ মহাসড়কের পাশাপাশি অনেক ছোট রাস্তার ধুলাও আমাদের পায়ে লেগেছে। অপেক্ষাকৃত কম ব্যস্ত এসব সড়কে পথচলাটা দারুণ আনন্দের ছিল। উভা প্রদেশের লাল মাটি ধরে হাঁটতে হাঁটতে এক্সকাভেটরের ধাতব দাঁতে আটকে গেছে চোখ। পৃথিবীর গর্ভ খুঁড়ে উত্তোলন করা হচ্ছে রত্নপাথর। চা, কফি, রাবার ছাড়াও শ্রীলঙ্কা যে রত্নের জন্যও বিখ্যাত। সেন্ট্রাল প্রভিন্সের উত্তুঙ্গ পাহাড়ের সারি দিগন্তেই আটকে দিয়েছে চোখ। এল্লার লিটল অ্যাডামস পিকের চূড়া থেকে দেখা দূর পর্বতের ঢেউ এখনো আন্দোলিত করে দেহ-মন। রাস্তার ধারের অসংখ্য মাইলফলকের পাশাপাশি ফেলে এসেছি কত মানুষের ভালোবাসা। গাত্রবর্ণের কারণে স্বদেশি ভেবে সিংহলা কিংবা তামিল ভাষায় কথা বলতে এগিয়ে এসেছেন অনেকেই। এই দুই ভাষায় আমাদের শব্দভান্ডার নিতান্তই অল্প বলে কথাবার্তা এরপরে এগিয়েছে হয় ইংরেজিতে নতুবা ইশারা-ইঙ্গিতে।

শব্দের ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই অবশ্য বাহুল্য ঠেকেছে আমাদের কাছে। চেহারায় পথের ছাপ পড়া পথিকদের জন্য ভিনদেশের এসব মানুষের উপচে পড়া আতিথ্যে কোথাও কমতি হয়নি। ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ যে দুনিয়ার সব ভাষাতেই এক! বর্ণিল এই দ্বীপের মানুষের গাত্রবর্ণ কালো কিংবা বাদামি হতে পারে, তবে মনের রং একটাইসাদা। সেরা দুই প্রদেশএ যাত্রায় শ্রীলঙ্কার ৯টি প্রদেশের ৬টিতে পা রাখার সুযোগ হয়েছে। তার মধ্যে আলাদা হয়ে থাকবে নর্থ আর নর্থ-সেন্ট্রাল প্রভিন্স। এই দুই প্রদেশের ভাষা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য-খাবারের বেলায় শ্রীলঙ্কার চেয়ে প্রতিবেশী দেশ ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের সাদৃশ্য বেশি। একটু ভালোভাবে খেয়াল করলেই বহিঃঅন্তঃপ্রকৃতিতে সহজেই এ ছাপের দেখা মেলে। এই সাযুজ্যের জন্যই গৃহযুদ্ধ চলাকালীন তামিল গেরিলা দলগুলো সহানুভূতির মোড়কে পেয়েছে ভারতের আনুকূল্য। সিংহলি-তামিল নামের দুই জাতিসত্তার বিভেদের ফলস্বরূপ নেমে আসা গৃহযুদ্ধের নানা স্মৃতি-ভাস্কর্য ছড়িয়ে আছে দ্বীপদেশটির গাঁটে গাঁটে। কিন্তু সে কেবলই একপেশে ইতিহাস বিজিতের দীর্ঘশ্বাস এতে লেখা নেই। এই অগৌরবের ইতিহাসই এখন আইনসংগত। কে জানে আসলেই তা ন্যায়সংগত কি না! এ বৃত্তান্ত আর এসব ভাস্কর্য লাগোয়া সাইনবোর্ডে চোখ বোলালে ইতিহাসের মনোযোগী ছাত্রের মোহভঙ্গই হয় কেবল। অবশ্য মুগ্ধ হয়ে দেখেছি প্রাচীন নগর সভ্যতার উজ্জ্বলতম নিদর্শন লায়ন রক নামে পরিচিত সিগিরিয়া। দুই হাজার বছরের কালের আঁচড় সামলেও এখনো ঠায় দাঁড়িয়ে দুনিয়ার এই অষ্টম আশ্চর্য! দ্বীপদেশটিতে ঠিক তেমনিভাবে নড়বড়ে ইট ফুঁড়ে ওঠা বট-অশ্বত্থের গাছ ধারণ করে আছে পর্তুগিজ-ডাচ্ কিংবা ব্রিটিশ শাসনামলে তৈরি ঔপনিবেশিক স্থাপত্যরুচির প্রচুর দুর্গ কিংবা স্থাপনা। পথেঘাটেশ্রীলঙ্কার পথেঘাটে চায়ের দোকানও অত সহজে মেলে না, যতটা বিনা ক্লেশে পাওয়া যায় লটারির দোকান। রীতিমতো সরকারি মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিচালিত হয় এসব লটারি। পথের ধারের সাদামাটা মাইলপোস্টগুলো খুব বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ না করলেও সহজেই চোখ আটকায় রংবেরঙের যাত্রীছাউনিগুলোতে। যাত্রীছাউনির গ্রাফিতিগুলো শিল্পীর সূক্ষ্ম আঁচড়ে বর্ণিল। প্রতিটি ছাউনিই যেন একটুকরা শ্রীলঙ্কা। মাপে সব ছাউনিই এক হলেও ধাঁচে প্রতিটিই অনন্য।রাস্তায় সঙ্গী হিসেবে পেয়েছি অসংখ্য পথতরু। তুলসীগন্ধী মটমটিয়া, পরশপিপুল যেমন ছিল তেমনি ছিল সর্বগ্রাসী বিজাতীয় উদ্ভিদ ক্যাশিয়া। বিত্তের সঙ্গে কুরুচির কোনো যোগ নেই, শ্রীলঙ্কানদের বাড়িঘর দেখলেই এটা বোঝা যায়। কোথাও বাহুল্যের ঝনঝনানি নেই, কিন্তু যেটুকু প্রয়োজন সেটা আছে। বিত্ত অল্প থাকুক, বৈভবের ছটায় তারা উজ্জ্বল।বঙ্গদেশে যেমন কাক, শ্রীলঙ্কায় তেমন ময়ূরযাত্রাপথজুড়েই ছিল হাতি পারাপারের অসংখ্য করিডর আর অভয়ারণ্য। হাতি শাকাহারী বলে নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে খুব একটা শঙ্কিত ছিলাম না! অন্য জীব প্রেম করে জিব দিয়ে, এমন প্রাণী থাকলে ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে হতো! শ্রীলঙ্কার পতাকায় সিংহের উপস্থিতি থাকলেও প্রাণীটি এ ভূখণ্ডে নেই। সে তুলনায় হরেদরে মেলে হাতি। যেকোনো বড় আর বিখ্যাত বৌদ্ধবিহারে সহজেই এদের দেখতে পাওয়া যায়। হণ্টনের সময়ে অবশ্য আমাদের হাতির মুখোমুখি হতে হয়নি। পারস্পরিক অসাক্ষাৎ আমাদের দুই প্রজাতির জন্যই ভালো হয়েছে বলে আমার ধারণা! পথচলতি যে প্রাণীটি নিয়মিত দেখেছি, সেটি হলো ময়ূর। বঙ্গদেশে যেমন কাক, সেথা ময়ূরও তেমন। পেখম তোলা, উড়ন্ত, খেতে খাবার খুঁটতে থাকা কিংবা আসুরিক ডাকে সবাইকে তটস্থ করে ফেলাসব রকমের ময়ূরের সঙ্গেই সাক্ষাৎ হয়েছে। লকলকে জিব বের করা কর্কশ চামড়ার গুইসাপের দেখা রাস্তার পাশে হরহামেশাই পেয়েছি।

এসব সরীসৃপ মানুষের সাহচর্যে অভ্যস্ত বলে বসতবাড়ির আশপাশেই ঘোরাফেরা করে। আমাদের জন্য বিস্ময় নিয়ে অপেক্ষা করছিল মানকুলাম আর কালেকান্ডা রিজার্ভ ফরেস্ট। প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রলম্বিত ঠোঁটের অনিন্দ্যসুন্দর বিহঙ্গ ধনেশ দেখার সুযোগ পেয়ে আমরা আত্মহারা। হপারসের স্বাদযাত্রাপথে প্রকৃতিও নানাভাবে পরীক্ষায় ফেলেছে। শ্রীলঙ্কার উত্তরে হাঁটার সময় প্রচণ্ড গরমের সঙ্গে যুঝতে হয়েছে। মরীচিকা কাঁপা রাস্তা কিংবা মরীচিকা সৃষ্ট জলের হাতছানির বিভ্রম নিয়ে পেরিয়েছি মাইলের পর মাইল। লালচক্ষু সূর্যকে উপেক্ষা করে পেরিয়ে গেছি কত নিস্ফলা মাঠ বা প্রান্তর। সেন্ট্রাল প্রভিন্সে ভীমদর্শন সব চড়াই পরীক্ষায় ফেললেও উতরাই পথে নেমেছি দুই পাকে ডানা করে। মাঝে বারকয়েক বাগড়া বসিয়েছে বৃষ্টি। শেষ দিনে চারপাশ ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া গামলা-ঢালা বর্ষণ বেশ বেকায়দাতেই ফেলেছিল। পায়ের পাশাপাশি রসনাও থেমে থাকেনি। স্বাদেন্দ্রিয়কে নানা বৈচিত্র্য উপহার দিয়ে গেছে এই দেশের বাহারি সব খাবার। রুটি কুচি কুচি করে বানানো কত্তু, পিট্টু কিংবা সেগুনপাতায় মোড়ানো গুড় আর নারকেলের পুর দেওয়া হেলাপ্পার কথা মনে থাকবে বহুদিন। পথের ধারে গজিয়ে ওঠা ছোট্ট সব দোকানে খাওয়া ইডিয়াপ্পাম আর এগ হপারসের স্বাদ যেন এখনো জিবে লেগে আছে। শ্রীলঙ্কার পথের ধারের খাবার আমাদের দেশের পথেঘাটের খাবারের তুলনায় কিছুটা ব্যয়বহুল। উজ্জ্বল ব্যতিক্রম 'হেলা বজুন হালা' নামের শ্রীলঙ্কাজুড়ে ছড়িয়ে থাকা এক দোকান। মধ্যবয়স্ক নারীদের দ্বারা পরিচালিত এই দোকানের খাবার পেট আর পকেটদুইখানেই সহনীয়। স্বাদ আর পরিচ্ছন্নতার দিক থেকেও এরা অনন্য। বুদ্ধের দেশগৌতম বুদ্ধকে শ্রীলঙ্কানরা মোক্ষজ্ঞানে বক্ষে ধারণ করে। শ্রীলঙ্কার পথেঘাটে ভগবান তথাগতের উজ্জ্বল উপস্থিতি। অশ্বত্থতলের ধ্যানী ও মৌনী শাক্যমুনি বুদ্ধ ছাড়াও লঙ্কাজুড়ে আছে অসংখ্য স্তূপ, চৈত্য আর বিহার। বৌদ্ধধর্মের তীর্থস্থান হিসেবেও দেশটির নামডাক আছে। শ্রীলঙ্কার পবিত্র নগর অনুরাধাপুরার পথে চলতে চলতে বুদ্ধ প্রচারিত ধর্ম ও দর্শনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। আলোকত্ব প্রাপ্তির পরে বুদ্ধ শ্রীলঙ্কার যে জায়গায় প্রথম পা রেখেছিলেন, ভোরের আলোয় সেই মাহিয়ানগানার শান্ত, সমাহিত রূপ মনে থাকবে বহুদিন।

তলার বুদ্ধদেব ছাড়াও দেশজুড়ে নৈবেদ্য পান শিব-পার্বতীর দুই পুত্র কার্তিক আর গণেশ। এদের স্থান বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বটের নিশ্ছিদ্র ছায়ায়। আর দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্যরীতির ছোট ছোট মূর্তিতে আগাপাছতলা মোড়ানো ধর্মমন্দিরগুলো তো আছেই।১৭তম দিনের বিকেলেপথের শেষে কী আছে, সেটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে হাঁটা শুরুর ১৭তম দিনের বিকেলে মাতারা জেলার সমুদ্রধৌত বেলাভূমি পয়েন্ট ডন্ড্রায় পৌঁছালাম। হাঁটা শেষ করার আনন্দকে ছাপিয়ে গেল উথলে ওঠা বিষাদ। কাল থেকে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে নেই নতুন কোনো পথ মুখে কৌতূহল, চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে কেউ ভাঙা ইংরেজিতে জানতে চাইবে না, 'কোথায় চললে?' নতুন নতুন জায়গায় সূর্যোদয় কিংবা সূর্যাস্ত দেখার আনন্দ থেকেও বঞ্চিত হতে হবে কাল থেকে।জাতিগত বিভেদ, গৃহযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি কিংবা কোভিডপরবর্তী অর্থনৈতিক মন্দায় মুখ থুবড়ে পড়া অবস্থা থেকে যেভাবে উঠে দাঁড়িয়েছে শ্রীলঙ্কা, রাষ্ট্র হিসেবে আমরা তা শিখতে পারি। একই সঙ্গে নাগরিক হিসেবেও আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। নাগরিকদের কাছে যেসব আচরণ প্রত্যাশা করে রাষ্ট্র, শ্রীলঙ্কানরা তাদের দৈনন্দিন জীবনে সেসব অতীব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে।

সোভিয়েত সেনাদের আসলেই কি পাথর বানিয়ে দিয়েছিল ভিনগ্রহের প্রাণীরা

ওয়াশিংটন, ১৬ এপ্রিলঃ যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (সিআইএ) স্নায়ুযুদ্ধের সময়কার একটি গোপন নথি প্রকাশ করেছে, যা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। সোভিয়েত সেনাদের সঙ্গে একটি ইউএফওর (অজ্ঞাত উড়ন্ত বস্তু) সংঘর্ষ নিয়ে বিভিন্ন বিষয় সেখানে উল্লেখ করা আছে। বলা হয়েছে, ওই ইউএফওতে যাত্রী হিসেবে থাকা ভিনগ্রহের প্রাণীরা সোভিয়েত সেনা দলটিকে পাথরে রূপান্তরিত করে দিয়েছিল। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর কেজিবির ২৫০ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন হাতে পায় সিআইএ। কেজিবি হলো প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের গোয়েন্দা সংস্থা। ইউক্রেনের আকাশ দিয়ে উড়ে যাওয়া একটি ইউএফওকে লক্ষ্য করে একটি সোভিয়েত সেনা দল গুলি ছোড়ার পরবর্তী ঘটনাগুলো নিয়ে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছিল। প্রতিবেদনে প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য এবং ঘটনার পরবর্তী সময়ের ছবি যুক্ত করা হয়েছিল। এ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে এক মার্কিন গোয়েন্দা কর্মকর্তা বলেছিলেন, 'এটি ভিন গ্রহের প্রাণীদের প্রতিশোধের এমন এক ভয়াবহ চিত্র, যা যে কারওরই রক্ত হিম করে দেয়।' প্রতিবেদনে বলা হয়, ইউক্রেনে প্রশিক্ষণরত সোভিয়েত সেনা দল অনেকটা নিচু দিয়ে উড়ে যাওয়া একটি আকাশযান শনাক্ত করে। ইউএফও আকৃতির ওই যানটি তাঁদের মাথার ওপর দিয়ে ঘোরাফেরা করছিল। এ সময় সোভিয়েত সেনাদের একজন ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য একটি ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়েন। ক্ষেপণাস্ত্রটি ইউএফওতে আঘাত করে এবং এটি মাটিতে বিধ্বস্ত হয়। প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, বিধ্বস্ত হওয়া যানটি থেকে বড় মাথা এবং বড় কালো চোখওয়ালা মানুষসদৃশ পাঁচটি প্রাণী বের হয়ে এসেছিল। ওই ঘটনায় প্রাণে বেঁচে যাওয়া সেনাদের বর্ণনা অনুযায়ী, প্রাণীগুলো বিধ্বস্ত হওয়া যানটির ধ্বংসাবশেষ থেকে বের হয়ে একসঙ্গে জড়ো হয়েছিল। এরপর তারা একটি একক বস্তুতে পরিণত হয়েছিল এবং তা গোলাকৃতি ধারণ করেছিল। কয়েক সেকেন্ডের ভেতর গোলাকৃতির বস্তুটি অনেক বড় হয়ে যায় এবং অনেক আলোক বিকিরণ তৈরি করে বিস্ফোরিত হয়। ঠিক সে সময় ঘটনাটি দেখছিলেন এমন ২৩ জন্য সেনা পাথরের খুঁটিতে পরিণত হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মাত্র দুজন সেনা প্রাণে বেঁচেছিলেন। ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকায় এবং আলোক বিকিরণকারী বিস্ফোরণের সংস্পর্শে কম আসার কারণে তাঁরা বেঁচে যান।অভিযোগ আছে, কেজিবির সদস্যরা 'পাথর হয়ে যাওয়া' সেনা সদস্য। রুশ সেনাদের একটি দল বিধ্বস্ত যানটিকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছিল এবং সেগুলোকে মস্কোর কাছে একটি গোপন ঘাঁটিতে নিয়ে গিয়েছিল। সিআইএর ওই প্রতিবেদনের উপসংহারে বলা হয়, 'যদি কেজিবির নথিটি বাস্তবতার সঙ্গে মিলে যায়, তাহলে এটি একটি অত্যন্ত ভয়ংকর ঘটনা। এর মানে, অ্যালিয়েন বা ভিনগ্রহের প্রাণীদের কাছে এমন অস্ত্র ও প্রযুক্তি আছে, যা আমাদের সব ধারণার বাইরে। আক্রমণ হলে তারা নিজেরাই নিজেদের সুরক্ষা দিতে পারে।' সিআইএ ২০০০ সালে সর্বপ্রথম নথিটি প্রকাশ করেছিল। মূলত তখন কানাডীয় সাপ্তাহিক ওয়ার্ল্ড নিউজ এবং ইউক্রেনের সংবাদপত্র হোলোস ইউক্রেয়েনিতে প্রতিবেদনটি প্রকাশ হয়েছিল। কিন্তু ঘটনাটি ইউএফও (আন-আইডেন্টিফাইড ফ্লাইং অবজেক্ট) প্রেমীদের কাছে আগ্রহের বিষয় হিসেবে থেকে যায়। গত বছর 'দ্য জো রোগান এক্সপেরিয়েন্স' পডকাস্টেও এটি প্রকাশ করা হয়।

Name Change

I, Paras Patawari (Old Name) S/o Madan Chand Patawari resident of 456 , G.T. Road (South), Block-A, 14th Floor, Flat-14F, P.O- Shibpur, Howrah – 711102 have change my name and henceforth shall be known as Paras Mal Patawari (New Name) as declare before Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 16.04.25. Paras Patawari (Old Name) and Paras Mal Patawari (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I FARUK AHAMED SK S/O ANIKUL HAQUE SK AGED ABOUT 18 YEARS RESIDING AT VILL ARAMDANGA PO-PLASSEY SUGAR MILL, PS. KALIGANJ DIST NADIA PIN-741157 I HAVE CHANGED MY NAME FROM FARUK AHAMED TO FARUK AHAMES SK AND MY FATHER ANIKUL HOQUE SK AND ANIKUL HOQUE SEKH IS SAME PERSON VIDE AFFIDAVIT Dt 28-3-2025 SWORN BEFORE LD EXECUTIVE MAGISTRATE COURT AT KRISHNAGAR. NADIA

Name Change

I,KM NEETIKA & KM NITIKA SINGH (OLD NAME) WIFE OF MAYANK SINGH,RESIDING AT NATURAL CITY LAKE TOWN,BLOCK-9,FLAT-9B,1204, DAK-SHINDHARI ROAD, LAKE TOWN,PO-SREEBHUMI, DIST-24 PARGANAS (NORTH), PIN-700048,WEST BENGAL, INDIA. HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NEETIKA SINGH(NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/04/2025 KM NEETIKA AND KM NITIKA SINGH (OLD NAME) AND NEETIKA SINGH (NEW NAME) ALL ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,KARTICK JANA (OLD NAME) S/O MOHAN JANA ,RESIDING AT VILL-UDAYCHAK,PO-BHUTA,PS-DASPUR,DIST-WEST MEDINIPUR,PIN-721211,WEST BENGAL, INDIA.HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KARTIK JANA (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/04/2025. KARTICK JANA (OLD NAME) AND KARTIK JANA (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Dharmendra Roy (old name) S/O Rajendra Prasad Roy, residing at 12A, Rajendra Lal Street, P.S.- Narkeldanga, Kolkata- 700006, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Dharmendra Kumar Roy (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 16/04/2025. Dharmendra Kumar Roy (new name) and Dharmendra Roy (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Farzana Bibi (old name) W/O Sk Khairul, residing at Rabindra Nagar, Kankhuli, Maheshtala (M), P.O.- Bidhangarh, P.S.- Rabindra Nagar, Dist.- South 24 Pgs, Pin- 700066, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Farzana Khatoon (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 16/04/2025. Farzana Khatoon (new name) and Farzana Bibi (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Salima Bibi (old name) W/O Md Abdul Hannan, residing at Mobarekpur, P.O.- Lauhati, P.S.- Rajarhat, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 700135, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Salima Khatun Bibi (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 16/04/2025. Salima Khatun Bibi (new name) and Salima Bibi (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Gargi Chakrabarti (old name) W/O Sandeep Mitra, residing at Flat 2D, Block-3, Rohra Address Apartment, Street No.73, Block-AA, New Town Action Area 1, P.S.- New Town, Bidhannagar, North 24 Parganas, Pin- 700156, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Gargi Chakraborty (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 16/04/2025. Gargi Chakraborty (new name) and Gargi Chakrabarti (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Anjila Bibi (old name) W/O Abdul Hamid Mondal, residing at Hatpukur, P.O. & P.S.- Memari, Dist- Purba Bardhaman, Pin-713146, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Anjila Khatun Mondal (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 16/04/2025. Anjila Khatun Mondal (new name) and Anjila Bibi (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Aseruddin Mondal (Old name) S/O-Abdul bari mondal, Resident at, Vill& Po-Shibnagar Laskarpur, Ps-Domkal, Dist-Murshidabad,742406, I have changed my name to Asiruddin Mondal (New name)I shall be known as Asiruddin Mondal vide affidavit before the Notry at Berhampore on 16/04/2025 Asiruddin Mondal and Aseruddin Mondal same and one identical person.

Name Change

I, Mohammed Ali Mostaque Mollah (Old name) S/O-Ali nowaz mollah, Resident at, Vill-Kharadanga. Po-Duttapulia, Ps-Ranaghat, Dist-Nadia741504, I have changed my name to Mollah Ali Mostaque (New name) I shall be known as Mollah Ali Mostaque vide affidavit before the Notry at Berhampore on 16/04/2025 Mollah Ali Mostaque and Mohammed Ali Mostaque Mollah same and one identical person.

মোনাকো বিশ্বের ব্যয়বহুল শহরবিশ্বের শীর্ষ

ক্রুশেষ,১৬ এপ্রিলঃ মোনাকো বিশ্বের ব্যয়বহুল শহরবিশ্বের শীর্ষ ধনী শহর ২০২৫' শীর্ষক এক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যুক্তরাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ ও অভিবাসন পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্স। ৮ এপ্রিল প্রকাশিত প্রতিবেদনে বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহর হিসেবে উঠে এসেছে মোনাকোর নাম। কেন এই শহর এত ব্যয়বহুল, ১. মোনাকো ইউরোপের একটি নগররাষ্ট্র। দেশটির আয়তন মাত্র দুই বর্গকিলোমিটার। আয়তনের দিক থেকে বিশ্বের দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম স্বাধীন এই দেশের জনসংখ্যা প্রায় ৩৯ হাজার।২. ছোট দেশটি বিশ্বের সবচেয়ে বিত্তশালী মানুষদের নিরাপদ আবাসস্থল। প্রত্যেকের গড় সম্পদের পরিমাণ ২ কোটি ডলারের বেশি। মোনাকোর ৪০ শতাংশের বেশি বাসিন্দা কোটিপতি। মাথাপিছু সম্পদের ভিত্তিতে শহরটি বিশ্বে শীর্ষস্থানীয়। ৩. সীমিত ভূমি, ধনী ব্যক্তি ও বিনিয়োগকারীদের উচ্চ চাহিদার কারণে মোনাকোতে সম্পত্তির দাম বিশ্বের সবচেয়ে বেশি। এই শহরে অ্যাপার্টমেন্টের দাম প্রতি বর্গমিটার ৩৮ হাজার ডলার (প্রায় ৪৭ লাখ টাকা)। অর্থাৎ ১০০ বর্গমিটারের (প্রায় ১ হাজার ৭৬ বর্গফুট) একটি অ্যাপার্টমেন্ট কিনতে হলে খরচ করতে হবে ৪৭ কোটি টাকা। গুরুত্বপূর্ণ স্থান হলে দাম আরও বেশি। ৪. এমন একটি শহরে মাসিক বাসাভাড়া কত হতে পারে, আন্দাজ করতে পারেন? শহরের কেন্দ্রে একটি এক বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া প্রতি মাসে সাড়ে পাঁচ লাখ (সাড়ে চার হাজার ডলার) থেকে নয় লাখ টাকা (সাড়ে সাত হাজার ডলার) পর্যন্ত হয়ে থাকে। বড় ইউনিটগুলোর ভাড়া ১৩ থেকে সাড়ে ১৩ লাখ টাকা ছাড়িয়ে যায়। ৫. মোনাকো শহরকে আভিজাত্য আর বিলাসিতার প্রতিশব্দ বলা যেতে পারে। মুদিপণ্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন সেবাপণ্য, পরিবহণ, স্বাস্থ্যসেবাসবকিছুই বিশ্বের অন্য যেকোনো স্থানের চেয়ে অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এখানে মাসিক পার্কিং ফি ৪০ হাজার থেকে দেড় লাখ টাকা পর্যন্ত হতে পারে।

ছয়দিন পর পুকুর থেকে উদ্ধার নিখোঁজ ১০ বছরের বালকের মৃতদেহ

পাথারকান্দি, ১৬ এপ্রিলঃ ছয়দিন পর পুকুর থেকে উদ্ধার হয়েছে নিখোঁজ ১০ বছর বয়সি এক বালকের মৃতদেহ। মৃত বালককে পাথারকান্দি থানাধীন আসিমগঞ্জের কামারবন্দ গ্রামের বাসিন্দা জনৈক জামাল উদ্দিনের ছেলে আসিমগঞ্জ এলাকায় অবস্থিত সেন্ট্রাল পাবলিক স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র সুয়েল আহমেদ বলে শনাক্ত করা হয়েছে। আজ বুধবার সকালে স্থানীয় কতিপয় বাসিন্দা কামারবন্দ গ্রামে তাদের বাড়ি থেকে প্রায় ৪০০ মিটার দূরে একটি পুকুরে ভাসমান মৃতদেহ দেখে সঙ্গে সঙ্গে খবর দেন পাথারকান্দি থানায়। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে থানা থেকে ওসি সহ পুলিশের দল এবং শ্রীভূমি জেলা সদর থেকে পুলিশ সুপার পার্থপ্রতিম দাস অকুস্থলে ছুটে যান। এদিকে আজ অপরাহ্নে পাথারকান্দি সমজেলার কমিশনার মির্নাভাদেবী আরামবামের উপস্থিতিতে স্থানীয়দের সহায়তায় পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে। প্রাথমিক ইনকুয়েস্ট করে মৃতদেহটির ময়না তদন্তের জন্য শ্রীভূমি সিভিল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার রাত থেকে নিখোঁজ ছিল সুয়েল আহমেদ। কর্মসূত্রে সুয়েলের বাবা থাকেন বহিঃ রাজ্যে। ছেলে নিখোঁজ হয়েছে খবর পেয়ে তড়িঘড়ি বাড়ি আসেন তিনি। এদিকে ছেলে নিখোঁজ হওয়ার পর তার মা পাথারকান্দি থানায় একটি লিখিত এফআইআর দায়ের করেন।

সোনার দাম বাড়ছে তবু কেনাকাটায় খামতি নেই

কথায় আছে সোনার সংসার কিন্তু নিত্য দিনের সোনার দাম বেড়েই চলেছে, চিন্তায় ফেলেছে ক্রেতাদের। তবুও বাজারে সোনার কেনাকাটায় কোন খামতি নেই। নববর্ষের পয়লা বৈশাখে মহা ধুমধামে নতুন করে সূচিত হল দক্ষিন কোলকাতার টালিগঞ্জ সংলগ্ন ৩৭৮ রায় বাহাদুর রোড তিন রাস্তার মোরে ফ্যান্সি জুয়েলার্সের নতুন ভবন। উপচে পড়া ভিড়ে সোনায় সজ্জিত দোকানের ১০০০টাকা থেকে ৩ লক্ষ টাকার পায়ের আঙ্গটা থেকে শুরু করে সোনার নাকছাবি পাথর কাজ করা দুহাজারী- সোনার বড় সোনার নাকছাবি। এমনকি হলমার্ক সোনার ভরাট ডিজাইন করা আংটি পলা, হলমার্ক সোনার লকেট সোনার ফ্যান্সি ডিজাইন কানের দুল, হলমার্ক সোনার বড় ও ছোট পেন্ডেন্ট পেস্টিং, হলমার্ক সোনার ৩ পিস এর সেলিসেট সোনার লোহা বাঁধানো , হীরের নাকছাবি, পলা বাঁধানো, শাখা বাঁধানো,সোনায় আংটি, ব্রেসলেট, সোনার টাই হার এবং সোনার রতন চূড়,বিবাহ কালেকশন দেখতে ও কিনতে এদিনের ভিড় আধুনিক ডিজাইনের অলংকার সম্ভারের জন্য। এদিনের বিশেষ আকর্ষণ ছিল মজুরিতে ৩০ শতাংশ ছাড় তৎসহ নানান উপহার ও পুরস্কার স্বরূপ স্কুটি সহ আরো অনেক কিছু জানালেন ফ্যান্সি জুয়েলার্সের কর্ণধার বাবু সরকার। বছরের অন্য সময়েও অন্য আকর্ষণ থাকে বলে জানালেন ফ্যান্সির ম্যানেজার অভিজিৎ দাস।

মুখ্যমন্ত্রীর পর্যালোচনা বৈঠক

আগরতলা, ১৬ এপ্রিল ঃ ত্রিপুরার উন্নয়ন, জনগণের অভাব অভিযোগ এবং সমস্যাগুলি কিভাবে দ্রুত সমাধান করা যায় সেই বিষয়ে জেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। বুধবার সচিবালয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের ৮ জেলার জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপার সহ পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নমূলক কাজকর্ম, আইন শৃঙ্খলা ও জনগণের অভাব অভিযোগ সম্পর্কিত বিষয়সমূহ নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন। বৈঠকে স্বাস্থ্য, পানীয়জল, শিক্ষা, আইন শৃঙ্খলা, রাস্তাঘাট, মাদক পাচারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবৈধ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয় সমূহ গুরুত্ব সহ আলোচিত হয়। আগরতলা শহরে পানীয়জল সরবরাহ, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মুখ্যমন্ত্রী সভায় গুরুত্বারোপ করেন।

স্বনামধন্য চলচ্চিত্র পরিচালক অশোক বিশ্বনাথন পেলেন এই বছরের সেরার সেরা বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মান। শ্রী বিশ্বনাথন ছাড়াও ইণ্ডিয়ান কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন নিবেদিত ও সন্ধ্যা প্রকাশন আয়োজিত বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মান ২০২৫ পেয়েছেন আরো ১১ জন, যাদের মধ্যে রয়েছেন ২ জন শিশু। আজ অপরাহ্নে প্রেস ক্লাব কলকাতা-য় আয়োজিত এই বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মান প্রদান সমারোহে উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়ান সাংবাদিক জয়ন্ত চক্রবর্তী, লেখক নলিনী বেরা, বাংলা রাজনীতি-র সম্পাদক ও সন্ধ্যা প্রকাশনী-র কর্ণধার শঙ্কর দত্ত, সাংবাদিক ও চলচ্চিত্র প্রযোজক ঋতব্রত ভট্টাচার্য, শ্যামলেন্দু মিত্র, তোচন ঘোষ সহ আরো অনেকে। ছবি সুবল সাহা

ন্যাশনাল বোর্ড অফ কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো বর্ষবরণ উৎসব

দুরন্ত বার্তা, নামখানা, ১৬ এপ্রিলঃ নামখানা ন্যাশনাল বোর্ড অফ কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো বর্ষবরণ উৎসব। প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নামখানা ব্লকের নারায়ণপুরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয় বাংলা নববর্ষকে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড.শান্তনু বেরা, দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের সদস্য অখিলেশ বারুই, উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক সন্তোষ কুমার জানা, বিশিষ্ট সমাজসেবী রায়চাঁদ গায়েন, সত্যব্রত নন্দ, মায়া নন্দ, ট্রেনিং সেন্টারের কর্ণধার সায়ন সরদার, পঞ্চায়েত সমিতির দেবাশীষ বাবু সহ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বনামধন্য সংগীত শিল্পী এবং নিত্য শিল্পীরা। এই ট্রেনিং সেন্টারের কর্ণধার সায়ন সরদার তিনি বলেন, একটা ছাদের নিচে আমার এই প্লাটফর্ম করার একটাই উদ্দেশ্য যে ছাত্রছাত্রীদেরকে আর বিভিন্ন জায়গায় দৌড়াতে হবে না। একটা ছাদের নিচে তার পছন্দের সেরাটা সে নিতে পারবে। অনেক ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে যারা পড়াশুনায় ভালো কিন্তু দেখা গেছে যে মানসিক প্রশান্তির ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা রয়েছে, ছাত্রীদের একদম হাতে-কলমে তাদের সেরাটা দেওয়া হয়। আমাদের এখানে চারটে কোর্স করানো হয়, কম্পিউটার শেখানো, মেকোভার সেকশন রয়েছে, সুর তাল লয়, এবং রয়েছে সাকসেস কোচিং সেন্টার। স্থানীয় শুধু নয়, এখানে কলকাতা থেকেও স্যারেরা আসেন আমার এখানে ছাত্রছাত্রীদের পড়াতে।

শিশুমৃত্যুতে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ, হাসপাতালে দফায় দফায় বিক্ষোভ পরিবারের

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ১৬ এপ্রিল ঃ শিশুমৃত্যুতে আবার চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথির দু'নম্বর ব্লকের বসন্তিয়া গ্রামীণ হাসপাতালে। গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে হাসপাতাল চত্বর। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন মৃত শিশুর পরিবারের লোকজন। পরিবার সূত্রে খবর, মঙ্গলবার রাতে শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে শিশুকন্যাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। চিকিৎসা চলাকালীন তার শারীরিক অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি বলে জানিয়েছেন পরিবারের লোকজন। রাতেই ওই হাসপাতালে মৃত্যু হয় ছ'বছরের শিশুকন্যার। এরপরই হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন পরিবারের লোকজন। বুধবার সকালেও দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে হাসপাতাল চত্বর। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে হাসপাতাল ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান পরিবারের সদস্যরা। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কাঁথি থানার পুলিশ। দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এই প্রসঙ্গে মৃত শিশুটির মা বলেন, গতকাল রাত বারোটা নাগাদ মেয়ে অসুস্থ বোধ করায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলাম। চিকিৎসকরা ইঞ্জেকশন দিয়ে বাড়ি ফিরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ওর শরীর আবার খারাপ হতে থাকে। ফের হাসপাতালে নিয়ে আসি। তখন কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মেয়ের হাতে চ্যানেল করে চার-পাঁচটা ইঞ্জেকশন দেন। এরপর আমার মেয়ে কেমন হয়ে যায়। পরে বুঝতে পারি, ও মারা গেছে। অন্যদিকে, বসন্তিয়া গ্রামীণ হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক বলেন, চিকিৎসার গাফিলতির যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, সেটি ভুল। আমরা ওই শিশুকে বাঁচানের সবরকম চেষ্টা করেছিলাম। শুধু তাই নয়, তাকে আমরা অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরের প্রক্রিয়াও শুরু করে দিয়েছিলাম। খবর দেওয়া হয়েছিল অ্যাম্বুল্যান্সকে। কিন্তু তার মধ্যেই মেয়েটির মৃত্যু হয়। এই ধরনের ঘটনায় আবারও গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন মৃতের পরিবারের সদস্যরা।

বোলপুরে জমজমাট 'কাঞ্চিদেশ উৎসব'

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৬ এপ্রিল ঃ বীরভূমের জাগ্রত পীঠস্থান শান্তিনিকেতনের অদূরে অবস্থিত কঙ্কালীতলার সতীপীঠ। কথিত আছে, মোট ৫১ টি সতীপীঠ রয়েছে। তার মধ্যে পাঁচটি পীঠস্থান রয়েছে বীরভূমে। শান্তিনিকেতন থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরেই বীরভূমের শেষ সতীপীঠ কঙ্কালীতলার মন্দির। মন্দিরের আবির্ভাব দিবস উপলক্ষ্যে সাত দিনের জন্য শুরু হয়েছে কাঞ্চিদেশ উৎসব। গ্রাম বাংলার হরেক জিনিসের পসরা নিয়ে হাজির দোকানীরা। কঙ্কালীতলা মন্দিরের এক সেবায়েত জানান, যেহেতু ৫১ টি সতীপীঠের মধ্যে শেষ সতীপীঠ কঙ্কালীতলা, তাই বাংলা বছরের শেষ দিনটি আবির্ভাব তিথি হিসাবে পালন করা হয়। নীল ষষ্ঠীর দিন থেকে কঙ্কালীতলা মন্দিরের পাশের মাঠে শুরু হয় 'কাঞ্চিদেশ উৎসব' মেলা। পাবেন হাতে তৈরি পাখা, কুলো, ঝুরি থেকে শুরু করে আরও কত কী! প্রত্যেক বছর এই মেলা বসে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

চালু ইন্টারনেট পরিষেবা, এখনও থমথমে ধুলিয়ানে মোতায়েন বাহিনী

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৬ এপ্রিল ঃ ধীরে ধীরে হলেও স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে মুর্শিদাবাদ। নতুন করে কোনও হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেনি। পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল চলছে নিয়মিত, স্পর্শকাতর এলাকায় বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। এমতাবস্থায় বুধবার সামশেরগঞ্জ ছাড়া সর্বত্রই ইন্টারনেট পরিষেবা চালু করা হয়েছে। এখনও জারি রয়েছে ১৬৩ ধারা। সংশোধিত ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে গত শুক্রবার থেকে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মুর্শিদাবাদের একটি অংশ। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে ইতিমধ্যেই একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে পুলিশ-প্রশাসনের তরফে। ইতিমধ্যেই দোকান খুলেছে, যানবাহনও চলাচল করছে। নতুন করে আর অশান্তির ঘটনা ঘটেনি, ভয়ে- আতঙ্কে যারা মালদা চলে গেছেন, তাঁদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। তবে, মালদার ত্রাণ শিবিরে থাকা মানুষজন এখনও আতঙ্কেই রয়েছেন। ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে মুর্শিদাবাদে যে অশান্ত হয়েছে, তারপর থেকে কয়েকদিন অতিক্রান্ত হয়েছে। তবুও এখনও থমথমে রয়েছে পরিস্থিতি। কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারা লাগাতার টহল দিচ্ছেন।

দোকান-বাজার খুলেছে, তবুও যেন পরিস্থিতি থমথমে রয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমার অন্তর্গত ধুলিয়ান শহর গত ১১ এপ্রিল অশান্ত হয়ে উঠেছিল, সেখানে বুধবারও নিরাপত্তা বাহিনী রয়েছে। সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা এখন শান্তি চাইছেন। বুধবার সকালে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেছেন, এখানে যা ঘটেছে তা ঠিক নয়। ওয়াকফ আইনের বিরোধিতা করার নামে হিন্দুদের বাড়িঘর এবং মন্দির ভাঙচুর করা হয়েছে। পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে। সকল হিন্দু এবং মুসলিম এখানে একসঙ্গে থাকে, কিন্তু যদি কেউ বাইরে থেকে এসে দাঙ্গা উস্কে দেয়, তাহলে তা ভুল। আমরা চাই সবাই শান্তিতে থাকুক এবং স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুক।

বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক বিভাগে রয়েছে পিএইচডির করার সুযোগ, অনলাইনেই আবেদনপত্র জমা

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৬ এপ্রিল ঃ উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্যে বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয় পিএইচডি প্রোগ্রাম সংক্রান্ত সম্পূর্ণ তথ্য জেনে নিন।

বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে কৈশোর পর্যায় রয়েছে। ইতিমধ্যেই বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে রয়েছে পিএইচডি করার সুযোগ। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে নাম নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়া। নাম নথিভুক্তকরণ প্রক্রিয়া শুরু বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি প্রোগ্রামের জন্য। ১৮ তারিখ এই বিষয়ে বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি (PDF নিচে যুক্ত করা আছে) প্রকাশ করা হয়েছে। মূলত ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের কথা মাথায় রেখে এই পিএইচডি প্রোগ্রামের আয়োজন করা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে। বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক বিভাগে রয়েছে পিএইচডি-র করার সুযোগ। একমাত্র অনলাইনেই আবেদনপত্র জমা দেওয়া যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বিভাগে পিএইচডি করার সুযোগ রয়েছে সেগুলি হল, ভূগোল, ইতিহাস, আইন, গণিত, ফিজিক্স, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সংস্কৃত, বাংলা, বোটানি, কেমিস্ট্রি, এডুকেশন, ইংরেজি, এবং সমাজবিদ্যা বিভাগে পিএইচডির সুযোগ রয়েছে। এবার আসা যাক আসনসংখ্যায়, বাংলা-৩৫, বোটানি-৬, কেমিস্ট্রি-২০,এডুকেশন-১, ইংরেজি-১৯, ভূগোল-৪,ইতিহাস-১৪, আইন-৬,গণিত-২৬,ফিজিক্স-৬, রাষ্ট্রবিজ্ঞান-৫, সংস্কৃত-৯, সমাজবিদ্যা-২। পিএইচডির জন্য এনরোলমেন্ট এবং রেজিস্ট্রেশনের জন্য পড়ুয়াদের ৪০০০ এবং ৮০০০ টাকা জমা দিতে হবে যথাক্রমে। এছাড়া অন্যান্য বিষয়ে খরচের মাত্রা বলা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে। রিসার্চ এলিজিবিলিটি টেস্ট (রেট) নামক লিখিত পরীক্ষা সঙ্গে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে পড়ুয়াদের যাচাইয়ের পরই পিএইচডির সুযোগ দেওয়া হবে। যাঁরা ইউজিসি নেট, ইউজিসি-সিএসআইআর নেট, গেট, সিড এবং জাতীয় স্তরের এলিজিবিলি টেস্টে উত্তীর্ণ হওয়ার পাশাপাশি বর্তমানে ফেলোশিপ স্কলারশিপ পাচ্ছেন, তাঁদের যোগ্যতা যাচাই হবে শুধু মাত্র ইন্টারভিউয়ের দ্বারাই। অসংরক্ষিত শ্রেণির জন্যে ৮০০ টাকা এবং ১০০০ টাকা জমা দিতে হবে যথাক্রমে। আবেদনের শেষ দিন ১ ফেব্রুয়ারি।

আটা মিলে আন্ডারগ্রাউন্ড বিদ্যুৎ সংযোগ, হাইকোর্টের নির্দেশে শুরু কাজ

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৬ এপ্রিল ঃ পানাগড় হনুমান মন্দির এলাকার এক বেসরকারি আটা মিলে বুধবার হাইকোর্টের নির্দেশে কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় শুরু হল আন্ডারগ্রাউন্ড বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ। জনবসতিপূর্ণ এলাকায় ১১ কেভি ওভারহেড লাইন বসানো নিয়ে আপত্তি জানিয়ে স্থানীয়রা আগে থেকে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। ঝুঁকির কারণেই প্রশাসন আন্ডারগ্রাউন্ড সংযোগের পরামর্শ দেয়। তবে ড্রেনেজ ও জলের পাইপলাইনের কথা তুলে তাতেও আপত্তি ওঠে। শেষে আটা মিল কর্তৃপক্ষ হাইকোর্টে যায়। ২০২৩ সালের ১১ ডিসেম্বর হাইকোর্ট আন্ডারগ্রাউন্ড সংযোগের অনুমতি দেয় সমস্ত সুরক্ষা বিধি মেনে। বুধবার সেই নির্দেশ মেনে কংক্রিট রাস্তার মাঝখান দিয়ে প্রায় দেড় মিটার গভীরে আড়াইশো মিটার বিদ্যুৎ তার পাতার কাজ শুরু হয়। আটা মিলের মালিক রতন আগরওয়াল জানান, হাইকোর্টের নির্দেশ মেনেই সম্পূর্ণ সুরক্ষা বিধি মেনে সংযোগের কাজ চলছে। বিশৃঙ্খলা এড়াতে এলাকায় মোতায়েন ছিল প্রচুর পুলিশ।

ট্রেনেও মিলবে এটিএম, পরীক্ষামূলক ট্রায়াল রান সফলভাবে সম্পন্ন

মুম্বই, ১৬ এপ্রিল ঃ প্রায়শই ট্রেনে নগদ টাকার সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় যাত্রীদের। অনেক সময় যারা দূরপাল্লার জার্নি করেন তারা সঙ্গে করে নগদ টাকা রাখতে পারেন না। ট্রেনে খাবার, পানীয় এবং অন্যান্য জিনিস কেনার জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নগদ অর্থই ব্যবহার করতে হয়। যাত্রীদের সুবিধার্থে ভারতীয় রেল এবার এক অনন্য উদ্যোগ নিয়েছে। এখন ট্রেনেও মিলবে এটিএম, সহজেই তোলা যাবে টাকা। পরীক্ষামূলক ট্রায়াল রান সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে বুধবার। সেন্ট্রাল রেলওয়ে ও রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বুধবার জানিয়েছে, এটিএম অন হুইলস প্রকল্পের পরীক্ষামূলক পরিচালনা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কেন্দ্রীয় রেলওয়ে মনমাড-সিএসএমটি পঞ্চবতী এক্সপ্রেসে ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্রের প্রথম এটিএম স্থাপন করা হয়েছে। সেই এটিএম থেকে সহজেই তোলা হয়েছে টাকা।

বদলের বাংলাদেশে কমে আসছে ইলিশের উৎপাদন!

ঢাকা, ১৬ এপ্রিল ঃ বদলের বাংলাদেশে কমে আসছে ইলিশের উৎপাদন! উপযোগী আবহাওয়া ও ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে মোট ইলিশের ৮৬ শতাংশই উপাদন হয় নদীমাতৃক বাংলাদেশে। সামুদ্রিক মাছ হলেও ডিম ছাড়তে স্রোতঃশীল নদীতে আসে ইলিশ। তবে ইলিশ বেশ সংবেদনশীল মাছ। প্রতিকূল আবহাওয়ায় খুব ঘন ঘনই পরিবর্তন করে গতিপথ। সম্প্রতি বাংলাদেশেও জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে পাল্টে যাচ্ছে ইলিশের আবাস ও জীবনাচরণ। নদ-নদীর দূষণে কমছে উৎপাদনও। বিশেষজ্ঞরা জানান, নোনা জলের ইলিশ ডিম পাড়তে নদীর উজান ঠেলে মিঠে জলে উঠে আসে। ডিম ছেড়ে আবার ভাটিতে গা ভাসিয়ে ধরে সাগরের পথ। এজন্য প্রয়োজন হয় পর্যাপ্ত জলপ্রবাহের। বাংলাদেশে বর্ষা মরসুমে অর্থাৎ, জুলাই থেকে অক্টোবরে মেঘনা নদীর নিম্নাঞ্চলের জল স্বচ্ছ হয়ে ওঠে এবং তাতে লবণাক্ততা থাকে না। আবার প্রবল স্রোত ও জোয়ার- ভাটার কারণে ইলিশ সমুদ্র থেকে নদীতে আসতে শুরু করে। পাশাপাশি ইলিশের ডিম ছাড়ার সময় প্রচুর অক্সিজেন প্রয়োজন হয়। বর্ষায় নদীর জল তুলনামূলক উত্তাল থাকে বেশি। এই সময়ে জলে অক্সিজেনের মাত্রাও বেশি থাকে। এছাড়া মাছের বংশবিস্তারে জলের তাপমাত্রাও খুব একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। এর উপর নির্ভর করেই নির্ধারিত হয় মাছের ডিম ছাড়ার সময়টি। এর সামান্য তারতম্য হলেই মা-ইলিশ ডিম নষ্ট করে ফেলে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে নদীতে দখল-দূষণ, ডুবোচর ও বিভিন্ন নির্মাণকাজ বেড়ে যাওয়া এবং পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ইলিশের বিচরণ-সহ সার্বিক জীবনচক্রে ব্যাঘাত ঘটছে। ফলে ব্যাঘাত ঘটছে এর প্রজননে। বাংলাদেশের মৎস্য অধিদফতর সূত্রে জানা গেছে, ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বাংলাদেশে মোট ইলিশ উপাদন হয়েছিল ২ লাখ ৯৮ হাজার টন। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তা বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ, অর্থা ৫ লাখ ১৭ হাজার টনে উন্নীত হয়েছিল। কিন্তু এর পর থেকেই ইলিশ আহরণ নানা কারণে শ্লথ হয়ে আসে। গত অর্থবছরে উৎপাদন তো বাড়েইনি, উল্টো কমেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশে ৫ লাখ ৭১ হাজার টন ইলিশ ধরা পড়লেও গত অর্থবছরে তা কমে ৫ লাখ ২৯ হাজার টনে এসে দাঁড়ায়। সেই হিসেবে ইলিশের আহরণ কমেছে ৪২ হাজার টন! কেন কমছে? বাংলাদেশে ইলিশ আহরণ কমার পেছনে নদ-নদীর দূষণকেই বড় কারণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞেরা। তাঁরা বলছেন, ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর দূষণ শীতলক্ষ্যা হয়ে মেঘনায় যাচ্ছে, আর মেঘনা ইলিশ মাছের অন্যতম চলাচলের জায়গা। কিন্তু দিন দিন দূষণ বৃদ্ধির ফলে এখানে মাছের চলাচল কমে এসেছে। এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. নিয়ামুল নাসের বলেন, দূষণের কারণে জলে অক্সিজেনের মাত্রা কমে গেলে যে কোনো মাছ তার আবাস বদলায়। একই ভাবে ইলিশ যখন দেখে পদ্মা বা মেঘনায় দূষণ, তখন সে ওই এলাকায় আর ডিম পাড়তে আসে না। বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশ ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবেও স্বীকৃতি পেয়েছে। ওয়ার্ল্ড ফিশের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, বিশ্বের মোট ইলিশের ৮৬ শতাংশই উৎপাদন হয় বাংলাদেশে। বাংলাদেশে রয়েছে এর চারটি প্রজনন ক্ষেত্র ও ছয়টি অভয়াশ্রম। বাংলাদেশের চট্টগ্রামের মিরসরাই থেকে শুরু করে ভোলার লালমোহন উপজেলা পর্যন্ত নদী-অঞ্চল হল ইলিশের সবচেয়ে বড় প্রজননক্ষেত্র। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, বঙ্গোপসাগর থেকে ইলিশ প্রবেশের মূল পথ হল মেঘনা। সেই মেঘনার বিভিন্ন স্থানে পলি জমে ডেগার চর ও ডুবোচর সৃষ্টি হয়ে আছে। ফলে মা- ইলিশ ডিম ছাড়ার জন্য মিঠে জলে প্রবেশে বাধা পাচ্ছে এবং আবার সাগরেই ফিরে যাচ্ছে। ওদিকে মেঘনায় ফোটা ইলিশের পোনাও বড় হওয়ার জন্য সমুদ্রে যেতে পারছে না। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বর্ষায় বৃষ্টিও কম হতে দেখা যাচ্ছে। এতে মিঠে জলের স্তর কমছে, বেড়ে যাচ্ছে তাপমাত্রা। এর সম্মিলিত প্রভাব পড়ছে মেঘনায় আবদ্ধ ইলিশ ও জাটকার উপর। এদিকে বাংলাদেশে নির্দিষ্ট সময়ে মাছ ধরায় নিষেধ থাকলেও অবাধে মা- ইলিশ ও জাটকা নিধন করে চলেন অসাধু জেলেরা। এ কারণেও দিন দিন মেঘনা থেকে সুস্বাদু ইলিশ হারিয়ে যাচ্ছে।

মানসিক ও যৌন হেনস্থা ছাত্রীকে! আন্দোলনে সরব ছাত্রছাত্রীরা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ এপ্রিল ঃ আবার উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে থ্রেট কালচার, র‍্যাগিং ও এক শিক্ষানবীশ ছাত্রীকে মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। সাসপেন্ড করা হল অভিযুক্ত ফিজিওথেরাপি বিভাগের ইনচার্জকে। পাঠানো হল ছুটিতে। তাঁর বৃহত্তর শাস্তির দাবিতে বিভাগের সামনে বুধবার বিক্ষোভ দেখান পড়ুয়ারা। ফিজিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড রি-হ্যাবিলিটেশন বিভাগের প্রথম বর্ষের এক ছাত্রী গত ৪ এপ্রিল অধ্যক্ষের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগে জানান ফিজিওথ্যারাপি সেকশনের ডিপ্লোমা কোর্সের ইনচার্জ প্রতাপ নন্দীর বিরুদ্ধে। মানসিক নির্যাতনের পাশাপাশি তাঁকে পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেওয়া-সহ সব নিয়েই কটুক্তির অভিযোগ করেন ওই ছাত্রী। এমনকি ক্লাস রুমে ডেকেও বাজে মন্তব্য করা হয়েছে তাঁকে বলে অভিযোগ সেই ছাত্রীর। এদিকে, অধ্যক্ষকে জানানোর পরও কোনও সদুত্তর না-মেলায় বুধবার বিভাগের সামনেই বিক্ষোভ অবস্থান দেখান ফিজিওথেরাপি বিভাগের পড়ুয়ারা। বিভাগের সামনে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি কাজকর্ম সবটাই বন্ধ করে দেন তাঁরা। বিক্ষোভের পর বিভাগীয় প্রধান পার্থপ্রতিম পানের সঙ্গে সমাধান সূত্র বের করতে বৈঠক হয় বিক্ষোভকারীদের। সাতদিনের মধ্যে অভিযোগের ভিত্তিতে পদক্ষেপ করবে কলেজ কর্তৃপক্ষ ও তদন্ত কমিটি। এই আশ্বাস মিললে বিক্ষোভ তোলে।

বাড়বে চীন সীমান্তে ভারতীয় সেনার লজেস্টিক সাপোর্ট

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৬ এপ্রিল ঃ জলপাইগুড়ির জঙ্গল চিরে চীন সীমান্ত পর্যন্ত সড়ক , উদ্বোধন করবেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। বাড়বে চীন সীমান্তে ভারতীয় সেনার লজেস্টিক সাপোর্ট। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে টানাপোড়নের মাঝেই ভারত - চিন সীমান্ত সুরক্ষা বিষয়ে কয়েক ধাপ এগিয়ে যেতে চলছে দেশ। হিমালয় অঞ্চলের মধ্যে একদিকে যেমন সিকিমে অবস্থিত নাথুলা সীমান্ত ভারতের কাছে বিশেষ অগ্রাধিকার রাখে, ঠিক তেমনটাই অরুণাচল রাজ্যের ডোকলাম সাম্প্রতিক সময়ে বিশেষ নজরে রয়েছে ভারতীয় সেনা বাহিনীর চোখে। এই অঞ্চলে যে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দ্রুত সেনাকে লজেস্টিক সাপোর্ট পৌঁছে দিতেই জলপাইগুড়ির মেটেলি এবং নাগরা কাটা থানার মধ্যবর্তী অংশের খুনিয়া মোড় থেকে চাপরা মারি জঙ্গলের বুক চিরে বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন, (বি আর ও) দ্বারা বিশেষ রাস্তা নির্মাণের প্রথম ১২ কিলোমিটার, খুনিয়া মোড় থেকে কুমানি পর্যন্ত দীর্ঘ পথের উদ্বোধন হতে যাচ্ছে আগামী ২২ এপ্রিল দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং দ্বারা ভার্চুয়ালি। আর এতেই সাজো সাজো রব খুনিয়া মোড়ে। এদিকে চলছে উদ্বোধনের দিনে আগত সেনা বাহিনী, বি আরও, আধিকারিক সহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে স্বাগত জানাতে তরণ সহ অনুষ্ঠান মঞ্চ। এই প্রসঙ্গে বি আর ও কর্মী হরিশ গোয়ালা জানান, আগামী ২২ এপ্রিল দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং প্রথম ধাপের ১২ কিলোমিটার রাস্তার উদ্বোধন করবেন, সে দিনের অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতি চলছে। অপরদিকে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, নতুন রাস্তাটি অনেক চওড়া ,এর ফলে জঙ্গল পথে যেতে অনেকটাই সুবিধে এবং বিপদের ঝুঁকি কমে যাবে, কারণ জঙ্গল আর রাস্তা দূরত্ব বেড়ে যাওয়ায় বন্য প্রাণীদের থেকে অনেকটাই রক্ষা পাওয়া যাবে।

দুঃসাহসিক চুরি, তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ এপ্রিল ঃ শিলিগুড়ি ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের ভক্তিনগর এলাকায় দুঃসাহসিক চুরি। ঘটনার তদন্তে এনজেপি থানার পুলিশ। জানালা দিয়ে লাঠি ঢুকিয়ে দরজার ছিটকিনি খুলে নগদ সহ লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী নিয়ে চম্পট দিল চোরের দল। এমন ঘটনায় হতবম্ব স্থানীয় থেকে পুলিশ প্রশাসন। চুরির ঘটনা দুস্কৃতিরা ঘটালেও বিন্দুমাত্র টের পায়নি বাড়ির সদস্যরা। পরিবারের সদস্যদের সন্দেহ কোন নেশাজাতীয় স্প্রে করেই এমন কর্মকাণ্ড ঘটিয়েছে দুস্কৃতিরা। মঙ্গলবার রাত্রে এমনই ঘটনা ঘটলো শিলিগুড়ি পুরসভার ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের ভক্তিনগর এলাকায়। পরিবারের সদস্য অশীত মালাকার জানান, প্রতিদিনের মতোই জানালা খোলা রেখেই ঘুমাচ্ছিল পরিবারের সদস্যরা। আর সেই সুযোগ নিয়ে জানালা দিয়ে কিছু ঢুকিয়ে দরজা খুলে দুস্কৃতিরা ঘরে ঢুকে ৮০হাজার টাকা নগদ সহ লক্ষাধিক টাকার সোনার অলংকার চুরি করে পালিয়ে যায় । সকালে ঘুম থেকে উঠে তাদের বিষয়টি নজরে এলে খবর দেন পুলিশকে। নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ পৌঁছে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ইসরোতে মহাকাশবিজ্ঞান নিয়ে পঠনপাঠনের সুযোগ মিলল নিরাভ্রর

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৬ এপ্রিল ঃ ইসরোতে মহাকাশবিজ্ঞান নিয়ে পঠনপাঠনের সুযোগ মিলল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটের এক স্কুল পড়ুয়ার। দশম শ্রেণীর ছাত্র নিরাভ্র বসাক ইসরোতে মহাকাশযান নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সুযোগ পেয়েছে। গত ফেব্রুয়ারিতে ইসরোর সর্বভারতীয় স্তরের একটি পরীক্ষার মাধ্যমে ওই সুযোগ পেয়েছে নিরাভ্র। তাই ইসরো থেকে ১৪ দিনের জন্য একটি ইয়ং সায়েন্টিস্ট প্রোগ্রামে ডাক পেয়েছে সে। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাবন স্পেস রিসার্চ সেন্টারে ১৪ দিন ধরে পঠনপাঠন-সহ নানা গবেষণামূলক প্রশিক্ষণের সুযোগ থাকবে। আগামীতেও মহাকাশ গবেষণা নিয়েও পড়ার সুযোগ থাকবে বলে জানা গেছে। নিরাভ্র বসাক বালুরঘাট টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। বাড়ি

বালুরঘাট শহরের চকভবানি থানা পাড়ায়। তাঁর বাবা নেপাল বসাক ও মা মৌসুমী চৌধুরী দুজনই পেশায় শিক্ষক। তাঁর গৃহশিক্ষকের কাছে জানতে পেরে গত ফেব্রুয়ারি মাসে অনলাইনে ইসরোর 'যুবিকা' নামক একটি পরীক্ষায় বসে। এরপরেই সম্প্রতি এই পরীক্ষার রেজাল্ট বের হয়। এবছর পশ্চিমবঙ্গের ১০ জন ছাত্র এই সুযোগ পেয়েছে। তাদের মধ্যে এই জেলার একমাত্র ছাত্র বালুরঘাট শহরের নিরাভ্র। তার সাফল্যে খুশি সকলেই। আগামীতে মহাকাশবিজ্ঞানের উপর কাজ করতে চায় সে। এ বিষয়ে নিরাভ্রর বাবা নেপাল বসাক বলেন, ছোট থেকেই ছেলের মহাকাশ বিজ্ঞান ও গবেষণা নিয়ে যথেষ্টই আগ্রহ ছিল। এবার এই সুযোগ এসেছে। আগামী ১৬ই মে ইসরোর উদ্দেশ্যে রওনা দেব। মে মাসে ওই প্রশিক্ষণ হবে। ১৩ দিন ধরে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাবন স্পেস সেন্টারে বিশেষ প্রশিক্ষণ চলবে। মূলত কিভাবে ইসরো থেকে রকেট উৎক্ষেপণ করা হয, কিভাবে মহাকাশযান মহাকাশের পথে পাড়ি দেয়, এমনকি কিভাবে বিজ্ঞানীরা এই ধরনের গবেষণামূলক কাজ করেন সমস্ত কিছু বাস্তবে হাতে-কলমে শেখানো হবে তাদের। বর্তমানে ওই ছাত্রছাত্রীরা ইয়াং সায়েন্টিস্ট হিসেবে গবেষণামূলক পঠনপাঠন করবে।

লেপার্ডের হানায় আহত চা শ্রমিক

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৬ এপ্রিল ঃ লেপার্ডের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ। মহিলা চা শ্রমিকের কাছে পরাজিত হয়ে লেপার্ড পালিয়ে যায় ঝোপে। কিন্তু লেপার্ডের আক্রমণের দাগ শরীরে নিয়ে লুটিয়ে পড়নে ওই চা শ্রমিক। ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ার জেলার রাজাভাত চা বাগানে। বুধবার সকালে বাগানে ৯ নম্বর সেকশনে করছিল সকিলা আনসারি। সে সময় আচমকা এক লেপার্ড তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। লেপার্ডের সঙ্গে সাকিলার কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি চলে। লেপার্ড হার মেনে অন্যত্র চলে যায়। অন্যান্য শ্রমিকরা তারা দেখেন মাটিতে পড়ে রয়েছে সাকিলা। এরপর তারা সকিলাকে উদ্ধার করে লতাবাড়ি হাসপাতালে নিয়ে আসেন। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। তার শরীরে বিভিন্ন জায়গায় ক্ষত হয়েছে। ঘটনায় আতঙ্কের পরিবেশ বাগানে।

বাসে নাবালিকা ছাত্রীর গায়ে হাত, যুবককে মারধর

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৬ এপ্রিল ঃ বুধবার সকালের ঘটনা। ভিড় বাসে সবকিছুই ঠিকঠাক চলছিল। আচমকাই চিৎকার, হইচই। এক মহিলার চিৎকারে হইচই পড়ে গেল যাত্রীদের মধ্যেই। এর মধ্যেই এক যুবককে ধরে ঠেলাঠেলি করতে থাকেন কয়েকজন। ধীরে ধীরে জানা গেল আসল ঘটনা। নাবালিকা এক ছাত্রী গায়ে হাত দিয়েছে এক যুবক। তা নিয়ে প্রবল হইচই। ওই যুবককে বাস থেকে নামিয়ে বেধড়ক মারধর করে স্থানীয় বাসিন্দা ও বাসের সহযাত্রীরা। এদিন সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার রাইপুর ট্রাফিক মোড় এলাকায়। খবর পেয়ে রাইপুর থানার পুলিস অভিযুক্ত যুবককে আটক করে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে অন্যান্য দিনের মতোই বাঁকুড়া থেকে টাটা গামী একটি যাত্রীবাহী বাসে চড়ে রাইপুরে টিউশান যাচ্ছিল ক্লাস এইটের এক ছাত্রী। বাসের সহযাত্রী এক যুবক চলন্ত বাসের মধ্যেই নানা অছিলায় ওই ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ। বাসটি রাইপুর ট্রাফিক মোড়ে আসতেই ওই নিগৃহিতা ছাত্রী কাঁদতে কাঁদতে বাস থেকে নামলে স্থানীয়রা কান্নার কারন জানতে চায়। এই সময় ছাত্রী চলন্ত বাসে ওই যুবকের কুকীর্তির কথা জানালে উত্তেজিত স্থানীয় বাসিন্দা ও বাসের সহযাত্রীরা অভিযুক্তকে বাস থেকে নামিয়ে চড় থাপ্পড় মারতে শুরু করে। অভিযুক্তকে জুতো পেটাও করা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রাইপুর থানার পুলিস। অভিযুক্তকে প্রাথমিকভাবে আটক করা হয়। অভিযুক্তর পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।

টাকি পর্যটন কেন্দ্রের একাংশে সন্ধ্যে হলে নেমে আসছে অন্ধকার, ক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, টাকি, ১৬ এপ্রিল ঃ সন্ধ্যে হলেই অন্ধকার নেমে আসে টাকি পর্যটন কেন্দ্রে, ক্ষোভ বাড়ছে পর্যটকদের। রাজ্যের মানচিত্রে অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র হল টাকি। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে নানা পর্যটন কেন্দ্র, তার মধ্যে অন্যতম একটি টাকি। ইছামতি নদীর তীরে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত এই পর্যটন কেন্দ্রে সারা বছরই বহু পর্যটক এখানে ভিড় করেন। ইছামতি নদীর তীর থেকে বাংলাদেশের দৃশ্যপট দেখার পাশাপাশি প্রাচীন রাজবাড়ী, মিনি সুন্দরবন সহ প্রাচীন সৌন্দর্য্য এতটাই মনোরম যে এখানে এসে মন ভরে যায় পর্যটকদের। তবে এই টাকি পর্যটন কেন্দ্রের একাংশে সন্ধ্যে হলেই নেমে আসছে অন্ধকার। একাধিক বৈদ্যুতিক আলোক স্তম্ভ বিকল। একদিকে যেমন আলোর অভাব, ঠিক অপরদিকে ইছামতি নদীর পাড়ে বাংলাদেশের ওপারে দৃশ্যকে এক মুহূর্ত দেখার জন্য তৈরি বেঞ্চগুলোর অনেকাংশে ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে আছে। এর ফলে সন্ধ্যা হলে যেমন আলোর অভাব ঠিক অপরদিকে পরিকাঠামোর অভাববোধ করছেন পর্যটকরা। এই আলোর অভাব ও পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন তারা। টাকি পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ফারুক গাজী জানান, টাকিতে রাস্তার বেশ কিছু কাজ চলছে, এজন্য আলোগুলি বন্ধ রাখা হয়েছে সাময়িক। দ্রুত আলোর ব্যবস্থা করা হবে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ১২.০৪.২০২৫। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, রুম নং-৪৪, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অনলাইনে নিম্নলিখিত ই- টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রঃ নং ১। টেন্ডার নং ঃ টিএন-১১-২৫-২৬। কাজের নাম ঃ** সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার (এইচকিউ)/শিয়ালদহের অধীনে সকল আনুষঙ্গিক কাজ সহ শিয়ালদহ স্টেশনে, শিয়ালদহ স্টেশনের এনসিসি ইয়ার্ডের বিভিন্ন অফিসে জল সরবরাহের জন্য ১,০০০০০ গ্যালন ক্ষমতার আরসিসি ওভার হেড ট্যাঙ্ক নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৭০,৮৭,৯৭৩.১৬ টাকা। **ইএমডি ঃ** ২,৮৬,৯০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১২ (বারো) মাস। **ক্রঃ নং ২। টেন্ডার নং ঃ টিএন-১২-২৫-২৬। কাজের নাম ঃ** নিউ আলিপুর রেলওয়ে অফিসার্স কলোনী ও বার্ণ স্ট্যান্ডার্ড কলোনি (১৪ আলিপুর অ্যাভিনিউ ও ২৬ রাজা সন্তোষ রোড)ঃ- অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ওয়ার্কস)/II/শিয়ালদহের অধিক্ষেত্রাধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (ওয়ার্কস)/নিউ আলিপুরের অধীনে সকল অন্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ টাইপ-IV ও টাইপ-V কোয়ার্টারে মোজাইক ফ্লোরিং থেকে ভিট্রিফায়েড ফ্লোরিং-এ প্রতিস্থাপন সমেত বিশেষ মেরামতি, রঙ ধোয়া, রঙ করা ইত্যাদি এবং বাথরুম, কিচেনের বিশেষ মেরামতি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮২,৮০,২৩২ টাকা। **ইএমডি ঃ** ১,৬৫,৬০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য (অফেরৎযোগ্য) ঃ** উভয়ের জন্য শূন্য। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ০৬ (ছয়) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** উভয়ের জন্য ০৮.০৫.২০২৫-এ দুপুর ৩টা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** উভয়ের জন্য ০৮.০৫.২০২৫-এ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। টেন্ডার নথিপত্র ও অন্য বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিড জমা দিতে হবে। ম্যানুয়াল অফার বাতিল করা হবে।

(SDAH-12/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

SHORT NOTICE INVITING

QUOTATION Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows- **NIQ NO. - 02/Q of 2025-26** Temporary security lighting arrangement, Hiring of DG Set at Midnapore Circuit House & Helipad at different site of Midnapore & Salboni, Paschim Medinipur in connection with the Hon'ble V.V.I.P visit. on, 21th & 22 th April 2025.
Detail of works can be seen from of the undersigned on week days.
During office hours & from website: **www.pwdwb.in** Last dt. application: **19.04.2025 upto 01.30 P.M.** Last dt. permission: **19.04.2025 upto 02.00 P.M.** Last dt. Of receiving quotation: **19.04.2025 upto 03.30 P.M**. Dt. of Opening: **19.04.2025 at 04.00 P.M.**

SD/-
Executive Engineer
Paschim Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.

Office of the
SADIKPUR GRAM PANCHAYAT
P.O.-SADIKPUR, UNDER SUTI-1 DEV. BLOCK, DIST.-MURSHIDABAD, PIN-742223
Corrigendum Notice
NIT NO-(1) 01/SGP/15th CFC(tied)/ 2025-26 Memo No 02(14)/SGP/25-26 Dated 07.04.2025. (2) 02/SGP/5th SFC(Untied)/25-26 Memo No 03(14)/ SGP/25-26 Dated 07.04.2025. (3) 03/ SGP/5th SFC(tied)/25-26 Memo No 09(14)/SGP/2025-26 Dated 08.04.2025
Date of issue tender paper **07.04.2025 (08.04.2025 for NIT-03)** from **6.00 p.m.** Last date of Dropping tender paper **22.04.2025 up to 11.00 am.** Date of opening tender paper **24.04.2025 up to 11.00 am.** For details please visit office of the undersigned.
Sd/- Prodhan
Sadikpur Gram Panchayat

DAINHAT MUNICIPALITY
P.O.-DAINHAT,
DIST.: PURBA BURDWAN
For Details of floated e-tender against the Development work under **E-NIT 17D.M/ENGG/2024-25 (3rd Call) Date16/04/2025 E-NIT 01D.M/ENGG/2025-26. Date-16/04/2025**
For Details of floated corrigendum
No-07D.M/ENGG Date-11/04/2025
For Details Visit:
http://dainhatmunicipality.org & wbtenders.gov.in
Office Ph no **7478003845**
Sd/-
Chairman
Dainhat Municipality

NOTICE INVITING TENDER
1.e- Tender Reference No- P-I /13/689/BDO/RIDFXXX/2024-25, **Dated-11/04/2025** Tender ID: **2025_ZPHD_835765_1** has been floated Construction of Dining Hall at Parul Danga Nasratpur High School under Purbasthali-I Panchyat Samity, Fund RIDF-XXX.
2.Tender Reference No- P-I/12/686/EO/15th SAP/ 2024-25, **Dated-11/04/2025** has been floated 4 nos. tender under Purbasthali-I Panchyat Samity, Fund 15th F.C. SAAP.
Look for detail you may visit www.wbtenders.gov.in and office notice board.
Sd/-
Block Development Officer/E.O
Purbasthali-I Development Block/PS
Srirampur, Purba Bartlhatnan.

e-TENDER No:- eNIT No. 01/2025-26/ BhaGP dated- 16/04/2025(2nd call of Enit :04/2024-25/BhaGP) under 15th FC (2024-25) Fund
E-TENDER are hereby invited by the Pradhan, Bhalubasa Gram Panchayat from the bonafide and eligible contractor for the various scheme of 15th FC Fund. Last Date of Downloading of Documents (Online) **25/04/2025 upto 4.30 PM.** Last Date of Submission of Bid (Online) **25/04/2025 upto 4.30 PM.** Opening Date of Technical Bid (Online) **28/04/2025 after 10.30 AM.** DETAILS OF SCHEME WILL ALSO BE AVAILABLE AT GP OFFICE and OFFICE NOTICE BOARD.
Sd/- Pradhan
Bhalubasa Gram Panchayat

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SINGUR DEVELOPMENT BLOCK
SINGUR, HOOGHLY
NOTICE INVITING TENDER
Notice inviting e-Tender for 4 nos of work, **e-NIT No. 02/2025-26 bearing Memo No 990/BDO/Singur, Dated-11.04.2025** of the Office of the Block Dev. Officer, Singur Dev. Block, Singur, Hooghly, mentioned in the portal www.wbtenders.gov.in. For more details related to this e-NIT please login website:www.wbtenders.gov.in (Closing date: 24/04/2025 at 5:55 PM)
Sd/-B.D.O.
Singur Dev. Block

পূর্ব রেলওয়ে

শিয়ালদহ ডিভিশনে কেটারিং পরিষেবার ব্যবস্থার জন্য ০৪টি জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)-এর অ্যালটমেন্ট

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রুম নং ৪৪, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য কেটারিং ব্যবসায়ে তিন বছরের অভিজ্ঞতা আছে এরূপ একজন ব্যক্তিবিশেষ বা একচ্ছত্র-মালিকানাধীন সংস্থা বা কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি বা পার্টনারশিপ অ্যাক্ট, ১৯৩২-এর অধীনে রেজিস্টার্ড একটি অংশীদারভিত্তিক সংস্থা থেকে কম্পিটিটিভ, সিঙ্গল স্টেজ, দুই প্যাকেট সিস্টেমে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ঃ** মাত্র পাঁচ (০৫) বছর মেয়াদের জন্য শিয়ালদহ ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে/অবস্থানে মডিউলার কেটারিং স্টলের মাধ্যমে কেটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। যথাক্রমে **ক্রঃ নং ও স্টেশন; স্টেশনের শ্রেণী; ইউনিট নং; অবস্থান; ন্যূনতম বার্ষিক সংরক্ষিত মূল্য; বায়না রাশি (ইএমডি); বিড নথির মূল্য ঃ (১) শিয়ালদহ;** এ১; এসডিএএইচ/এস-১৯এ; পি.এফ. ১২/১৩ (ড্রইং অনুসারে); ৩০,১৮,৭৮৪ টাকা; ৩,১৪,০০০ টাকা; ৫,৬০০ টাকা। **(২) ব্যারাকপুর;** সি; বিপি-২/৭/৯/এ; পি.এফ. ২/৩ (ড্রইং অনুসারে); ২,৮৫,৪৮৯ টাকা; ২৯,৭০০ টাকা; ২,২৪০ টাকা। **(৩) মাঝেরহাট;** সি; এমজেটি-২/১/১; পি.এফ. ২ ও ৩ (ড্রইং অনুসারে);২,৩২,২২৩ টাকা; ২৪,২০০ টাকা; ২,২৪০ টাকা। **(৪) নিউ আলিপুর;** সি; এনএসিসি-১/১/১;পি.এফ. ১ (ড্রইং অনুসারে); ২,৩৩,৫৩২ টাকা; ২৪,৩০০ টাকা; ২,২৪০ টাকা। **ক্যাটিগরিঃ** প্রত্যেকটির জন্য জেনারেল। সংরক্ষিত মূল্য, টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য, বায়নামূল্য জমা, বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বলিত টেন্ডার নথিপত্র **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। আলোচ্য টেন্ডারের জন্য বিড উপরোক্ত ওয়েবসাইটে কেবলমাত্র ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে জমা করতে হবে। **বিড বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ০১.০৫.২০২৫-এ দুপুর ২টা।**

(SDAH-14/2025-26) **সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, শিয়ালদহ**

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বলে থুতু লাগানোর নিয়ম ফের চালু হওয়ার সুফল পাচ্ছেন পেসাররা, দাবি মোহিত শর্মার

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিলঃ করোনাকালে বলে থুতু লাগানোর নিয়মে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল আইসিসি। সংক্রমণ এড়াতেই এই নিয়ম বলবৎ হয়েছিল। এই সম্প্রতি অনেক বোলার সম্প্রতি মুখ খোলেন। সরব হন মহম্মদ সামির মতো বোলার। আওয়াজ তোলেন- লালা না লাগানোর জেরে বল আর আগের মতো রিভার্স সুইং হচ্ছে না। ফলে পেসাররা মার খাচ্ছেন। তাঁদের অধিকার খর্ব হচ্ছে। চলতি আইপিএলে যদিও এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে। বিসিসিআইয়ের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন অনেকে। বিশেষ করে, সিমারদের একটা বড় অংশ। যারা পুরনো বলে রিভার্স সুইংকে অস্ত্র হিসেবে কাজে লাগিয়ে এসেছেন। তাঁদেরই একজন মোহিত শর্মা। যিনি যুক্তি দিয়ে জানিয়েছেন, থুতু ব্যবহার চালু হওয়ার ফলে বল ফের আগের মতোই বাঁক নিচ্ছে। সিমাররা এর একশো শতাংশ সুফল পাচ্ছেন। দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে চলতি মরশুমে মাঠে নামছেন মোহিত। থুতু-বিতর্কে তিনি বলেন, ''এখন ৭০ শতাংশ ম্যাচে বল ভেতরে সুইং খেয়ে ঢুকছে। আর এটা হচ্ছে তার কারণ বলে থুতু ঘষা হচ্ছে। আগে ঘাম লাগানো হত। কিন্তু থুতু ঘামের চাইতে ভারী। ফলে থুতু-ঘষা বলও ভারী হয়ে উঠছে। আর সেটা ভেতরে সুইং করছে। ইদানীং মাঠে খুব একটা শিশির পড়ে না। ফলে থুতু সুইংয়ের জন্য বিশেষভাবে কার্যকরী হয়ে উঠেছে।'' প্রসঙ্গত, থুতু লাগানোর নিয়ম রদ করা হয় ২০২০ সালে। সেটা ছিল সাময়িক। দু'বছর বাদে, ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ওই নিয়ম পাকাপাকিভাবে বলবৎ হয়। প্রথমে মহম্মদ সামি একা এর বিরুদ্ধে মুখ খুললেও পরে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন একাধিক প্রাক্তন ক্রিকেটার। সলিল আঙ্কোলা, প্রাক্তন জাতীয় নির্বাচক, তাঁদের একজন। সলিল বলেন, ''এই ব্যান এখনই উঠে যাওয়া উচিত। আমি সামির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে একমত। এখন সবকিছু ব্যাটসম্যানদের পক্ষে চলছে। কিছু জিনিস অন্তত বোলারদের পক্ষেও থাকা প্রয়োজন।'' এরপর তিনি যোগ করেন, ''এই মরশুমে রঞ্জি টুর্নামেন্টে ধারাভাষ্য দিতে গিয়েও আমি এই বিষয়টা নিয়ে বলেছি। বলে লালা ব্যবহার শতাব্দী প্রাচীন। ১৯২০ সালে অতিমারি এসেছিল, তখনও ক্রিকেট খেলা হত, বলে বোলাররা থুতু মাখতেন। কিন্তু সেই নিয়ম রদ করা হয়নি।'' উপমহাদেশের বাইরের বোলারদের মধ্যে নিউজিল্যান্ডের টিম সাউদিও সামির হয়ে সওয়াল করেন। বলেন, ''বোলার হিসেবে আমি অবশ্যই একটা অ্যাডভান্টেজ নিতে চাইব। এখন আকছার ৩০০ বা তারও উপর রান উঠছে। সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ড দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৩৬২ রান তুলেছে। ফলে বোলারদের জন্যও কিছু থাকা উচিত। জানি না এটা ফিরিয়ে আনতে আইসিসির অসুবিধে কোথায়।'' দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার ভের্নন ফিলান্ডারের মতে, রিভার্স সুইং বোলারদের একটা বাড়তি অস্ত্র। ম্যাচের শেষ দিকে বল যখন পুরোনো হয়ে গিয়েছে, তার চাকচিক্য তেমন নেই, তখন তাতে থুতু লাগালে রিভার্স সুইংয়ের সুযোগ বাড়ে। ফলে এই কৌশল এখনই চালু করা জরুরি। ইদানীং ক্রিকেট ব্যাটার-প্রধান, বোলারদের দিকে তেমন নজর দেওয়া হয় না, খেলা হয় পাটা পিচে, রান ওঠে প্রচুর, এমনকী ফিল্ডিংয়ের বাঁধাবাঁধি নিয়ে যে কানুন আনা হচ্ছে-সবই বোলারদের বিপক্ষে গেছে। চলতি বিতর্কে সামির পক্ষ নেওয়া ক্রিকেটাররা তাই রিভার্স সুইংকে সামনে রেখে আদতে পেসারদের গুরুত্বকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন। যদিও থুতু রদের নির্দেশিকা তোলার আগে সতর্কতা নেওয়া জরুরি। পাল্টা পক্ষ নিয়েছেন প্রাক্তন ভারতীয় বোলার ভেঙ্কটেশ প্রসাদ। তাঁর বক্তব্য, বিষয়টা গুরুত্ব নিয়ে বিবেচনা করা উচিত। নতুন ভাইরাস কবে, কীভাবে হানা দেবে কেউ জানে না। তাই বোলারদের অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সংক্রমণ ও পরিচ্ছন্নতার ইস্যু মাথায় রাখতে হবে।

ক্লেটনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করল ইস্টবেঙ্গল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ এপ্রিলঃ ইস্টবেঙ্গল এফসি-র সমর্থকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর। ক্লাবটি তাদের তারকা ফরোয়ার্ড ক্লেটন সিলভার সঙ্গে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে পথ আলাদা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বুধবার সন্ধ্যায় ইস্টবেঙ্গল এফসি-র অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে প্রকাশিত একটি বিবৃতিতে এই ঘোষণা করা হয়। বিবৃতিতে ক্লাব ক্লেটনের অসাধারণ অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে এবং তাঁর প্রতি শুভেচ্ছা প্রকাশ করেছে। লাল-হলুদ সমর্থকদের মধ্যে এই খবর নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে, কারণ ক্লেটন গত কয়েক মরশুমে ক্লাবের অন্যতম নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় ছিলেন। ইস্টবেঙ্গল এফসি-র অফিসিয়াল বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'ইস্টবেঙ্গল এফসি এবং ক্লেটন সিলভা পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা তাঁর অসাধারণ সেবার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।' এই বিবৃতি ক্লেটনের প্রতি ক্লাবের শ্রদ্ধা এবং তাঁর অবদানের প্রতি কৃতজ্ঞতার প্রতিফলন। ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার ক্লেটন সিলভা ২০২২ সালে ইস্টবেঙ্গল এফসি-তে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর আগমন ক্লাবের আক্রমণভাগে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছিল। তাঁর গোল করার ক্ষমতা, মাঠের মধ্যে নেতৃত্ব এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা তাঁকে সমর্থকদের প্রিয় করে তুলেছিল। ইন্ডিয়ান সুপার লিগ (আইএসএল)-এ তিনি ইস্টবেঙ্গলের হয়ে ৫০টিরও বেশি ম্যাচ খেলেছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে একাধিক গোল করেছেন। তাঁর দক্ষতা

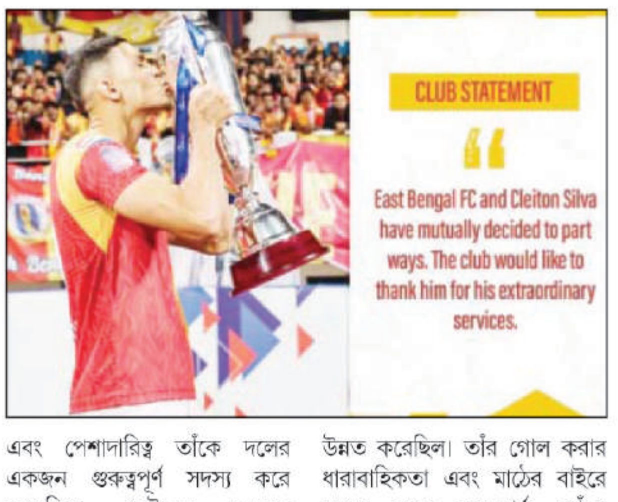

এবং পেশাদারিত্ব তাঁকে দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য করে তুলেছিল। ক্লেটনের নেতৃত্বে ইস্টবেঙ্গল ২০২৩ সালে দুরান্ত কাপে ফাইনালে পৌঁছেছিল এবং আইএসএল-এ তাদের পারফরম্যান্স উন্নত করেছিল। তাঁর গোল করার ধারাবাহিকতা এবং মাঠের বাইরে দলের সঙ্গে সুসম্পর্ক তাঁকে সমর্থকদের হৃদয়ে বিশেষ স্থান দিয়েছে। বিশেষ করে, কলকাতা ডার্বিতে তাঁর পারফরম্যান্স সমর্থকদের মনে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। ক্লাব বা ক্লেটনের পক্ষ থেকে বিচ্ছেদের সুনির্দিষ্ট কারণ সম্পর্কে কোনও আনুষ্ঠানিক বক্তব্য দেওয়া হয়নি। তবে, ফুটবল মহলে গুঞ্জন রয়েছে যে, ক্লেটনের চুক্তির মেয়াদ এবং ক্লাবের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এই সিদ্ধান্তের পিছনে ভূমিকা রাখতে পারে। ইস্টবেঙ্গল বর্তমানে তাদের দলকে পুনর্গঠনের দিকে মনোনিবেশ করছে, এবং নতুন কোচ ও খেলোয়াড়দের নিয়ে আগামী মরশুমে আরও শক্তিশালী ফলাফলের লক্ষ্যে কাজ করছে। এই প্রেক্ষাপটে ক্লেটনের সঙ্গে বিচ্ছেদ একটি কৌশলগত সিদ্ধান্ত হতে পারে। ক্লেটনের পক্ষ থেকেও কোনও আনুষ্ঠানিক মন্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে, তিনি ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে তাঁর সময়কালে কলকাতার সমর্থকদের ভালোবাসা এবং সমর্থনের জন্য বারবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তাঁর ভবিষ্যৎ গন্তব্য সম্পর্কে এখনও কোনও তথ্য প্রকাশিত হয়নি, তবে ফুটবল বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, তিনি হয়তো অন্য কোনও আইএসএল ক্লাবে যোগ দিতে পারেন অথবা বিদেশের কোনও লিগে নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারেন। ক্লেটনের বিদায়ের খবরে ইস্টবেঙ্গলের সমর্থকদের মধ্যে একদিকে যেমন বিষাদ, তেমনই তাঁর অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন অনেকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় সমর্থকরা হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। একজন সমর্থক লিখেছেন, 'ক্লেটন আমাদের হৃদয়ে চিরকাল থাকবে। তাঁর গোলগুলো আমাদের অনেক স্মৃতি উপহার দিয়েছে।'

ভ্যেনু পরিবর্তন করছে দুইবারের আইএসএল চ্যাম্পিয়ন? সুপার কাপের আগেই বিবৃতি ক্লাবের

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

দুইবারের ইন্ডিয়ান সুপার লিগ চ্যাম্পিয়ন চেন্নাইয়িন এফসির ভক্তরা উদ্বেগে রয়েছেন। সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে গুজব ছড়িয়েছে যে আগামী মরসুমের আগে দলটি তামিলনাড়ু ছেড়ে অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে পারে। যদিও দলের ব্যবস্থাপনা এবং রাজ্যের কর্মকর্তারা এই গুজবকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তবুও চেন্নাইয়ে ক্লাবের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা থামছে না। এই গুজবের পিছনে ক্লাবের সাম্প্রতিক খারাপ পারফরম্যান্সকে দায়ী করা হচ্ছে। চেন্নাইয়িন এফসি গত কয়েকটি মরসুমে হতাশাজনক ফলাফল করেছে। সবচেয়ে সাম্প্রতিক মরশুমে তারা ২৪টি ম্যাচে মাত্র ৭টি জয় নিয়ে পয়েন্ট টেবিলে ১১তম স্থানে শেষ করেছে। কিছু সূত্রের দাবি, তামিলনাড়ু সরকারের কাছ থেকে পর্যাপ্ত সমর্থন না পাওয়ার কারণে ক্লাব স্থানান্তরের কথা ভাবছে। তবে, তামিলনাড়ু ক্রীড়া উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের একজন কর্মকর্তা এই দাবিকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, ক্লাবের সঙ্গে স্থানান্তর নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। ২০২৩ সালে, রাজ্য সরকার চেন্নাইয়িনের হোম ভেন্যু জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম সংস্কারের জন্য ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল। এছাড়া, গত বছর ক্লাব সরকারের সঙ্গে সহযোগিতায় স্টেডিয়ামের বি গ্রাউন্ডকে সংস্কার করে, যা এখন তাদের অফিসিয়াল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই পদক্ষেপগুলো ক্লাব এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে সুসম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়। চেন্নাইয়িন এফসি গুজবের জবাবে একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রকাশ করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সামাজিক মাধ্যমে স্থানান্তরের গুজব সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং এর কোনো ভিত্তি নেই। আমরা আইএসএল শুরু থেকে চেন্নাইয়ে অবস্থান করছি এবং তামিলনাড়ুতে ফুটবলের উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের

সঙ্গে কাজ করে আমাদের ভক্তদের জন্য একটি দল গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। তবে, ক্লাব স্বীকার করেছে যে তারা স্থানান্তরের সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে বলে জানা গিয়েছে, যদিও এই বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক আলোচনা হয়নি। এই মন্তব্য ভক্তদের মধ্যে উদ্বেগ আরও বাড়িয়েছে। চেন্নাইয়িন এফসি তামিলনাড়ুর ফুটবল সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ক্লাবটি আইএসএলে দুটি শিরোপা জিতেছে এবং স্থানীয় প্রতিভাদের উন্নয়নে অবদান রেখেছে। ভক্তরা আশা করছেন, ক্লাব তাদের চেন্নাইয়ের শিকড়ের প্রতি অটল থাকবে। তবে, দলের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স এবং গুজবের কারণে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। আগামী মরসুমে চেন্নাইয়িন এফসির পারফরম্যান্স এবং তাদের স্থানীয় সমর্থনই এই গুজবের জবাব দেবে। ভক্তরা এখন অপেক্ষায় রয়েছেন, তাদের প্রিয় দল কীভাবে এইচ্যালেঞ্জ থেকে নিজেকে তুলে ধরবে।

ড্রিম স্পোর্টস ফাইনালে বাগানকে হারিয়ে শিরোপা জিতল পাঞ্জাব

রাইয়া, ১৬ এপ্রিলঃ পঞ্জাব এফসি গোয়ার রাইয়ায় অনুষ্ঠিত ড্রিম স্পোর্টস ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে ২-০ গোলে পরাজিত করে অনূর্ধ্ব -১৭ শিরোপা ধরে রাখল। শুভম গুরুং এবং আশিস লোহারের করা গোল নিশ্চিত করল যে পঞ্জাবের তরুণ শেররা এক দুর্দান্ত পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছে। পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে, আঞ্চলিক কোয়ালিফায়ার থেকে শুরু করে ফাইনাল পর্যন্ত, পঞ্জাব অপরাজিত থেকে শিরোপা ঘরে তুলেছে। ম্যাচের শুরু থেকেই পঞ্জাব এফসি মোহনবাগানের গোলপোস্টে আক্রমণ শুরু করে এবং পুরো ম্যাচে চাপ অব্যাহত রাখে। ১০ম মিনিটে শুভম গুরুং রিশিকান্ত সিংয়ের একটি নিখুঁত লো ক্রস থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। দ্বিতীয় গোল আসে ৬৪তম মিনিটে, যখন আশিস লোহার বাঁ দিকের উইং দিয়ে দুর্দান্ত দৌড়ের পর শক্তিশালী শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন। পাঞ্জাবের তরুণ শেররা ম্যাচে স্পষ্টভাবে আধিপত্য বিস্তার করে, মোট ২১টি শট নেয়, যার মধ্যে ১৪টি ছিল লক্ষ্যে। মোহনবাগানের গোলরক্ষক নন্দন রায়ের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স এবং ডিফেন্ডারদের শেষ মুহূর্তের ব্লক না থাকলে স্কোরলাইন আরও বড় হতে পারত। টুর্নামেন্টে পাঁচটি গোল করা বিশাল যাদব প্লেয়ার অফ দ্য টুর্নামেন্ট নির্বাচিত হন, আর ফাইনালের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতে নেন শুভম গুরুং। রমেশ গঙ্গারাম বিস্তার কোচিংয়ে পাঞ্জাব এফসি গ্রুপ বি-তে তাদের সব ম্যাচ জিতে ফাইনালে পৌঁছায়। তারা ইংলিশ চ্যাম্পিয়নশিপ দল নরউইচ সিটি এফসিকে ২-১ গোলে এবং সেসা ফুটবল অ্যাকাডেমি ও ফুটবল ফর চেঞ্জ, মণিপুরের বিরুদ্ধে ৩-১ গোলে আরামদায়ক জয় ছিনিয়ে নেয়। ম্যাচের শুরু থেকেই পাঞ্জাবের আক্রমণাত্মক কৌশল স্পষ্ট ছিল। তারা মোহনবাগানের ডিফেন্সকে ক্রমাগত চাপে রেখে একের পর এক সুযোগ তৈরি করে। শুভম গুরুংয়ের গোল ম্যাচের গতি নির্ধারণ করে এবং আশিস লোহারের দ্বিতীয় গোল পাঞ্জাবের আধিপত্যকে আরও শক্তিশালী করে। পাঞ্জাবের খেলোয়াড়রা দলগতভাবে দুর্দান্ত সমন্বয় দেখায়, যেখানে মিডফিল্ড এবং ফরোয়ার্ড লাইনের মধ্যে নিখুঁত সংযোগ ছিল। বিশাল যাদব, রিশিকান্ত সিং এবং অন্যান্য খেলোয়াড়দের ক্রমাগত চাপ মোহনবাগানের ডিফেন্সকে ভেঙে পড়তে বাধ্য করে। মোহনবাগান, যারা আঞ্চলিক যোগ্যতা অর্জন পর্বে কলকাতায় মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ২-১ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল, এই ম্যাচে তাদের স্বাভাবিক ছন্দ খুঁজে পায়নি। তাদের আক্রমণ ভোঁতা ছিল এবং পাঞ্জাবের ডিফেন্সের সামনে তারা কার্যকর সুযোগ তৈরি করতে ব্যর্থ হয়। নন্দন রায়ের গোলকিপিং এবং ডিফেন্ডারদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, মোহনবাগান পাঞ্জাবের আক্রমণের ধারাবাহিকতা রুখতে পারেনি। পাঞ্জাব এফসির এই জয় তাদের অনূর্ধ্ব-১৭ দলের প্রতিভা এবং কোচিং স্টাফের কৌশলগত প্রস্তুতির প্রমাণ। রমেশ গঙ্গারাম বিস্তার নেতৃত্বে দলটি শৃঙ্খলা, আক্রমণাত্মক ফুটবল এবং ডিফেন্সিভ দৃঢ়তার একটি নিখুঁত মিশ্রণ

দেখিয়েছে। বিশাল যাদবের গোলস্কোরিং দক্ষতা এবং শুভম গুরুংয়ের ফাইনালে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দলের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি ছিল। এই জয়ের মাধ্যমে পাঞ্জাব এফসি ভারতীয় ফুটবলের তরুণ প্রতিভাদের জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্দেশ করেছে। তাদের অপরাজিত রেকর্ড এবং টুর্নামেন্ট জুড়ে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স তাদের দৃঢ়তা এবং প্রতিভার প্রমাণ। ভক্তরা এখন অপেক্ষায় রয়েছেন, এই তরুণ শেররা ভবিষ্যতে কীভাবে ভারতীয় ফুটবলের মানচিত্রে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

পিএসজিকে কাঁপিয়ে দিল অ্যাস্টন ভিলা, চোখের জলে বিদায় মার্তিনেজদের

অ্যাস্টন ভিলা ৩ - ২ পিএসজি (দুই লেগ মিলিয়ে পিএসজি ৫-৪ ব্যবধানে জয়ী)

বার্মিংহ্যাম, ১৬ এপ্রিলঃ কাছাকাছি একটা জলের বোতল পেয়েছেন উনাই এমিরি, কিক মারলেন সেটিকেই। যেন ভেতরে থাকা রাগ-ক্ষোভই ছুড়ে ফেলতে চাইলেন দূরে কোথাও। এ ছাড়া আর কী-ই-বা করার আছে অ্যাস্টন ভিলা কোচের! দুর্দান্ত খেলে ৯০ মিনিটের ম্যাচ জিতেছেন। কিন্তু আগের নব্বই মিনিটই গড়ে দিল ব্যবধান। চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগ অ্যাস্টন ভিলা ৩-২ ব্যবধানে জিতলেও দুই লেগ মিলিয়ে ৫-৪ অগ্রগামিতায় সেমিফাইনালে উঠেছে পিএসজিই। চ্যাম্পিয়নস লিগ ইতিহাসে দ্বিতীয় লেগে ঘুরে দাঁড়ানোর অবিশ্বাস্য ম্যাচের গল্পে ঘুরেফিরেই আসে ২০১৭ সালের বার্সেলোনা-পিএসজি কোয়ার্টার ফাইনাল। যে ম্যাচের প্রথম লেগে পিএসজি জিতেছিল ৪-০ গোলে, পরের লেগে বার্সা জিতেছিল ৬-১ গোলে। বহুল আলোচিত সেই ম্যাচে পিএসজির ডাগআউটে ছিলেন এমিরি, বার্সার ডাগআউটে লুইস এনরিকে। আট বছর পর দুই কোচ আরেকটি কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি অ্যাস্টন ভিলা-পিএসজির হয়ে। এর মধ্যে গত সপ্তাহে প্যারিসে প্রথম লেগ পিএসজি ৩-১ ব্যবধানে জেতায় দ্বিতীয় লেগে ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প লেখার চ্যালেঞ্জটা ছিল এমিরির অ্যাস্টন ভিলার। সেই কাজটা তাঁর দল করেছেও। কিন্তু যথেষ্ট হয়নি। ভিলার চ্যালেঞ্জ কিন্তু দ্বিতীয় লেগের প্রথম আধা ঘণ্টার মধ্যে প্রায় দ্বিগুণে পরিণত হয়েছিল। ১১তম মিনিটে আশরাফ হাকিমি আর ২৭তম মিনিটে নুনো মেন্দেজ গোল করে পিএসজিকে ম্যাচে ২-০ এবং দুই লেগ মিলিয়ে ৫-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন। এরমধ্যে হাকিমির গোলটির জন্য নিজেকেই দায়ী করার কথা গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজের। স্লাইড করে বল ধরতে না পেরে উল্টো বল তুলে দিয়েছিলেন হাকিমির কাছে, যে সুযোগ কাজে লাগাতে ভুল করেননি মরোক্কান ডিফেন্ডার। ৪ গোল ব্যবধানে পিছিয়ে থাকা অ্যাস্টন ভিলা ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে ৩৪তম মিনিট থেকে। ইউরি টিয়েলেমানসের শট পিএসজি ডিফেন্ডার পাচোর গায়ে লেগে জালে জড়িয়ে যায়। ভিলা দ্বিতীয় গোল করে ৫৫তম মিনিটে। বক্সের বাইরে থেকে জোরালো শটে বল জালে পাঠান জন ম্যাকগিন। ম্যাচের

স্কোরলাইন হয় ২-২, দুই লেগ মিলিয়ে ৫-৩। এর দুই মিনিট পরই ম্যাচে তৃতীয় গোল পেয়ে যায় অ্যাস্টন ভিলা। মার্কাস রাশফোর্ডের কাট ব্যাক থেকে বল পেয়ে গোল করেন এজরি কনস্টা। ব্যবধান মাত্র ১ গোলের মধ্যে নামিয়ে এনে আরও উজ্জীবিত হয়ে ওঠে অ্যাস্টন ভিলা। তবে দেয়াল হয়ে দাঁড়ান পিএসজি গোলকিপার জিয়ানলুইজি দোন্নারুম্মা। টিয়েলেমানস ও মার্কো আসেনসিওর দুটি সম্ভাব্য গোল আটকে দেন এই ইতালিয়ান গোলকিপার। যোগ করা সময়ে অ্যাস্টন ভিলার হয়ে গোলের সুযোগ তৈরি করেন ইয়ান মাটসেন, কিন্তু গোলমুখে থাকা পাচো সেটা ব্লক করে দিলে হতাশায় পোড়ে ভিলা পার্ক। কোচ এমিরি তো মাটিতে শুয়েই পড়েন। শেষ পর্যন্ত এক গোল কমের হতাশা নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয় অ্যাস্টন ভিলাকে। হতাশায় বেশ খানিকটা সময় মাঠেই বসেছিলেন মার্তিনেজ। টানা দ্বিতীয়বার সেমিফাইনালে ওঠা পিএসজি শেষ চারে খেলবে আগামীকাল আর্সেনাল-রিয়াল মাদ্রিদের মধ্যে জয়ী দলের বিপক্ষে।

চ্যাম্পিয়নস লিগ

ডর্টমুন্ডের কাছে হেরেও ৬ বছর পর সেমিফাইনালে উঠল বার্সেলোনা

ডর্টমুন্ড ৩ - ১ বার্সেলোনা (দুই লেগ মিলিয়ে বার্সেলোনা ৫-৩ ব্যবধানে জয়ী)

ডর্টমুন্ড, ১৬ এপ্রিলঃ এক দল শট নিয়েছে ১৮টি, লক্ষ্যেই ছিল ১১টি। আরেক দল শটই নিয়েছে ৭টি, লক্ষ্যে মাত্র দুটি। স্পষ্ট ব্যবধান গোলসংখ্যায়ও। ৩টির বিপরীতে ১টি। এত কিছুর পরও দিন শেষে হাসিমুখ দ্বিতীয় দলটিরই। দলটির নাম বার্সেলোনা। চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনাল প্রথম লেগে ৪-০ ব্যবধানে জেতা বার্সা আজ বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের মাঠে দ্বিতীয় লেগে হেরেছে ৩-১ গোলে। তবে দুই লেগ মিলিয়ে ৫-৩ ব্যবধানে জিতে সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে স্প্যানিশ ক্লাবটি। এক দশক আগে শেষবার ইউরোপীয় ট্রফি জেতা বার্সেলোনা চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনালে উঠল ছয় বছর পর। গত সপ্তাহে প্রথম লেগ বড় ব্যবধানে জেতায় শেষ চারে এক পা দিয়েই রেখেছিল বার্সেলোনা। তবে সিগনাল এদুনা পার্কে হানসি ফ্লিকের দলকে বড় ঝড়ই সামাল দিতে হয়েছে। ম্যাচের ১১ মিনিটেই গোলকিপার ভয়েচেক সেজনির ফাউলের কারণে পেনাল্টির বাঁশি বাজে বার্সেলোনার বিপক্ষে। যে পেনাল্টি থেকে গোল করে ডর্টমুন্ডকে এগিয়ে দেন সেরহু গিরাসি। তবে দুই লেগ মিলিয়ে স্কোরলাইন ৪-১ থাকায় তখনো অতটা দুশ্চিন্তার কারণ ছিল বার্সেলোনার। তবে এরপর একের পর এক আক্রমণে বার্সা রক্ষণকে তটস্থ করে ফেলে ডর্টমুন্ড। প্রথমার্ধে আর কোনো গোল না হলেও বার্সার মনে ভয় ধরিয়ে দিতে সক্ষম হয় আয়োজকরা। ওই সময়ের মধ্যে নিজেরা মাত্র একটি শট নিতে পারলেও ডর্টমুন্ডের লক্ষ্যে শটই মোকাবিলা করতে হয়েছে ৭টি। ২০২৪-২৫ মরসুমে কোনো প্রতিযোগিতার কোনো ম্যাচেই বার্সেলোনা প্রথমার্ধে এত বাজে খেলেনি। বিরতির পর বার্সাকে আরও কোণঠাসা করে ফেলে ডর্টমুন্ড। ৪৯তম রামি বেনসেবাইনির হেড পাস থেকে হেডে বল জালে জড়ান গিরাসি। দুই লেগ মিলিয়ে স্কোরলাইন কমে আসে ৪-২। তবে ৫৩তম মিনিটেই একটি গোল পেয়ে যায় বার্সেলোনা। ফারমিন লোপেজের বল বিপদমুক্ত করতে গিয়ে নিজেদের জালে বল ঠেলে দেন প্রথমার্ধে বার্সাকে সবচেয়ে বেশি ভোগানো ডিফেন্ডার রামি। ম্যাচের ৭৫তম মিনিটে ডর্টমুন্ডকে আরেকটি গোল এনে দেন গিরাসি। রোনাল্দ আরাউহো বল গিরাসির পায়ে তুলে দিলে সহজেই জালে জড়িয়ে দেন গিনির এই স্ট্রাইকার। এবারের চ্যাম্পিয়নস লিগে এটি গিরাসির ১৩তম গোল। স্কোরলাইন ৫-৩ ব্যবধানে এনে সমতার জন্য মরিয়া চেষ্টা ছিল ডর্টমুন্ডের। ইউলিয়ান ব্রান্ডট বল জালেও পাঠিয়েছেন একবার, কিন্তু অফসাইডে তা বাতিল হয়। বাকি সময়ে আর কোনো গোল না হলে ৩-১ ব্যবধানে ম্যাচ জিতেও দুই লেগের স্কোরলাইনে হতাশা নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয় ডর্টমুন্ডকে। বার্সেলোনা সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ২৪ ম্যাচ পর হারের মুখ দেখলেও মাঠ ছেড়েছে হাসিমুখেই। ২০১৯ সালের পর এবারই প্রথম চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ চারে খেলবে দলটি। সেমিফাইনালের প্রতিপক্ষ হবে আগামীকাল বায়ার্ন মিউনিখ-ইন্টার মিলানের মধ্যকার জয়ী দল।

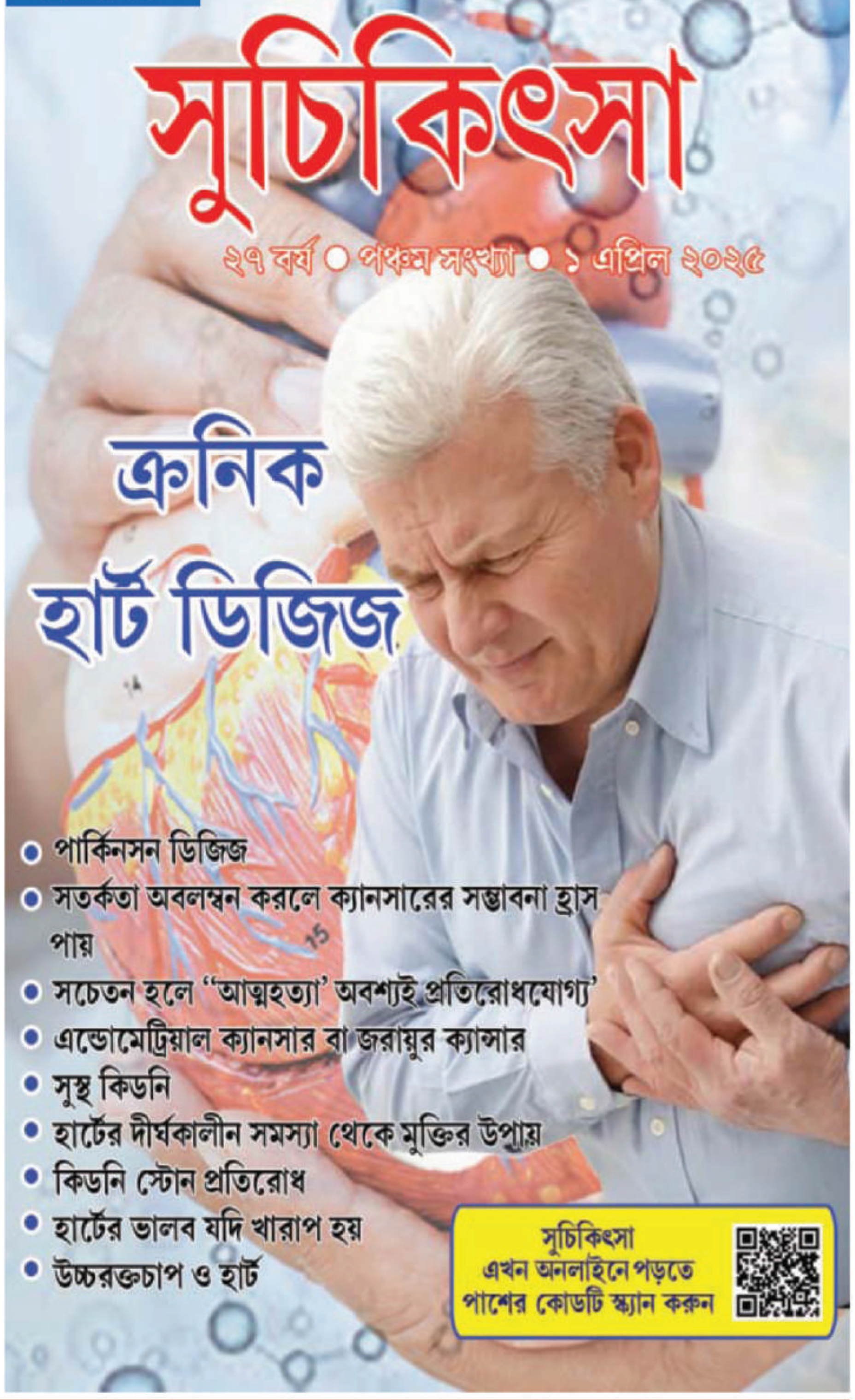

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com